জাতির মন্ত্র

(ঐতিহাসিক নাটক)

রচনা—

শ্রীঅখিলেশ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্থান—

কামিনী পিক্‌চার্স লিমিটেড

৪০ নং, মলঙ্গা লেন, কলিকাতা—১২

দেড় টাকা।

[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ কর্তৃক
প্রকাশিত ও মুদ্রিত।
৫৩ গ্রীক রো, কলিকাতা-১৪

প্রথম সংস্করণ

উৎসর্গ

বাংলার তরুণ তরুণী।

তোমাদেব অনন্ত উৎসাহের দীপ্তি আজও সবুজ, আজও কাঁচা। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র জালে তোমাদের বর্ত্তমান জীবন যতই আচ্ছন্ন হোক না কেন, আমি বিশ্বাস কবি—ভবিষ্যৎ বাংলার গৌরবময় ইতিহাস বচনা কবতে পাববে তোমবাই। তাই তোমাদের হাতেই আমি আমার "জাতির মন্ত্র" তুলে দিলাম। আমার রচনার একটী কথাও যদি তোমাদের মনে অনুপ্রেরণা জাগায় তবেই আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

—তোমাদের—

শ্রীঅখিলেশ চট্টোপাধ্যায়।

আমার কথা—

মহম্মদপুরের ইতিহাস ছোটবেলায় আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের নিকট হইতে গল্পচ্ছলে শুনিতাম রাজা সীতারামের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া একখানা নাটক লিখিবার ইচ্ছা সেই কিশোর বয়সেই আমার মনে উদয় হয়। তখন হইতেই রাজা সীতারামকে কেন্দ্র করিয়া যে সব নাটক বা উপন্যাস লিখিত হইয়াছে, তাহার সবগুলি প্রায় সংগ্রহ করিয়া পড়িতে থাকি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম পড়িবার সময় তাহার ভূমিকায় দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহার সীতারাম উপন্যাস মাত্র। ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই তাহার মিল নাই।

দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ৺সতীশ মিত্র মহাশয়ের "যশোহর খুলনার ইতিহাস' এই সময় ভাগ্যক্রমে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই। প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই সীতারামকে ভোগী বিলাসী ও চরিত্রহীন করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু "যশোহর খুলনার ইতিহাসে' দেখিলাম অন্যরূপ। আমার পিতৃদেব বর্ণিত সীতারাম চরিত্রের সঙ্গে এই বই এর সীতারামের বহু মিল খুঁজিয়া পাইলাম। সুতরাং "যশোহর খুলনার ইতিহাসকেই" আমি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবেই গ্রহণ করিলাম।

অনেকে মনে করেন—সীতারাম সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজা ছিলেন। কিন্তু আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে হিন্দু রাজা তাঁর রাজধানীর নাম রাখিয়া ছিলেন মহম্মদপুর এবং সে নামকরণ হইয়াছিল এক মুসলমান ফকীরের নামানুসারে তাহাকে কি করিয়া সাম্প্রদায়িক বলিয়া মনে করা যায় এ বিষয়ে যাহাদের সন্দেহ আছে 'যশোহর খুলনার ইতিহাস" পাঠ করিলেই তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

বাংলার ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। এই দুঃসাহসিক কাজ করিতে যাইয়া কোন দোষ ত্রুটী হইয়া থাকিলে বাংলার জনসাধারণের ক্ষমা পাইব এ বিশ্বাস আমার আছে।

তাড়াতাড়িতে প্রুফ দেখিবার সময় অনেক ভুল ত্রুটী থাকিয়া গিয়াছে। আশাকরি পাঠকবর্গ পরবর্ত্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন করিবার সুযোগ আমাকে দিবেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা
২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৬।
কলিকাতা।

বিনীত—
অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়।

[illegible]

[illegible]— [illegible]পুরের রাজা।

[illegible]নারায়ণ রায়— ঐ ভ্রাতা।

মৃণ্ময় ঘোষ— ঐ সহচর ও সৈন্যাধ্যক্ষ।

(রাজু) শঙ্কর ঘোষ— মৃন্ময়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা ও রাজসৈনিক।

মনোহর রায়— চাঁচড়ার রাজা।

রূপচাঁদ ঢালী— নমঃশূদ্র সর্দ্দার।

মুনিরাম— রাজকর্ম্মচারী ও দেওয়ান।

বক্তার খাঁ— পাঠান দস্যু।

ফক্‌রে— পর্ত্তুগীজ জলদস্যু ; পরে সীতারামের গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ।

মুর্শিদ কুলিখাঁ— বাংলার নবাব।

কাজী সাহেব— বাংলার আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

মীর আবু তোরাবখাঁ— ভূষণার ফৌজদার ও মোগল সেনাপতি।

বক্স আলিখাঁ— নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ।

মহম্মদ আলিখাঁ— ফৌজদারের সহকারী

ফজলুল খাঁ, কাফি খাঁ, নাজিম খাঁ— ঐ পারিষদত্রয়।

করিম খাঁ— পাঠান দস্যু।

রায় রঘুনন্দন— নাটোরের রাজা রামজীবনের ভ্রাতা ও নবাবের দেওয়ান।

দয়ারাম— নাটোরের রাজ কর্ম্মচারী (দীঘাপাতিয়া) ও নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ।

আরতি— বাংলার স্বাধীনতাকামী স্বেচ্ছাসেবিকা।

সন্ধ্যা— ভাগ্যবিড়ম্বিতা চাঁচড়ার একটি মেয়ে।

কুসুম— সীতারামের কন্যা।

জাতির মন্ত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গভীর রাত্রি।

আকাশে মেঘ ও বিদ্যুৎ।

মুর্শিদাবাদ, মন্দির প্রাঙ্গনে পূজারিণীর কুটীর।

[আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক তরুণ কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্ধকাবে সে লক্ষ্য করিতে পারে নাই যে অপর একটি সৈনিক তাহাকে অনুসরণ কবিয়াছে। অনুগামী সৈন্য মন্দির প্রাঙ্গনে বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিল...আগন্তক সৈনিক কুটীর দ্বারে যাইয়া কড়া নাড়িল, তিন বার কড়া নাড়িবার পরে ভিতর হইতে পূজারিণীর কণ্ঠস্বর শোনা' গেল।]

পূজারিণী—কে?

আগন্তুক—স্বাধীন বাংলার ভবিষ্যৎ রচনা কর্‌ছে যারা, আমি তাদেরই একজন। দ্বার খে।ল আবতি।

[বোঝা গেল পূজারিণীর নাম আরতি]

আরতি—লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর! (দ্বার খুলিয়া) একি! লক্ষ্মী! এই দুর্য্যোগে? [বোঝা গেল আগন্তুক লক্ষ্মী]

লক্ষ্মী—দুর্য্যোগ! স্বাধীনতা অর্জ্জনের গুরুদায়িত্ব যাদের তাদের কি চুপ করে ঘরে বসে থাকা চলে আরতি? আজই এই দুর্য্যোগের মধ্যেই আমাকে মহম্মদপুরের পথে রওনা হতে হবে।

আরতি - নবাবের সঙ্গে—

লক্ষ্মী—হাঁ, সাক্ষাৎ করেছিলাম। রায় রঘুনন্দন আর দয়ারামের পরামর্শে নবাব, রাজা সীতারামের হাতে ভূষণা ফৌজদারীর ভার অর্পন কবতে অসম্মত হয়েছেন।

আরতি—নাটোরের সাহায্য প্রার্থনাও কি ব্যর্থ হল?

লক্ষ্মী—ভূষণার ফৌজদারীর জন্য আমি তত চিন্তিত হইনি যত হয়েছি এই নাটোরের জন্য। রায় রঘুনন্দন তার অগ্রজ রাজা রামজীবনের সঙ্গে পরামর্শ করে আমায় জানিয়েছেন, বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তারা মহম্মদপুরের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য বিজড়িত করতে চান না।

আরতি—আমি জানতাম। মৃত যে সে বাঁচার স্বপ্ন দেখবে কি করে?

লক্ষ্মী—নাটোরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েছে বলেই, আজ চাই আমাদের ভূষণার ফৌজদারী। রায় রঘুনন্দনের প্রাসাদে তোমার অবাধগতি। বলতে পার—ভূষণার ফৌজদার কে নির্ব্বাচিত হয়েছে?

আরতি—জরুরী সংবাদ জানাতে অসহায় আমি যে মুহূর্ত্তে তোমার উপস্থিতি কামনা করেছিলাম, সেই মুহূর্ত্তে তুমি এসেছ। মোগল সেনাপতি আবুতোরাব্ খাঁ নূতন ফৌজদার নির্ব্বাচিত হয়ে দিল্লী থেকে এসেছেন···সঙ্গে তার দশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য···কামান বন্দুকও রয়েছে যথেষ্ট।

লক্ষ্মী—(চিন্তিত হইয়া) দশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য !" উত্তম। আমাকে এখুনি যাত্রা করতে হবে। (সহসা) হাঁ আরতি, তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে না ত ?

আরতি—কষ্ট ! তুমি বল কি ! আমার বাংলার সোনালী ভবিষ্যতের আশায় আমি যে জীবন দিতে পারি লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী—নিশ্চয়। তাইত আমাদের এ কষ্ট সহ্য করতে হবে ততদিন, যতদিন না বাঙ্গালীকে শৃঙ্খল মুক্ত বাংলার বুকে স্বাধীন দেখতে পাবো। [স্বপ্নঘোরে বলিতেই লাগিল] তারপর সেই স্বাধীন বাংলায় আমি তোমার হাত ধরে নিয়ে যাবো আমার পল্লীকুটীরে ·· সেখানে বনের ফাঁকে দোয়েল শ্যামা গানের সুরে তোমার ঘুম ভাঙ্গাবে শরতের জ্যোৎস্নার সাথে মধুমতীর জল ঢেউ খেলে তোমায় আবাহন জানাবে···

ছদ্মবেশী সৈনিক—[বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত] ষড়যন্ত্র ! বিশ্বাস-ঘাতকতা ! আজই আমি এর প্রতিকার করব।

আরতি—সেই দিনের আশায়ই ত' জীবন ধারণ করছি লক্ষ্মী !

লক্ষ্মী—আমি আর বিলম্ব করতে পারি না আরতি। আমার অশ্ব আমার অপেক্ষা করছে। তোমার উপর আজ আমি কঠোরতর দায়িত্ব ন্যস্ত করে যাচ্ছি। আমায় স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর শত্রুর সমস্ত গুপ্ত সংবাদ প্রয়োজনীয় প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি রাজা সীতারামকে জানাবে। রাজা সীতারামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠায় প্রাণ আহুতি দিতে দ্বিধা করবে না ?

আরতি—তোমার দেওয়া এই দীক্ষাই হোক্ আজ থেকে আমার চলার পথের পাথেয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি এই যজ্ঞ পরিপূর্ণ করতে প্রয়োজন হলে প্রাণ বলি দেবো। [উত্তেজিত সৈনিক অগ্রসর হইল]

ছদ্মবেশী সৈনিক—কিন্তু সে সুযোগ আমি তোমাদের দেবো না বিশ্বাসঘাতকের দল! এই মুহূর্ত্তে তোমাদের বন্দী করে নবাবের পদতলে উপহার দেবো!

লক্ষ্মী - একি সেনাপতি দয়ারাম! আপনি?

আরতি– আপনি এই দুর্যোগে এখানে কেন সেনাপতি?

দয়ারাম—তোমাদের ষড়যন্ত্রের কথা আর গোপন নেই পূজারিণী!

লক্ষ্মী—সেনাপতি! নাটোরের সাহায্য প্রার্থনা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে! সাহায্য যদি নাই করলেন—আমার প্রার্থনা—অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকুন··· আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাধা দেবেন না।

দয়ারাম—লক্ষ্মীরায়! তোমার অনুরোধ শুনবার মত সময় আমার প্রচুর নয়। সুতরাং বাঁচতে যদি চাও আমার অনুসরণ কর।

লক্ষ্মী—দয়ারাম! (দয়ারাম ফিরিল) কে কার অনুসরণ করবে সে দিন নির্দ্ধারণের সময় আজ নয়—! যদি ঐ মাংসপিণ্ডের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা থাকে তা হ'লে অবিলম্বে এ স্থান পরিত্যাগ কর।

[দয়ারাম সভয়ে দেখিল তাহার প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করা হইয়াছে]

দয়ারাম—উত্তম! [ধীরে ধীরে বৃক্ষান্তরালে গিয়া কহিল] লম্পট যুবক! তোমার এই দুর্ব্ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে প্রাপ্য শাস্তির কথা ভুলে যেয়োনা।

লক্ষ্মী—যদি ভুল হয়, সে ভুল লক্ষ্মীরায়ের দিক থেকে হবে না দয়ারাম!

[দয়ারাম দ্রুত প্রস্থান করিল। লক্ষ্মী তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আরতির কাছে গেল।]

আরতি! তোমাকে এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে হবে।

আরতি—এ কথা কেন লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী-দয়ারাম জানতে পেরেছে। সে হয়ত এখুনি সৈন্য নিয়ে এসে তোমায় বন্দী করবে!

আরতি—তাই পালিয়ে যেতে বল লক্ষ্মী! তুমি না বীর? দয়ারামের ভয়ে পালিয়ে যাবো! মনে রেখো আমি যে মন্দিরের পূজারিণী--দয়ারাম সেই মন্দির রক্ষী প্রহরী!

লক্ষ্মী—কিন্তু দয়ারাম যদি তোমায় বন্দী করে?

আরতি—সে অবসর দয়ারাম পাবে না। মন্দিরের পূজারিণীর প্রতি যতটুকু অবমাননা সে করেছে, তারই জন্য আজ প্রভাতেই আমি নবাবের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব। কিন্তু তোমার আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

লক্ষ্মী—হাঁ, তুমি ঠিক বলেছ! আমি চললাম—আরতি! [হস্ত টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আরতি প্রণাম করিতে গেলে লক্ষ্মী তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল।] প্রণাম নয়, প্রণাম নয় আরতি। আমি তোমার দেবতা নই—আমি মানুষ। তোমার নিকট আমার যা প্রাপ্য তা আমি পেতে চাই জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার শুভ মুহূর্ত্তে।

আরতি—সে দিনের অপেক্ষাই আমি করব লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী—ভগবানের চরণে প্রার্থনা—জাতির ভাগ্যে যেন সেদিন বিলম্বিত না হয়! (প্রস্থান)

[আরতি সেইদিকে চাহিয়া রহিল। পূব আকাশ তখন দিনের আলোর প্রভাতীগান গাহিতেছে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রভাত—সূর্য্যোদয়

[লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গন। মন্দির সংলগ্ন মঞ্চের উপর রাজা সীতারাম শস্য শ্যামলা বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেছেন। শঙ্খধ্বনি হইল। মন্দির হইতে সোপান শ্রেণী নীচে নামিয়া আসিয়াছে। সেই সোপানের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া কিশোরীগণ জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে। প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত কিশোরগণ দাঁড়াইয়া আছে—পুরোভাগে তাহাদের শঙ্কর। বামপার্শ্বে রূপচাঁদ ঢালী তাহার ঢালী সৈন্যদের লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—জাতীয় পতাকা মূলে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে। মঞ্চের উপর সীতারামের পাদদেশে বসিয়া এক সদ্যঃ স্নাতঃ ব্রহ্মচারী জাতীয় পতাকা মূল মাল্যভূষিত করিতেছিলেন —ইনি মৃন্ময় ঘোষ— রাজার দক্ষিণ হস্ত।]

কিশোরীগণ—প্রণমি চরণে বঙ্গ জননী
বিশ্বে আজিকে জাগাব জয়।

পাতিব আসন বিশ্বের দ্বারে
এস জয় (এস) কিশলয়।
এস কৈশোর, এস নব বালা
এস যৌবন হাতে নিয়ে মালা
নাহি ভয়, কোন ভয়।
জননীর ডাক শোন শোন শোন,
জাতির মন্ত্রে গাহো জাগরণ
জাগো জাগো নির্ভয়॥

দিগ্বিজয়ের তরুণ পথিক !
উদয়ের পথ আলোকময়।
জাগ্রত হও স্বাধীন বাঙ্গালী।
গাও গাও সবে মায়ের জয় ॥

সকলে জাতীয় পতাকা মুলে প্রণতি জানাইল। সীতারাম কহিলেন :-

সীতারাম—বন্ধুগণ ! আজ সারা বাংলার স্বাধীনতা দিবস। সম্মিলিত বাঙ্গালার জাতীয় মিলনের দিন আজ। এমন দিনে সব কিছু ভুলে এস ভাই সব ! সর্ব্বাগ্রে আমরা বাংলা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাই।

[নিজের হাতের পুষ্পমাল্য পতাকাতলে অর্পণ করিলেন। কিশোরীগণের মধ্যমণি কুসুম অগ্রসর হইল তাহার হাতের মালা জাতীয় পতাকামুলে অঞ্জলি দিতে। রাজা মালা গ্রহণ করিয়া কহিলেন—]

মায়ের পায়ের নির্ম্মাল্যের মত পবিত্রতা নিয়ে তোমরা সারা বাংলার কৈশোরকে উদ্দীপ্ত করে তোল এই প্রার্থনা করি।

[মাল্য অর্পণ। শঙ্কর অগ্রসর হইল পুষ্পসজ্জিত তরবারি লইয়া।]

বাংলার তরুণ বাংলার ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

[রূপচাঁদ ঢালী অগ্রসর হইল—হাতে তার বর্শা ফুলদল দিয়া সাজান]

বাংলার একনিষ্ঠ সাধকের দল ! তোমাদের সুদৃঢ় বর্ম্মের মত বাঙ্গালীর বক্ষ হোক্ দুঃসহ, দুর্ভেদ্য।

[মাল্যদান করিয়া সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ঃ]

বন্ধুগণ! আজ আনন্দের দিন নয়—আজ শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন নয়—আজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের দিন। বাঙ্গালীকে আজ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। লোহার শিকল পরিয়ে যারা বাংলা মায়ের রাঙ্গা চরণ রক্তাক্ত করে দিলে, বাংলার সেই বিভীষণের দলকে উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে এই পতাকাতলে দাঁড়িয়ে। এস ভাই সব! লক্ষীনারায়নের এই পুত মন্দির প্রাঙ্গনে, বাংলা মায়ের বেদীমূলে নতজানু হয়ে সকলে এই সঙ্কল্প বাক্য গ্রহণ করি—ওগো জননী, ওগো পরমারাধ্যা স্নেহময়ী শ্যামা জন্মদে! তোমার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য আমরা যে বোধনের আয়োজন করেছি, সে বোধন, সে আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করতে তোমার এ দীন সন্তানগণ যেন অক্ষম না হয়।

[সকলে প্রণত হইলে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সীতারাম যখন জাতীয় পতাকা-তলে মাথা নত করিয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া কিশোরীদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল একটী বালিকা। সোপানের সর্ব্বনিম্ন ধাপ হইতে উপরে উঠিয়া সে সীতারামকে আঘাত করিতে গেল। সোপানের সর্ব্বোচ্চ ধাপে একদিকে শঙ্কর ও অন্যদিকে মৃন্ময় ঘোষ তরবারী লইয়া তাহাকে বাধা দিল। গতি তাহার অবরুদ্ধ হইতেই চঞ্চলা নারী চারিদিক চাহিয়া দেখিল কিশোরদের অস্ত্র তাহার চারিদিকে। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"হত্যা কর! শয়তানীকে বেঁধে ফেল!" সীতারাম তখনও মাথা উচু করেন নাই। গোলমাল শুনিয়া ধীরে ধীরে মাথা উচু করিয়া যে দৃশ্য তিনি দেখিলেন—তাহাতে হসিয়া কহিলেন :—]

সীতারাম—জাতীয় পতাকাতলে বাংলার ভবিষ্যৎ আজ তা হ'লে বাংলারই নরনারীর প্রচেষ্টায় রক্ষা পেল। আর কেন বালিকা, অস্ত্র পরিত্যাগ কর!

(মেয়েটি গত্যন্তর না দেখিয়া অস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সীতারামের নির্দ্দেশে কিশোরগণ অস্ত্র সম্বরণ করিল। সীতারাম কহিলেন :—)

মায়ের এই পুতঃ মন্দির প্রাঙ্গন আজ আর রক্ত দিয়ে কলুষিত করো না তোমরা।

শঙ্কর—কিন্তু ও যে শত্রুর গুপ্তচর মহারাজ।

রূপচাঁদ—ঐ রাক্ষসীকে হত্যা করুন।

সীতারাম—গুপ্তচর হলেও আজ ওর গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা আমার নেই। মায়ের পূজা করতে এসে মায়ের অবমাননা করবার কোন অধিকার নেই আমার। আজ এই পতাকাতলে দাঁড়িয়ে এই বালিকার কি অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে, শুনতে হবে তোমাদের। বিচার করতে হবে তোমাদের রাজার।

সন্ধ্যা - বাঃ! চমৎকার অভিনয় শয়তান! আজ আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, জেনে রেখো তোমার শত্রুর শেষ নেই। একদিন না একদিন তাদের চোরাগুপ্তি তোমার হৃদয় বিদ্ধ করবেই।

সীতারাম—আমার হৃদয় বিদ্ধ করবার এতই যদি তোমার আগ্রহ বালিকা, আমি নিজে তরবারি তুলে দেবো তোমার হাতে, বুক পেতে দেবো তোমার সেই রক্ত লোলুপ তরবারির পিপাসা নিবারণ করতে। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমাকে জানতে হবে কি আমার অপরাধ? কি তোমার অভিযোগ যার জন্যে নিজের জীবন তুচ্ছ করেও আমার জীবন ধ্বংশ করতে তুমি উন্মাদিনী?

সন্ধ্যা—এই জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার সে অভিযোগের উত্তর দেবার মত বুকের পাটা তোমার আছে কি মহারাজ?

সীতারাম—যদি না থাকে, তবে রাজার অভিনয় করতে গিয়ে যে অপরাধ আমি করেছি, জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই জাতীয় পতাকা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি সেই অপরাধের শাস্তি আমি গ্রহণ করব, এবং সে শাস্তি দেবে তোমরা ভাই সব! যারা এখানে সমবেত হয়েছ, সেই বাংলারই জনসাধারণ।

সন্ধ্যা—তোমার এই অভিনয়ও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে শয়তান! কি অপরাধ ছিল আমার যার জন্যে আজ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হল? আমার অপরাধ আমার পিতা রাজা সীতারামের রাজ্যেরই একজন নিরীহ প্রজা! আমার অপরাধ—আমি হিন্দু! আমার অপরাধ আমি ষোড়শী! দুষমনের দল আমার পিতাকে হত্যা করল। আমাকে করল অপহরণ! পাঠান দস্যু বক্তার খাঁর অত্যাচারে ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে উঠল—রাজা সীতারামের ঘুম তবুও ভাঙ্‌লো না!

মৃণ্ময়—তুমি ভুল করছ বালিকা!

সন্ধ্যা—ভুল! মোটেই নয়! রাষ্ট্র বিপ্লবের যুগ সন্ধিক্ষণে সর্ব্বসাধারণকে রক্ষা করবার ক্ষমতা যদি তোমাদের নাই, তবে কি অধিকার আছে তোমাদের স্বাধীনতার দাবী করবার? কি অধিকার আছে তোমাদের বিপ্লবের জন্ম দেবার? আমার যে ব্যক্তিগত ক্ষতি হ'ল—এতো রাজার ক্ষতি নয়, কে করবে আমার এই ক্ষতি পূরণ? কে নেভাবে আমার মনের এ তীব্র আগুন যাতে আমায় অহরহ দগ্ধ করে উন্মাদিনী করে তুলেছে?

সীতারাম—নৃশংস পাঠান দস্যু বক্তার থাঁর বিচারের ভারও আমরা গ্রহণ করেছি বালিকা! শুনে আনন্দিত হবে, বাংলার দুষমন আজ মহম্মদপুর কারাগারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তার অপরাধের দণ্ড নিতে।

সন্ধ্যা—আবদ্ধ হয়েছে! রাজার বিচারে হয়ত সে শাস্তি পাবে কিন্তু আমার কতটুকু ক্ষতিপূরণ হবে তাতে। দেশের এই বিপ্লব সৃষ্টি করেছ তুমি—! ~~দুর্ব্বল তোমার নীতি~~। দেশেব নেতা ~~তুমি~~ হ'লেও, দুর্বল তোমার নীতি!

সীতারাম—স্বাধীনতা সুলভ বস্তু নয় বালিকা! তোমার পিতার মত অনেক মূল্যবান জীবনই এই স্বাধীনতা অর্জ্জনে বিসর্জ্জন দিতে হবে! আর এর প্রত্যেকটী জীবন নাশই হবে জাতীয় ক্ষতি! দস্যু আর বিভীষণের দল আজ আমাদের যে ক্ষতি করেছে, তাকে ভয় করলে ত' চলবে না! তোমার জীবদ্দশায় তুমিই হয়ত দেখে যাবে মা, বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে দেখতে দক্ষিণ বাংলার রাজা সীতারাম হয়ত স্ত্রীপুত্র সহায় সম্পদ হারিয়ে একদিন দেশমাতৃকার পদতলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে লুটিয়ে পড়বে। হয়ত শুধু তোমার আমার ক্ষয় ক্ষতিতেই স্বাধীনতা রাক্ষসী তুষ্ট হবে না, হয়ত বাংলার রাজপথ একদিন বাঙ্গালীরই রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে, তবুও মা, স্বাধীনতা হয়ত আসবে না!

সন্ধ্যা তবে এ ব্যর্থ চেষ্টায় দেশের অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি? এই যদি হয় আপনার স্বাধীন বাংলাব রূপ, তবে এব চেয়ে পরাধীন বাংলাই আমাদের ভালো।

সীতারাম—ছিঃ ছিঃ মা! এতটুকু আঘাতে আত্মহারা হয়ে আপাতমধুর প্রলোভনে ভোলা কি তোব সাজে! মোগলের অক্টোপাশ বন্ধন যে আমাদের জাতির অস্তিত্ব লোপ করতে চলেছে মা! ধর্ম্ম আর মনের উপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব যে আঘাত করেছে,

মুর্শিদকুলির কুট কৌশলে বাংলার বুকে আজ যে বিভেদের চিরপ্রতিষ্ঠা হ'তে চলেছে, এ বিদ্রোহ সে বন্ধন মুক্তিরই প্রচেষ্টা মাত্র। ব্যক্তিগত ক্ষয় ক্ষতিতে উন্মাদিনী হয়ে আমাদের এ চেষ্টাকে তুই ব্যর্থ করে দিস না জননী।

সন্ধ্যা—স্বগত) না, না, যা শুনেছি তাত সত্য নয়। তবে মনোহর রায় কি আমায় মিথ্যাই প্ররোচিত করেছে।

(সহসা জাতীয় পতাকা সূর্য্যালোকে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিতেই সীতারাম কহিতে লাগিলেন।

সীতারাম—ঐ জাতীয় পতাকার দিকে চেয়ে দেখ মা! সাম্যের সাথে মৈত্রী ও শ্যামলিমার যোগসূত্র স্থাপন করে ঐ ছাখ, সে তোদের ডেকে বলছে, এক হ', ওরে বাঙ্গালী, মায়ের দুঃখের সাথে নিজের দুঃখ দূর করতে সত্যিই যদি তোরা বদ্ধপরিকর, তা হলে জাতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভায়ে ভায়ে হাত মিলিয়ে ~~তা হলে~~ এক হয়ে দাবী কর—স্বাধীনতা আমরা চাই—। বিদেশীর পরে নির্ভর করে থাকবার দিন আমাদের ফুরিয়ে গেছে। বাংলার স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে যারা আমরা সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সর্ব্বংসহা বাঙ্গালী! আমাদের এ পরিচয় আজ আমরা প্রতিষ্ঠিত করব আত্ম বলি দানে। কুসুম, এই লাঞ্ছিতা, অত্যাচারিতা বালিকা তোমাদেরই একজন···কেউ তাকে ঘৃণা করো না মা! তোমরা ত' জান না কি জ্বালায় ও জ্বলছে—। যাও মা, মন্দিরে যাও! কুসুম, ওকে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে নিয়ে যাও। তারপর সকলকে তোমরা প্রসাদ বিতরণ কর।

কুসুম—এস দিদি!

সন্ধ্যা—[মাথা নীচু করিয়ারহিল—পরে কহিল] মহারাজ!

সীতারাম—কি মা?

সন্ধ্যা—আমাকে শাস্তি দেবেন না ?

সীতারাম—শাস্তি যাকে দেবার দিয়েছি মা ! আমার বিরুদ্ধে তোর যে পুঞ্জীভূত ক্রোধ মাথা চাড়া—দিয়ে উঠেছিল,—অপরাধের দণ্ড মাথায় নিয়ে মাথা নীচু করে সে পালিয়ে গেছে। এখন যে রয়েছে—তারতো কোনদোষ নেই।

[সন্ধ্যা মাথা নীচু করিল, তারপর কুসুমের সঙ্গে সে মন্দির অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। কিশোরীগণও তাহাদের অনুসরণ করিল। লক্ষ্মীনারায়ের প্রবেশ—প্রবেশ করিয়াই সে নতজানু হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে প্রণাম করিল। সীতারাম তাহাকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। মন্দিরে তখন প্রসাদ বিতরণ হইতেছে। একে একে প্রসাদ লইয়া সকলে চলিয়া যাইতে লাগিল।]

সীতা—এই যে লক্ষ্মী, কখন এলে ভাই '

লক্ষ্মী -এইমাত্র এসে পৌঁছেছি মহারাজ ?

সীতা—তারপর ? কি সংবাদ !

লক্ষ্মী—অত্যন্ত দুঃসংবাদ বহন করে আমি মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে এসেছি দাদা। রায় রঘুনন্দন ও নাটোরের রাজা রামজীবনের পরামর্শে ভূষণার ফৌজদারীর ভার দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ আপনাকে দিতে স্বীকার করলেন না।

সীতা—(উত্তেজিতভাবে) নাটোর—নাটোর—নাটোর ! এই নাটোরই তা হলে এবার বিভীষণের অংশ গ্রহণ করছে !

লক্ষ্মী—নূতন ফৌজদার নিযুক্ত হয়ে আসছেন বিখ্যাত মোগল সেনাপতি আবুতোরাব খাঁ। সাথে তার দশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য।

সীতা—দশ হাজার সৈন্য !

লক্ষ্মী – হাঁ। বোধ হয় আপনার উপর যথেষ্ট আস্থা রাখতে পারছেন না বলেই মুর্শিদকুলির এই সতর্কতা! .

সীতা—বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা। (পায়চারী) আচ্ছা, তুমি শ্রান্ত, যাও ভাই, বিশ্রাম করগে।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান। প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করেই ভূষণার ফৌজদারের সহকারী মহম্মদ আলি খাঁ মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে চাইছেন মহারাজ! এই তার পত্র।

সীতা—মহম্মদ আলি খাঁ! (পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন) বটে! স্পর্দ্ধার সীমা নির্দ্দেশ করতে পারছ না ফৌজদার!

(মৃন্ময়ের প্রবেশ)

মৃন্ময়—কি ও মহারাজ?

সীতা—ফৌজদার মহম্মদ আলিকে পত্রসহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। লিখেছেন পত্র পাঠ মাত্র 'কর' নিয়ে হাজির না হ'লে তিনি আমায় মুর্শিদাবাদ.চালান দেবেন।

মৃন্ময়—চালান দেবেন! রাজা সীতারাম কি তার অস্থাবর সম্পত্তি নাকি যে ইচ্ছা করলেই চালান দিতে পারেন। আমরা এ অপমান নীরবে সহ্য করব না।

সীতা— যাও প্রহরী! পত্রবাহককে গিয়ে বল যে রাজা সীতারাম এ পত্রের যথাযোগ্য উত্তর অবিলম্বে দেবে।

(প্রহরীর প্রস্থান। সীতারাম উত্তেজিতভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। সহসা মৃন্ময়ের কাছে ছুটীয়া আসিয়া কহিলেন)

আজই—আজই রাত্রে ফৌজদারী আমাদের দখল করতে হবে মেনা। কিন্তু তার পূর্ব্বে মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দাও। তাকে জানিয়ে দাও—'বুভুক্ষু' জনসাধারণের মুখে অন্ন তুলে দেবাব প্রয়োজন হয়েছে বলেই বাজকব এবার পাঠান সম্ভব হ'ল না।

মৃন্ময়—যথা আজ্ঞা ! (প্রস্থান)

সীতা- মুর্শিদকুলি খাঁ ! আরও কিছুদিন স্তোকবাক্যে তোমাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে ! তারপর দেখব মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা ! নাটোরের সাহায্যে আর কতদিন তুমি বাংলার গদী অধিকারে রাখতে সমর্থ হও !

[দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদ কক্ষ।

গদীতে উপবিষ্ট দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ গড়গড়ায় তামাক্ সেবন করিতেছেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান সহকারী রঘুনন্দন।

মুর্শিদ—ভূষনা থেকে ! ভূষনার অধীনে রয়েছে নলদী, তেলিহাটী প্রভৃতি পরগণা সমুহ। ফৌজদার বাজকর সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাঠিয়েছেন ?

রঘু —না জনাব, এখন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ এসে পৌঁছোয় নি।

মুর্শিদ—দক্ষিণ বাংলার এই বিদ্রোহী অধ্যুষিত অঞ্চল মোগলকে একদিন চিন্তিত করে তুলেছিল। কিন্তু সীতারামের প্রভুভক্তি ও সায়েস্তা খাঁর নৈপুণ্যে কিছুদিন পূর্ব্বেই এই অংশে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। আজ আবার এখানে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। রায় রঘুনন্দন !

রঘু—দেওয়ান সাহেব !

মুর্শিদ—শাসনের সুবিধার জন্য বাংলাকে আমি তেরটী চাক্‌লায় বিভক্ত করেছি। আর এই চাক্‌লাগুলির ভেতরে সর্ব্বসমেত ষোলশ ষাটটী পরগণা স্থাপন করেছি। রাজকর নির্দ্ধারিত হয়েছে প্রায় দেড়কোটী টাকা। আমি দেখতে চাই প্রত্যেক চাকলার ফোজদারী থেকে বিনা বাধায় রাজকর এসে মুর্শিদাবাদে পুন্যাহের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে।

রঘু—কিন্তু যদি কোন জমিদার এই সর্ত্ত ভঙ্গ করে দেওয়ান সাহেব ?

মুর্শিদ—তা হ'লে সে অপদার্থ আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনার মতই দূরে নিক্ষিপ্ত হবে।

রঘু—তার জমিদারী ?

মুর্শিদ—জমিদারী পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদের ভেতরে বাৎসরিক রাজকর দিতে যে সক্ষম সেই গ্রহণ করবে। কেন রায় রঘুনন্দন, এ ঘোষণা ত' কিছুদিন পূর্ব্বেই জমিদারগণের কর্ণকুহরে বিঘোষিত হয়েছে। আপনার নাটোরও ত' সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি।

রঘু—খাঁ সাহেব ভুলে যাচ্ছেন, আমি বহুদিন নাটোরের কোন সংবাদ রাখিনি। আমার অগ্রজ রাজা রামজীবন সেখানে রাজ্য পরিচালনা করছেন !

মুর্শিদ —তাই হবে, তাই হবে, আমারই হয়ত ভুল।

রঘু— আমার প্রতি তা হলে কিরূপ আদেশ দিচ্ছেন দেওয়ান সাহেব ?

মুর্শিদ —আপনি ফৌজদার প্রেরিত সংবাদ আসা অবধি অপেক্ষা করুন। (প্রস্থানোদ্যত)

শুনুন রায় রঘুনন্দন, দুর্দ্ধর্ষ সীতারামকে সন্দেহের চোখে দেখি বলেই দিল্লী থেকে আবুতোরাব খাঁ ফৌজদার নিযুক্ত হয়ে এসে মুর্শিদাবাদ দরবারে আমার আদেশের অপেক্ষা করছেন। আমার মনে হয় ফৌজদারের কার্যাকাল বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই অসন্তুষ্ট সীতারাম কোন গোলযোগ বাধিয়েছে। আপনি প্রত্যেকটী জমিদারীতে ঘোষণা করে দিন রায়সাহেব, যে জমিদার বৈশাখের নির্দ্দিষ্ট শুভ পুণ্যাহ দিবসে রাজকর পরিশোধ না করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সাহস করবে, তাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে এনে "বৈকুণ্ঠবাসের" ব্যবস্থা করা হবে !

রঘু – বৈকুণ্ঠবাস !

মুর্শিদ— নগরের বাইরে ভূগহ্বরে একটি অপূর্ব্ব গৃহ নির্ম্মিত হয়েছে রায় রঘুনন্দন ! ইটকাঠে সে গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়নি··· আশে পাশে, উচ্চে নিম্নে পাথরের স্তরে স্তরে গলিত শবের সঙ্গে অনাকাঙ্খিত আহ্বান যেন শয়তানকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই গৃহের নামই আমি রেখেছি "বৈকুণ্ঠ।"

রঘু —বৈকুণ্ঠবাস কি সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য ?

মুর্শিদ— বিদ্রোহী যে সে বিদ্রোহী। সে আপনি যে কথা, ভূষণার বিদ্রোহী ও সেই কথা।

[রঘুনন্দন চিন্তিত ভাবে চলিয়া যাইতেছিলেন। মুর্শিদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন] রায়রঘুনন্দন!

রঘু—জনাব !

মুর্শিদ—আমি আপাততঃ সম্রাট ঔরংজেবের পত্রের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। আপনাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না। আমি স্থির করেছি—দিল্লী থেকে অনুকূল আদেশ পত্র প্রেরিত হলে আমি আপনাকে আমার দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করব। এ.

বিষয়ে আপনার ও রাজা রামজীবনের অভিমত জানতে পারলে আমি খুসী হ'ব।

রঘু—আপনার অনুগ্রহ হলেই আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করব।

মুর্শিদ—আপনি আমাকে বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলেন। আচ্ছা তা হলে আসুন। (রঘুনন্দনের প্রস্থান।) কি সংবাদ বক্স আলি খাঁ? (বক্স আলি খাঁর প্রবেশ)

বক্স আলি খাঁ মহম্মদপুর থেকে সীতারাম এক দূত পাঠিয়েছেন, দেওয়ান সাহেব।

মুর্শিদ—তাকে এখুনি এখানে নিয়ে এসো। (আলি খাঁর প্রস্থান) আজিম ওস্‌ওয়ান ও আমাব আত্মকলহের অবসরে সীতারাম নিজেকে দিল্লী দরবারে যথেষ্টভাবে প্রচাবিত করে সুনাম অর্জ্জন করেছে।

[পায়চারী। কুর্নিশ করিতে করিতে ভূষণার দূত শঙ্কর ঘোষ অগ্রসর হইয়া আসিল। হাতে তার পত্র। দেওয়ান সেই পত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন—]

উত্তম! তুমি যাও, সময়ান্তরে তুমি পত্রের জবাব পাবে।

[শঙ্কর কুর্নিশ করিয়া চলিযা গেলে মুর্শিদ পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। চোখে মুখে ক্রোধ ফুটিয়া উঠিল]

এ কৃতঘ্নতার শাস্তি কি! (পত্র পাঠ) "বুভুক্ষু জনসাধারণের মুখে অন্ন তুলে দিতেই রাজকর এবার পাঠান সম্ভব হ'ল না।" শেষে নিরন্ন জনসাধারণকে উপলক্ষ করলে সীতারাম, কাপুরুষ! (পায়চারী।) রায় রঘুনন্দন! (রঘুনন্দনের প্রবেশ)

রঘু—দেওয়ান সাহেব!

মুর্শিদ—এই মুহূর্ত্তে আপনি আবুতোরাবকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলুন।

রঘু—যো হুকুম— (প্রস্থান। বক্স আলি খাঁর পুনঃ প্রবেশ)

বক্স আলি—দেওয়ান সাহেব! প্রাসাদের বাইরে যে হিন্দু মন্দির আছে, সেই মন্দিরের পূজারিণী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

মুর্শিদ—পূজারিণী!

বক্স আলি—জী হুজুর। সে বলছে অবিলম্বে সাক্ষাৎ না করলে তার মহা সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

মুর্শিদ—পিতৃ প্রতিষ্ঠিত মন্দির [illegible] দাবী করে যে কুমারী কিছুদিন পূর্ব্বে আমার কাছ থেকে ঐ মন্দিরের সর্ব্ব অধিকার আদায় করে নিয়েছিল, এ সেই বালিকা নয় কি ?

বক্স আলি—জী হুজুর ! এ সেই কুমারী বালিকা।

মুর্শিদ—আসতে দাও তাকে।

[বক্স আলি খাঁর প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে পূজারিণী আরতির প্রবেশ]

আরতি—দীন দুনিয়ার মালিক বাংলার ভাগ্য-বিধাতা ভাবী নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁ বাহাদুর ! পূজারিণী আরতির অভিবাদন গ্রহণ করুন।

মুর্শিদ—আবার কি অভিযোগ নিয়ে এসেছ সুন্দরী ?

আরতি—(চারিদিক চাহিয়া যখন দেখিল কেহ কোথাও নাই) আমি শুধু আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি দেওয়ান সাহেব ! আমাকে মন্দিরে পূজারিণীর জীবন যাপন করতে দেওয়া কি আপনার অভিপ্রেত নয় ?

মুর্শিদ—কেন তোমার এ অভিযোগ জানতে পারি কি ?

আরতি—নইলে আপনারই সৈন্যাধ্যক্ষ দয়ারাম প্রতিরাত্রে কেন যেয়ে আমায় প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে ! কেন সে আমার আজীবনের সাধনা ব্রহ্মচর্য্যের মূলে আঘাত করে আমার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চায় ?

মুর্শিদ—তোমার এ অভিযোগ সত্য ?

আরতি—পূজারিণী মিথ্যা বলতে অভ্যস্তা নয় নবাব সাহেব। আপনার স্নেহ পেয়ে নিজেকে আমি ভাগ্যবতী মনে করেছিলাম- মনে করেছিলাম দেওয়ান সাহেবের রাজত্বে আমার নিরুপদ্রব কুমারী জীবন যাপনে কোন বাধা হবে না।

মুর্শিদ—সে বাধা তোমার হবেও না সুন্দরী।

আরতি—মিথ্যা প্রলোভনে আর ভোলাবেন না আমায় দেওয়ান সাহেব।

মুর্শিদ—প্রলোভনে তোমায় ভোলাতে পারি নি বলেই ত তোমায় হৃদয় দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তা উপেক্ষা করলে। সে উপেক্ষা যতই কঠোর হোক্—আমি চাইনা উপদ্রুতা হয়ে তুমি তোমার

মন্দির পরিত্যাগ কর। কৈ হ্যায়—! (প্রহরীর প্রবেশ) দয়ারাম!

আরতি—(প্রহরী প্রস্থানোদ্যত হইলে আরতি তাহাকে কহিল) দাঁড়া! দেওয়ান সাহেব, আমিও চাইনা আমার জন্যে কেউ শাস্তি পাক্! (মুর্শিদের ইঙ্গিতে প্রহরী চলিয়া গেল) শুধু আমার প্রার্থনা—দয়ারাম যেন মন্দিরের সামানায় যেয়ে মন্দিরকে আর কলুষিত না করে।

মুর্শিদ—দয়ারামের হাত থেকে মুক্তি পেলেও বাংলার নবাবের হাত থেকে ত' তুমি মুক্তি পাবে না সুন্দরী। আকুল আগ্রহে যে মুর্শিদ কুলিখাঁ তোমার আগমনী পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে থাক্‌বে?

আরতি—কিন্তু নবাব সাহেব, আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আমি আপনার কন্যা স্থানীয়া।

মুর্শিদ—হৃদয়ের এ দ্বন্দ্বের মিমাংসা আজ হবে না সুন্দরী। আজ তুমি এসো।

আরতি—আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবার আশা নিয়েই চললাম দেওয়ান সাহেব। (কুনিশ করিয়া প্রস্থান)

মুর্শিদ—মুর্শিদের দুর্ব্বলতা এই হিন্দু বালিকা।

(পরিক্রমণ। মীর আবুতোরাবের প্রবেশ)

আবু—বন্দেগি দেওয়ান সাহেব।

মুর্শিদ—সেনাপতি তোরাব খাঁ' সীতারাম বিদ্রোহ করেছে।

আবু—বিদ্রোহ করেছে! ভূষণার সীতারাম?

মুর্শিদ—হাঁ সীতারাম। প্রভুভক্ত সীতারাম—মোগলের 'রাজা' সীতারাম! আমি আর এক মুহূর্ত্তও মোগলের এ অপমান সহ্য করতে পারছি না সেনাপতি। আপনি অবিলম্বে সীতারামের উপর ঝাঁপিয়ে পরে তার টুটী টেনে ছিঁড়ে ফেলুন।

আবু—কিন্তু দেওয়ান সাহেব, দিল্লী দরবার আমায় আদেশ করেছেন যে দাক্ষিণাত্য থেকে সম্রাটের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদে আমাকে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করতে হবে।

মুর্শিদ—হাঁ সে কথা সত্য। কিন্তু দায়িত্ব যখন আমিই গ্রহণ করছি খাঁ সাহেব, আদেশ অমান্যের অপরাধ যদি হয়ই কিছু, সম্রাটের নিকট আমিই কৈফিয়ৎ দেবো।

(উষ্ক খুষ্ক চেহারায় মহম্মদ আলি প্রবেশ করিল। সশঙ্কিত দৃষ্টি তার চারিদিকেই ঘুরিতেছিল)

কে তুমি উন্মাদ? এখানে এসেছ কেন?

মহম্মদ—আমায় চিন্‌তে পারছেন না জনাব? আমি মহম্মদ আলি খাঁ—এখনও মরিনি।

মুর্শিদ—মহম্মদ আলি খাঁ! তুমি! তোমার এ অবস্থা কেন? ফৌজদার কোথায়?

মহম্মদ—মধুমতীর জলে।

মুর্শিদ—হেঁয়ালী রেখে পরিষ্কার করে বল মূর্খ!

মহম্মদ—জনাব! কি আর বলব। নিঝুম রাতে আমরা তখন ঘুমুচ্ছিলাম—। আমাদের সেই অপ্রস্তুত অবস্থায় সীতারাম আমাদের আক্রমণ করে পরাজিত করেছে।

মুর্শিদ—পরাজিত করেছে' সীতারামের হাতে মোগলের পরাজয়! শেষে এও শুন্‌তে হল। একটা প্রতিষ্ঠিত শক্তির উচ্ছেদ কত কঠিন সে তুমি বুঝবে কি আলি খাঁ! আপ্রাণ চেষ্টা করে অধ্যবসায় আর একতার সমন্বয়ে একটা জাতি যদি গড়ে উঠতে পারে, একটি প্রাণের স্পন্দন থাকতেও তার ধ্বংস করতে কেউ সক্ষম হবে না। সেনাপতি আবুতোরাব খাঁ! অযোগ্য হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হয়েছিল বলেই আজ মোগলদের এই অবমাননা। আপনি আমার পরামর্শ মতই কাল প্রভাতে ভূষণার বিদ্রোহ দমন করতে যাত্রা করুন।

আবু—যো হুকুম দেওয়ান সাহেব।

[আবুতোরাবের প্রস্থান। মুর্শিদের ইঙ্গিতে আলি খাঁ তাহাকে অনুসরণ করিল।]

মুর্শিদ—ঔরংজেব আমায় আজ ও বাংলা শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অধিকার দিতে কার্পণ্য করছে! বিচারের ক্ষমতা আজও প্রধান কাজীর উপরই ন্যস্ত। আমি শুধু তার রাজস্ব আদায়ের যন্ত্র। বিদ্রোহ দমন করতে আজ আবুতোরাব এসেছে বাংলার দ্বারে। তোমার অনুচরদের দিয়েই আমি তোমার আদেশ অমান্য করাবো……মিত্রকে শত্রু করে তুলব বৃদ্ধ সম্রাট! তারই ফলে যে আত্মকলহের

সৃষ্টি হবে, তোমার সাম্রাজ্যরক্ষার কল্পনা ব্যর্থ করতে তাই যথেষ্ট। শক্তিহীন মুমূর্ষু ঔরংজেব! পাঠানকে তুমি আজও ঈর্ষাকর। হতভাগ্য আলমগীর! পঙ্গুর মত দাক্ষিণাতের কঠিন শয্যায় শয়ন করে তোমায় দেখে যেতে হবে কি ভাবে পাঠান ধীরে ধীরে তার প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে শক্তি আয়ত্ব করে। তোমার অলক্ষ্যে বাংলায় পাঠানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। (রঘুনন্দনের প্রবেশ)

রঘু—দেওয়ান সাহেব কি বিশেষ উদ্ব্যস্ত আছেন?

মুর্শিদ—হাঁ রায়সাহেব। ভূষণার ফৌজদারকে বিতাড়িত করে সীতারাম ভূষণা দখল করে নিয়েছে—এ চিন্তা সত্যই আমায় উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে।

রঘু—সীতাবামেব এ ঔদ্ধত্ত আর আমাদের সহ্য করা উচিত হবেনা।

মুর্শিদ—শুনুন রায়রঘুনন্দন! সীতারাম প্রত্যক্ষে বাংলার নবাবকে আঘাত না করলে, নবাব তাকে উপেক্ষা করেই চলবে—আর এক তৃতীয় শক্তির সাহায্যে তাকে দমন করতে চেষ্টা করবে। এদিকে আবার পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হয়েছে। আমি তার স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজে সে বিদ্রোহ দমন করতে অবিলম্বে যাত্রা করব।

রঘু—মুর্শিদাবাদে সুযোগ্য সেনাপতির তো অভাব নেই দেওয়ান সাহেব, যে নিজেই এই সামান্য বিদ্রোহ দমনে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করবেন?

মুর্শিদ—(বিরক্ত হইয়া) আপনার চোখে যেটা সামান্য আমার চোখে সেটা অসামান্য ও ত' হতে পারে রায় রঘুনন্দন! সবার বুদ্ধি যদি সমান হ'ত তবে আপনি ও ত' আজ বাংলার নবাব হতে পারতেন।

রঘু—আমার গোস্তাকী মাপ হয় জনাব! কিন্তু সীতারামের বিদ্রোহ কি পূর্ণিয়ার বিদ্রোহের চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ নয়?

মুর্শিদ—আপনার কথা সত্য হ'লে ও সে দায়িত্ব আজ আমার গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা মোগল প্রত্যক্ষে সে বিদ্রোহ দমনের ভার গ্রহণ করেছে। আর এক কথা, আপনার উপর আমি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যভার ন্যাস্ত করে যেতে চাই।

রঘু—আদেশ করুন।

মুর্শিদ—দেখুন,—মোগলকে আমি আপাততঃ কোন সাহায্যই করতে পারিনা।

রঘু—এই দুর্ব্বলতার সুযোগে সীতারাম কি শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে পারেনা দেওয়ান সাহেব?

মুর্শিদ—(চটিয়া) সে চিন্তা আমার, আপনার নয়। আপনি কি বুঝবেন রায় রঘুনন্দন, যে এই পাঠানের অন্তস্তলে কি ভীষণ দাবাগ্নি আত্মগোপন করে আছে। আজ বার্দ্ধক্যের প্রভাবে মোগলের আলমগীর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ক্ষুদ্র শক্তির বিদ্রোহে কত বিক্ষত...... মোগলের সবল দেহ নিদ্রালস নিস্তব্ধতায় ঝিমিয়ে পড়ছে! প্রতিদ্বন্দ্বীতার এই উত্তম সুযোগে প্রতিদ্বন্দ্বীর হৃদয়ের আলোড়ন আপনি কি বুঝবেন রায় রঘুনন্দন!

রঘু—আমার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করুন দেওয়ান সাহেব। আমি শুধু সীতারামের স্পর্দ্ধার কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলাম।

মুর্শিদ—বার্দ্ধক্যের প্রভাবে আমার স্মৃতি লোপের তেমন কোন পরিচয়ই আপনি পান নি আশা করি? তথাপিও আপনি যে সর্ব্বদা আমায় সীতারামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছেন, একি আপনার স্বার্থ সিদ্ধির পরোক্ষ ইঙ্গিত নয়?

রঘু-আমার উদ্দেশ্যকে এত হীন প্রতিপন্ন করে আমার উপর আপনি অবিচার করছেন দেওয়ান সাহেব।

মুর্শিদ-অবিচার নয় রঘুনন্দন, অবিচার নয়। যে মুহূর্ত্তে আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়েছি যে সীতারামের সমগ্র রাজ্য আমি নাটোর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলেই মনে করব সেই মুহূর্ত্ত থেকেই কি আপনি আমাকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন না! আপনি ভুলে গিয়েছেন যে মুর্শিদকুলি খাঁ শক্তির চেয়ে কৌশলের সাহায্যেই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে থাকে।

রঘু (স্বগত) এমনি প্রত্যক্ষ অপমান! (প্রকাশ্যে) আপনি উত্তেজিত হয়েছেন দেওয়ান সাহেব, প্রকৃতিস্থ হ'ন। (প্রস্থানোদ্যত)

মুর্শিদ—শুনুন রায় রঘুনন্দন! আপনার উপর ন্যস্ত কার্য্যভার সম্বন্ধে আমি আস্থা রাখতে পারি কি?

রঘু—মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি

প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করব। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। তবে আমি হয়ত শীঘ্রই নাটোর ফিরে যাবো।

মুর্শিদ—(কোমলস্বরে) আপনি আমার বিক্ষুব্ধ মনের উত্তেজিত আচরণে রাগ করবেন না বন্ধু। আপনাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি বলেই আপনাকে অপমান করতে সাহস করি। আপনার সাহসিকতাপূর্ণ উচিত ব্যবহার, সময়োচিত দৃঢ়তাপূর্ণ পরামর্শ আর আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই আপনাকে মুর্শিদাবাদ দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে।...সীতারাম? রায় রঘুনন্দন! সীতারামের উত্থান আর পতনের ইতিহাস দেখবেন জল বুদ্‌বুদের মতই সকলের অলক্ষ্যে শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। ফৌজদার আবুতোরাব অনতিবিলম্বে দশ হাজার সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য নিয়ে সীতারামকে শাস্তি দিতে যাত্রা করেছে। সীতারামের ক্ষুদ্র শক্তি এর পরেও যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়, মোগলের অক্ষমতা যদি তাকে বাঁচবার তৃতীয় সুযোগ দান করে, তবে তার সে জীর্ণশীর্ণ আহত শক্তিহীন মুমূর্ষু জীবনের স্পন্দন কি আমাদের নূতনতম কঠোর আক্রমণে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে না?

রঘু - আপনার দূরদর্শিতার কাছে আমি পরাজয় স্বীকার করছি জনাব।

মুর্শিদ—সীতারামের জন্য আমি চিন্তা করি না রায়রঘুনন্দন। আমার চিন্তা আপনাদের নিয়ে। মাঝে মাঝে কেবলই ভয় হয় রায় সাহেব, আমার অসময়ে আপনারা যদি আমায় পরিত্যাগ করে চলে যান, তবে আমার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি আমার নিজের জন্য ভাবি না...একমাত্র অসহায় কন্যা—তার পরিণাম চিন্তা করেই আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

রঘু আপনি আমাদের বিশ্বাস করুন দেওয়ান সাহেব, আমরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো।

মুর্শিদ—আপনাকে বিশ্বাস করি বলেই ত' আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে ন্যস্ত করে থাকি বন্ধু। আপনি তাহ'লে এখন আসুন।

রঘু—যথা আজ্ঞা দেওয়ান সাহেব। (কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান)

মুর্শিদ—কাফেরের দল! আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেবো

কিভাবে একটা মৃত জাতির শীতল শক্ত মুঠো থেকে গলা পিষে অধিকার কেড়ে আনতে হয়।

(অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। দ্রুত দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

মহম্মদপুর—সভাগৃহ।

[সিংহাসনে রাজা সীতারাম ও যথোপযুক্ত আসনে তাহার অমাত্যগণ। সিংহাসনের পার্শ্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করা হইয়াছে। সীতা-রামের পার্শ্বে মনোহর রায় উপবিষ্ট।]

সীতারাম—বন্ধুগণ! ভূষণা আমরা দখল করেছি সত্য, কিন্তু অধিকার আমাদের আজও হয়নি সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের ভুললে চলবে না কালান্তক যমের মত মোগল সেনাপতি আবুতোরাব আসছে আমাদের দমন করতে। মেনা!

মৃন্ময় মহারাজ

সীতা—এই মাত্র খবর পেলাম সম্রাট ঔরংজেব মুর্শিদকুলি খাঁকেই নবাবীর সনদ দিয়েছেন। সুতরাং মুর্শিদাবাদ থেকে ভূষণা ফৌজদারীর সনদ পাবার কোনই আশা নেই আমার! আজই তুমি আমার দিল্লী যাত্রার ব্যবস্থা করে দাও। ভূষণার সনদ আমি মুর্শিদের প্রতিদ্বন্দ্বী আজিম ওসওয়ানের সাহায্যে দিল্লী দরবার থেকেই সংগ্রহ করব।

মৃন্ময়—আপনি ফিরে আসবার পূর্ব্বেই যদি তোরাবর্খা এগিয়ে আসে ভূষণার দিকে, আমরা কি অস্ত্র হাতেই তাকে অভ্যর্থনা করব?

সীতা—না। তোরাবর্খা এলে তাকে বিনা বাধায় ভূষণা দখল করতে দেবে। আর প্রচার করে দেবে সীতারাম তার ভয়ে পলাতক! দুশ্চিন্তার বোঝা দূর করে সুখ সাগরে গা ঢেলে দিতে না দিতেই আমি ফিরে এসে অতর্কিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বুঝিয়ে দেবো যে ভূষণায় যে আসে সে ফিরে যায় না।

রূপ—মহারাজ, দস্যু সর্দ্দার বক্তারখাঁর বিচারের দিন আজ !

সীতা -অবিলম্বে তাকে হাজির কর ! (রূপচাদের প্রস্থান) আমার পলায়নের সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তোমাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হবে। যে ভাবে হোক্ এই অত্যাচারের হাত থেকে তোমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে। আমার পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু তোমার।

মৃন্ময় আপনি নিশ্চিন্তে দিল্লী যাত্রা করুন মহারাজ। মহম্মদ-পুরের সমস্ত দায়িত্ব আমি গ্রহণ কবছি।

(মনোহর একাকী চুপ করিয়াছিল)

সীতা— রায়জী '

মনোহব —মহাবাজ ।

সীতা—আপনি ত কোন কথা বলছেন না রায়জী ! মুর্শিদ-কুলির জমিদাবী প্রথা উচ্ছেদ করবার আমি যে সঙ্কল্প করেছি আপনি কথা দিন আমাকে সাহায্য কববেন।

মনোহব— বারভুতেব জন্যে নিজের এ সর্ব্বনাশ করে কি লাভ হবে বুঝতে পারছি না মহারাজ !

সীতা--লাভ আছে রায়জী, লাভ আছে। দেশের রাজ-সরকার আজ যদি দেশের সমস্ত জমি নিজের পরিচালনায় আবাদ করতে পারে, আর সেই উৎপন্ন ফসল ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে করতে পারে পরিবেশন, তবে দেশের ক্ষুধা, দরিদ্রের হাহাকার মিটে যাবে। বাংলার তরুণ, বাংলার বুভুক্ষিত জনসাধারণের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠবে—আবার তারা বাহুতে ফিরে পাবে হৃত শক্তি।

মনোহর—এ নিছক কল্পনা !

সীতা—ঐ কল্পনার রূপ দিতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রায়জী ! দক্ষিণ বাংলায় জমিদার থাকবে মাত্র একজন—সে রাজা। আপনি যদি সক্ষম হ'তেন—আপনাকেই রাজা স্বীকার করে দেশ সেবা করতে এতটুকু দ্বিধা হ'ত না আমার। বার্দ্ধক্য যদিও আপনাকে রাজত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, মুক্তি দেয়নি রাজা সীতারাম। তাই তারই পার্শ্বে তার প্রধান পরামর্শ দাতারূপে থাকতে হবে আপনাকে।

. মনোহর—আমাকে আবার এর মধ্যে জড়াতে চাইছেন কেন মহারাজ !

সীতা—যেহেতু আপনার পরামর্শ আমার প্রয়োজন। কোন সমস্যাই বাংলাকে আর দাবিয়ে রাখতে পারবে না রায়জী। সীতারামের সমস্যা আজ শুধু আপনারা।

মনোহর আমরা !

সীতা—হাঁ রায়জী,—আপনারা—যারা সীতারামের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন। আজ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে না তাকিয়ে পারছি না রায়জী। এখনও একুশ বছর শেষ হয়ে যায়নি এই মাটীতেই বাংলার গৌরব -প্রতাপের শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল অথচ আপনাদের একটি অন্তরও সহযোগীতার প্রশ্নে স্পন্দিত হয়ে উঠল না। চাঁদ কেদারের বুকের রক্তে সমস্ত নদীর জল লাল হয়ে গেল—রাঙাতে পারল না শুধু চির অকরুণ আপনাদের হৃদয়। তাই আমার অনুরোধ রায়জী, মহম্মদপুরের বিপদে সীতারামের রক্তরাঙা হৃদয়ে যখন প্লাবন জাগবে, আপনারাও যেন পেছনে পড়ে না থাকেন! রক্তাপ্লুত সীতারামের নিথর দেহ মাটীতে লুটিয়ে পড়ে নিস্পন্দিত হবার আগেই সে যেন দেখে যেতে পারে, তারই রক্তে সঞ্জীবিত শত সহস্র লোহার সীতারাম।

(প্রহরী বেষ্টিত শৃঙ্খলিত বক্তারখাঁকে লইয়া রূপচাঁদের প্রবেশ)

সীতা—বক্তারখাঁ !

বক্তার—মহারাজ ?

সীতা—তোমার বিরুদ্ধে খুব বড় অভিযোগ আছে দস্যু ! বন্দী অবস্থায় তুমি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ?

বক্তার—হাঁ, মই ক্যায়া থে।

সীতা—কেন ?

বক্তার—স্বাধীন পাঠান বন্দী হোকে জিন্দা রহনেছে মরণা প্যার করতে হে !

সীতা—কিন্তু মৃত্যুকে পিয়ার করলেই ত' মৃত্যু এসে ধরা দেয় না পাঠান দস্যু। এত সহজেই যদি শান্তির সন্ধান পাবে, তবে যে প্রায়শ্চিত্ত বাকী থেকে যাবে। মনে করে দেখ তাদের কথা যাদের

বুকের রক্ত অনাকাঙ্খিত মুহূর্ত্তে তোমরা আকণ্ঠ পান করেছ…ভেবে দেখ কত নিরন্ন দরিদ্র দিনের শেষে দৈনন্দিন পরিশ্রমোপার্জ্জিত শাকান্ন মুখে তুলে দিতে চলেছে, তোমরা গিয়ে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ।

বক্তার—হাঁ, লিয়া হ্যায়।

সীতা—কেন এ অন্যায় করেছ? কি শাস্তি দিলে তোমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে? কিসের নেশায় ছুটে এসেছো সুদূর আফগান থেকে আমার বাংলার বুকে অত্যাচারের ঢেউ তুলতে?

(বক্তারখাঁ নিরুত্তর)

বল, কেন করেছ এই উৎপীড়ন? কেন? উত্তর দাও?

বক্তার—আখমাৎ দেখলানা রাজা! পাঠান লাল আখোছে নহি ডরতা হ্যায়।

মৃন্ময় বক্তার খাঁ!

বক্তার—যো মরণছে নহি ডরতা হ্যায়, সো আদমীকো লাল আখোছে ডরে গা? শুনিয়ে রাজা! আদমীকা পাশ হামকো জিন্দা রহনেকা ফিকির নহি মিলা, মরণকে লিয়ে হাম তৈয়ার হুয়ে থে। ইসকা পহলে হামকো দস্যু করিমখাঁ কা সাথ মোলাকাৎ হুই। সো হাম্‌কো জিন্দা রহনেকা নয়া রাস্তা বাৎলায়া। জিন্দা রহনেকা লিয়ে চাহি দোসরেকা গরম লোহু, এহি ইস দুনীয়াকা কানুন। হাম জিন্দা রহনেকা লিয়ে চাহে থে, সো হামকো এহি রাস্তা বাৎলায়া। স্বাধীন হিংস্র হোনেছে ভি হাম্‌কো জীন্দগী মিলা থা।

সীতা—ভারতের কোন স্বাধীন হিন্দুরাজার কাছে তুমি আশ্রয় চেয়েছিলে?

বক্তার-না, নহি মঙ্গা থা। স্বাধীন হিন্দুরাজা ভারতমে কাঁহা হ্যায়? কুল ভারতমে আজ মোগলকা রাজ চল্‌তা হ্যায়। ইস লিয়ে স্বাধীন পাঠানকা এহি নতিজা। আউর হিন্দু রাজাকা কৃপাছে জিন্দা রহেগা মুসলমান? ইকভি নহি হো সক্তা হ্যায়'

সীতা–কেন হবে না?

বক্তার—না, কৈ হিন্দু রাজা সো আশ্রয় নহি দেগা।

মৃন্ময়—তুমি জান না পাঠান্ রাজা সীতারামকে। মুসলমান

ফকির মহম্মদখাঁর নামানুসারে যে হিন্দুরাজার রাজধানীর নাম হ'তে পারে মহম্মদপুর, তোমার সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ নীচ হৃদয় সে ঔদার্য্য কল্পনা করতে পারবে না।

সীতা—হিন্দু মুসলমানে কোনদিন মিলন হ'তে পারে না, নয় কি পাঠান? বৃথাই তুমি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লুণ্ঠন করে ফিরেছ দস্যু! তুমি কি দেখতে পাওনি সুদূর পল্লীতে হিন্দু মুসলমান কৃষকেরা পরস্পরের বিদ্বেষ ভুলে একটা চাষা শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করেছে? আজ তারা নিজেদের পরস্পরের প্রতিবেশী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। কিন্তু তোমাদের এ বিরুদ্ধ মতবাদের ফলে আবার তাদের ভেতরে বিভেদের চির প্রতিষ্ঠা হ'তে চলেছে। তোমাদের এ ভুল ধারণার কারণ কি? বাঁচতে যখন হবেই, তখন আমরা পরস্পরের বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি নিয়েই কি বাঁচতে পারি না?

বক্তার—ভাইকা মাফিক জিন্দা রহনেকা ফিকির নহি হ্যায়, ই বাত ঠিক নহি। সে ছিরিপ মুসলমান লোক্ সক্তা হ্যায়। উ লোক জানতা হ্যায় উসকো এক ধরম হ্যায়, এক দোসরেকা ভাই হ্যায়। কাফের নহি সক্তা হ্যায়।

সীতা—মূর্খ! ধর্ম্মশব্দের ভুল শাব্দিক আওতায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছো? ধর্ম্ম কি? মানুষের জাতিগত জীবনকে সুপথে পরিচালিত করবার ধারা—ভিন্নস্থানে ভিন্ন নামে পরিচিত। মানুষের মনের সাধারণ ধর্ম্ম চিরকাল এক। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান,—এই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় মানুষ বলে। মুসলমান বলেই তুমি হিন্দুকে আঘাত করবে? মানুষ বলে সে কি তোমার নিকট কিছুই আশা করতে পারেন না?

মৃন্ময়—তুমি জান না দস্যু, আজ মহম্মদপুরে প্রায় অর্দ্ধেক প্রজা মুসলমান, আর তারা প্রত্যেকে সুখী।

সীতা আজ আমি যখন হিন্দু, মুসলমান নিয়ে সম্মিলিত একটা জাতির সৃষ্টি করতে চলেছি, তখন দস্যু তোমরা, দেশের শান্তির পথ রুদ্ধ করে নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করছ। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ ক্ষমতাবান হিন্দু মুসলমানদের মুষ্টিবদ্ধ করে—সাম্প্রদায়িকতার আগুন দেশের দিকে দিকে প্রজ্জ্বলিত কর্চ্ছে, সাথে সাথে দুস্থ বাঙ্গালীকে,

আমার সোনার বাংলার ভাই বোনদের ধ্বংশের পথে নিয়ে চলেছে!—আর তোমরা—বাংলার অন্নে পরিপুষ্ট হতভাগ্যের দল সেই আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছ!

বক্তার—হামকো আজ মালুম হোতা হ্যায়, হাম্ বহুৎ অন্যায় কিয়ে থে। হাম জানতে হে, মুর্শিদ পাঠান হোনেছেভি মোগলকা ক্রীতদাস, হাম্ লোক্‌কা হরগীজকা লিয়ে দুষমণ! হাম্ দোষ কবুল করতা হ্যায়। আপ হামকো শাস্তি দিজিয়ে। আজ হামকো মালুম হোতা হ্যায় হিন্দু মুসলমানছে কৈ ফারাক নহি হ্যায়।

সীতা—তোমার পাপের কঠোর শাস্তি গ্রহণ করতে হবে পাঠান! মৃত্যু তোমার মুক্তি। বেঁচে থেকে তোমার দেহের শেষ রক্ত-বিন্দু ব্যয় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দস্যু!

(দস্যু দণ্ডাশঙ্কায় নীরব)

তোমার দস্যু জীবনে সারা বাংলার নরনারীর যে সর্ব্বনাশ তুমি করেছ, তাদের দুঃখ, তাদের ব্যথা দূর করাই হোক আজ থেকে তোমাব জীবনের মহান কর্ত্তব্য। মুক্ত কর!

[রূপচাঁদ শৃঙ্খল মুক্ত করিলে দস্যু নিজ প্রথায় মহারাজকে অভিবাদন করিল]

বক্তার—(নতজানু হইয়া) হিন্দুরাজা! হিন্দু হোকেভি আপকো মুসলমান কোপর কই দুষমনী নহি হ্যায়।

সীতা—(বক্তারকে তুলিয়া) বক্তার খাঁ! জগতের কোন ধর্ম্মই অন্য ধর্ম্মকে আঘাত করেনা…আঘাত করে মানুষ মানুষকে। আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুমি যে নূতন আদর্শের অবতারণা করলে, আশা করি বাংলার তরুণ দল, ভারতের যৌবন তোমায় অনুসরণ করে অভিনন্দিত করবে। আমার প্রার্থনা বাংলার তরুণ তরুণীরা নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পর মিলিত হোক্! তাদের মিলন সত্য হোক! জয়যুক্ত হোক!

[সীতারাম তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন। মৃন্ময় ও রূপচাঁদ জাতীয় পতাকা তুলিয়া ধরিলেন। Spot light পড়িলে মনে হইল যেন হিন্দুস্থানের বুকে দাঁড়াইয়া আছে এক নূতন গৌরবান্বিত জাতি… দেহে তার হিন্দুর পবিত্রতা, বাহুতে তার ইসলামীয় দৃঢ়তা]

(ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল)

দ্বিতীয়-অঙ্ক

প্রথম-দৃশ্য।

প্রত্যুষ।

জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ী।

প্রাঙ্গণে লাউএর মাচায় লাউ ঝুলিতেছে। হাতে রসের ঠিলা (হাড়ি) ও পাটালি গুড় লইয়া জনৈক মুসলমান ও তাহার পুত্রের প্রবেশ। ব্রাহ্মণ বারান্দায় মুখ ধুইতেছিল।

ব্রাহ্মণ—আরে আস, আস মোল্লা! ভারী ভাগ্য ভাল বলতি হবে ত' আমার আজ! সকাল বেলাই? বস-বস-বস। (বসিতে দিল)

মোল্লা—আজ্ঞা, সকাল বেলাই ত' রস ভাল থাহে। আপনি কইছিলেন যে এক ঠিলা রস আমার চাই—ছওয়াল মাইয়ার জন্যি। তাই নিয়া আলাম। মা ঠারেন কোহানে? এহোনে ঘুমাচ্ছেন না কি? না—! ছড়াঝাট পড়ে গ্যাছে দ্যাখতিছি!

ব্রাহ্মণ—রান্নাঘর ল্যাপতিছে হয়ত। যাক—তা হলি তুমি আমার কথাডা ভোল নাই—!

মোল্লা—(জিভ কাটিয়া) এমন কথা কন না জেনি! হলামই না অয় মোছলমান—তাই বলে পাড়া পিরতি বাসীর কথাডা রাখবো না! (রসের নাম শুনিয়া ভ্যাবলা, ন্যাপলা, হাবা ও খেঁদি আসিয়া উদয় হইল।)

ভ্যাবলা—কি আনছ দেহি! (দেখিল) ও টোপলার মধ্যি কি?

মোল্লা—একটু পাটালি আনছি করতা।

ন্যাপলা—বাবা, পাটালি ও আনিছে!

ব্রাহ্মণ—ভাবলা, ঘরে নিয়ে যা! আর তোর মারে ক'—রস সগ্‌গোলডীর মধ্যি ভাগ করে দিতি! মোল্লা আর তার ছাওয়ালরেও যেন এট্টু এট্টু দেয়।

(ভ্যাবলা, ন্যাপলা ইত্যাদি রস পাটালী লইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।)

মোল্লা—আজ্ঞে আমাগো আর—

ব্রাহ্মণ—না, তা এট্টু হোকই না। (মুখ ধুইয়া তামাক সাজিতে লাগিল। ভ্যাবলাকে উদ্দেশ্য করিয়া) তোরা নিজেরাই মাতুব্বরী করিস না, বুঝলি—!

ভ্যাবলা—(ভেতর হইতে) আচ্ছা !

ব্রাহ্মণ—ওরে ও মোল্লার বেটা ! যাত গাছের থে এট্টা লাউ কাটে আন্ দেহি। (মোল্লাকে) দুধু, কদু খাবা আজ বাড়ী যায়ে, (ছেলেটা যাইতেছিল) এই কাচীখান নিয়ে যা ! (একখানি কাস্তে দিল)

মোল্লা—তা দেবেন কচ্ছেন দেন ! (ব্রাহ্মণ তাহাকে কল্কে দিলে—হাতে তামাক খাইতে লাগিল।)

ব্রাহ্মণ—ও ভাল কথা ! তোমার ছাওয়ালডী নাকি ভাল ছড়া শিখিছে ? (এত সময় সে একটি লাউ কাটিয়া আনিয়াছে।)

মোল্লা—আপনাগে দয়া—

ব্রাহ্মণ—কিরে ! ছড়া শিখিছিস বোলে—গাত' এট্টা ?

ছেলে—আজ্ঞে—

ব্রাহ্মণ—ইঃ—বেটার আবার লজ্জা ছ্যাহ ! গা গা।

মোল্লা গাওতো বাপযান। সেইডা গাও—সীতারামের কীরতি কথা—

(ছেলেটী উঠিয়া দাঁড়াইয়া গাহিতে লাগিলে বাপ ও তাহার সঙ্গে যোগ দিল। সকলে আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল)

(আরে—ও —ও) শোন সবে ভক্তি ভরে করি নিবাদন।
সীতারামের কীরতি কথা শোন দিয়া মোন !
রাজাদেশে মিলন হোল হিন্দু-মুসলমান -
ভাই-ভাই ঝগড়া নাই সবাই সমান—।

(আরে—ও—ও) হিন্দু বাড়ীর পিটে-কাসন মোছলমানে খায় -
মুছলমানের রস পাটালি হিন্দু বাড়ী যায় !
দস্যু যারা মন্দ তারা ডাকাত তাদের কয়—
ফিরিঙ্গী মগ সুবিধাবাদী তাদের দলে রয়,
বাঘ পালায় ভাল্লুক পালায়—পালায় শত্রুদল—
মেনাহাতির একার আছে হাজার হাতির বল !
জলের অভাব কাইটে গেল-প্রজার মুখে গান—
জয় রাজা সীতারামের রাখে নারীর মান ॥

গানের শেষে প্রণাম করিয়া কহিল "জয় সীতারামের জয়।"

ব্রাহ্মণ—সাবাস মোল্লার বেটা। বেশ গাইছ ! বেশ গাইছ !

ওরে ভ্যাবলা !—মোল্লার ব্যাটারে শীগগীর এক ধামা হুক্কুম দে ! ভাল কথা মনে করাইছে—।

ভ্যাবলা—দিচ্ছি বাবা ! (ভ্যাবলা আনিয়া ঘটিতে করিয়া রস দিলে মোল্লা ও তার ছেলে রস খাইতে লাগিল। মিলন সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় ফজলুল খাঁ, নাজিম খাঁ ও আরও কয়েকজন ফৌজদারী সৈন্যের প্রবেশ।)

ফজলুল—বাইধাঁ ফেল—বাইধা ফেল এই মেয়াবে আর ঐ বাওনরে ! আরে ছাখ্তে আছ কি, বাইধাঁ ফেল !

[সৈনিকরা অগ্রসর হইতেই মোল্লা লাফাইয়া উঠানে নামিল।]

মোল্লা—ক্যান ? বাঁধবা ক্যান ?

ফজলুল—ক্যান ? সীতারামের কীরতি কেরতন করছিল কেডা ? তুমি না মেয়া ? ভাবছো কি, কইতে পার ভাবছো কি তোমরা ! মেয়া হইয়া কাফেরগো কীর্ত্তন করছ—তোমারে আগে আমি শুলে চড়াইব তারপর অন্য কথা। ফৌজদার আবুতোরাব ভূষণা দখল করছে সে কথাডা কি ভুইলা গেছ না কি মেয়া ?

(সৈন্যেরা তাহাকে বাঁধিতে লাগিল)

মোল্লা—ইয়া আল্লা ! আমরা পাড়া পিরতিবাসী এক সাথ থাকবো, একজন অন্যের গুন্ গায়া সুখে দুঃখে দিন্ কাটাবো তাও দেবা না তুমি ? আমার অপরাধডা কি তাত বোঝলাম না হুজুর।

ফজলুল—আর বুইঝা কামও নাই মেয়া। কৈ বাওন গ্যাল কৈ ?

(ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ তাহার পশ্চাতের দ্বার পথে পরিবারের সকলকে বাহির করিয়া দিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল)

ব্রাহ্মণ—আমি আইছি হুজুর।

ফজলুল—ঘরের মধ্যে কি ফুস্তুর ফুস্তুর করতে আছ ? রাজারে সাইরা থুইছ নাকি ? (অগ্রসর হইল। ব্রাহ্মণ বাধা দিল

ব্রাহ্মণ—হুজুর, ঘরে যাবেন না ! মায়্যা লোক আছে !

ফজলুল—মাইয়া লোক আছে ! তয় আর কথা কি ? বাইধা ফেল— বাইধা ফেল বাওনরে ! আমি ঘরের মধ্যে দেইখা আসি যদি মালটাল কিছু থাএ !

[ব্রাহ্মণ বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সৈন্তেরা আসিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। ফজলুল বাহির হইয়া আসিয়া কহিল]

না, মাইয়া মানুষ টানুষ কিছুই নাই। (ব্রাহ্মণকে চপেটাঘাত করিতে কবিতে) হারামজাদা বাওন! আমার কাছে মিথ্যা কথা কইবা আর? কয় কিনা ঘরে যাইও না, মাইয়া মানুষ আছে! এই ব্যাটারে পিঠ মোড়া দিয়া বাঁধ! (সৈন্যগণেব তথাকরণ) এই ঘরের মাল যত আছে, সব লুট কর, ঘর জ্বালাইয়া দে! দেহি ঐ হারামজাদা কি করে!

[সৈন্তগণ ঘব লুট করিয়া মাল বাহিরে ফেলিতে লাগিল। পরে সকলে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ হাউ হাউ কবিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

দ্বিতীয়-দৃশ্য

দযাময়ীতলা। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রাঙ্গন। গোধূলি। রাজা মনোহর বায়কে মদিরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। মন্দিরে আরতিব ব্যবস্থা হইতেছে।

মনোহর আমার শত্রু,—আমাব জমি, তা কিনা বিনা কারণে কেড়ে নিয়ে যাবে!......ঐরূপো চাঁড়ালই হ'চ্ছে দলের ধাড়ি। ঐ ত' সব কবাচ্ছে! বলে কিনা খাজনা দেবোনা! ওব হাড় এক যায়গায় আব মাস এক যায়গায় করব তবে আমার গায়ের ঝাল মিটবে! মা দয়াময়ীর অভিশাপে তুই নির্ব্বংশ হ'- ছাড়েখাড়ে যা!

(লক্ষীরায়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী—কি হে খুড়ো, বিড়্ বিড়্ করে কাকে অভিশাপ দিচ্ছো?

মনো—এই যে লক্ষ্মী, এসো বাবা, এসো। অভিশাপ? হেঃ—হে—হেঃ! অভিশাপ কিসের? তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আর অভিশাপ নয়। এবার যেন তোমাদের আশীর্ব্বাদ করতে করতেই মরতে পারি।

লক্ষ্মী কিন্তু খুড়োমশায়, কে সেই ভাগ্যবান যাকে নির্ব্বংশ হও বলে আশীর্ব্বাদ করছিলে?

মনো—(শুষ্ক হাসি) হেঃ—হে—হেঃ ! আরে পাগল, নির্ব্বংশ আর কাকে করব। নিজের ভাগ্যের কথাই মা দয়াময়ীর কাছে নালিশ করছিলাম।

লক্ষ্মী—তবু ভাল নিজেকে নির্ব্বংশ করছিলে ! তবে সে জন্য তুমি ভেবোনা খুড়ো, ভগবানের আশীর্ব্বাদে সত্যই যদি নির্ব্বংশ হও, আর টাকা গুলো দেবার লোকের অভাবে যদি স্বর্গে যেতে না পার, আমাকে ইজারা নিও, তোমার পোষ্যপুত্তুর হয়ে স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করে দেবো।

মনো—(প্রকাশ্যে) যাই, মা দয়াময়ীকে একবার প্রণাম করে আসি। সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরী নারায়নী নমোঽস্তুতে। মা দয়াময়ী তোমার করুণা মা ! (মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। বিপরীত দিক হইতে সন্ধ্যার প্রবেশ।)

সন্ধ্যা—লক্ষ্মী !

লক্ষ্মী—কে সন্ধ্যা ? তুমি !

সন্ধ্যা—আমার কি হবে ?

লক্ষ্মী—কেন কি হয়েছে ?

সন্ধ্যা—দস্যু যে দিন আমার পিতাকে হত্যা করে আমাকে অপমান করেছে, সে দিন থেকে সমাজে আর স্থান নেই আমার। সমস্ত পৃথিবী আমার উপর অবিচার করতে চলেছে, মানুষ হয়েছে নিষ্ঠুর। আমি ধর্ষিতা হতে পারি কিন্তু ভ্রষ্টা নই, তবুও আজ আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হবে !

লক্ষ্মী—তুমি রাজা মনোহর রায়ের কাছে ফিরে যাও সন্ধ্যা। তিনি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

সন্ধ্যা—চাঁচড়ার সমাজের দোহাই দিয়ে তিনি আর আমাকে গ্রহণ করতে পারবেন না বলেছেন। আমার জন্যে বুড়ো বয়সে তিনি একঘরে হতে চান না।

লক্ষ্মী—সে কি ! তিনিও তোমাকে গ্রহণ করতে চান না ?

সন্ধ্যা—কেউ নেই আমাকে রক্ষা করতে লক্ষ্মী ! ... তুমিও কি আমায় বাঁচ্‌তে দিতে পার না ?

লক্ষ্মী—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) আমি কি করতে পারি সন্ধ্যা !

সন্ধ্যা—লক্ষ্মী আমি জানি, সমাজে আমি আজ এতই ঘৃণ্য হয়ে উঠেছি যে, একদিন যারা আমার করুণা লাভের জন্য প্রাণ দিতে পারত, তারাও আমায় দেখে দিনের আলোয় দূরে সরে দাঁড়াবে। আমার দুঃসহ জীবনের সান্ত্বনা তুমি, তুমি আমায় বাঁচাও, আশ্রয় দাও।

(পায়ের নীচে পড়িতে গেলে লক্ষ্মী ধরিয়া ফেলিল)

লক্ষ্মী—ছিঃ! কি ছেলে মানুষী করছ সন্ধ্যা! আমি নিরুপায়।...

সন্ধ্যা—নিরুপায়! আমায় যদি এতটুকু অনুগ্রহ করতেই না পারবে লক্ষ্মী, যদি এতটুকু ভালবাসতেই না পারবে তবে কেন তোমরা আমায় আশার কথা শোনালে? তোমাদের যদি হৃদয়ই নাই, তবে এ হৃদ্যতাটুকু করলে কেন? কেন? দয়া আর অনুগ্রহ কুড়িয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

লক্ষ্মী—(মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া) সন্ধ্যা, মনে রেখো আমার হৃদয় আছে বলেই হৃদয়ের অমর্য্যাদা করতে শিখনি। (হাত ধরিয়া) আমার উপর তুমি অভিমান করতে পারো না। তোমায় ভালবাসি বলেই তোমায় প্রতারণা করতে পারছি না। দেবার মত আমার যে কিছুই নেই সন্ধ্যা, সবই দেশের পায়ে বিলিয়ে দিয়েছি। পারবে সারা জীবন শুধু কষ্ট স্বীকার করে দেশের সেবা করতে?

সন্ধ্যা—তোমার ভালবাসা পেলেই—

লক্ষ্মী—ভালবাসা! সেত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। দেশের সেবায় হৃদয়ের কোন বৃত্তিকেই যদি সজীব রাখ, তবে বিনিময়ে ব্যথা আর আঘাত ছাড়া কিছুই পাবে না। নিজেকে দেশের পায়ে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে হবে...শুধু দিতেই হবে...পাবে না কিছুই।... তোমার রূপের মোহ দিয়ে প্রয়োজন হ'লে হরণ করে আনতে হবে মুর্শিদাবাদ গুপ্তাগার থেকে গুপ্তধন...আর সেই ধনের সেরা হীরে মানিকগুলো, দিয়ে গেঁথে তুলতে হবে মহম্মদপুরের ভিত্তি সৌধ।—

সন্ধ্যা—তারপর প্রয়োজন হ'লে আমাদের দেহের শেষ রক্ত বিন্দু দান করে—লুটিয়ে পড়তে হবে আমাদের ঐ বেদীমূলে—

লক্ষ্মী—পারবে, পারবে সন্ধ্যা? লক্ষ্মী তার দেশকে ভালবাসে

তুমিও ভালবাস সেই দেশকে, তার মনে বীণার ঝঙ্কার তুলতে ঐ একটিমাত্র তারই অবশিষ্ট আছে।

সন্ধ্যা পারবো, আমি নিশ্চই পারবো।

লক্ষ্মী তাহ'লে এসো বন্ধু! অবিলম্বে আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে। আমি জানি আবুতোরাব এসেছে ভূষণার ফৌজদার নির্ব্বাচিত হয়ে। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হবে কৌশলে তাকে পরাজিত করা...তারপর মুর্শিদাবাদ।

সন্ধ্যা—তোমার নির্দ্দিষ্ট পথই হোক আজ থেকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মধারা। [যেন সত্যই সেই পথে অগ্রসর হইয়া গেল]

লক্ষ্মী একি জীবনের অনাকাঙ্খিত পরিণতি! এ আজ এসে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত হতে চলেছে।

(মৃন্ময়ের প্রবেশ)

মৃন্ময় লক্ষ্মী, বিনা বাধায় আবুতোরাব এসে ভূষণা অধিকার করে বসেছে। কিন্তু তার অত্যাচার যে সত্যই অসহ্য হয়ে উঠল -।

লক্ষ্মী—হাঁ সেনাপতি, শুনলাম সীতারামকে ধরবার জন্য তিনি মহম্মদপুরের প্রত্যেকটী গৃহই খানাতল্লাসী করবেন।

মৃন্ময়—করবেন নয়—করছেন। হয়ত তার দু'একজন লোক এখুনি এখানে এসে জুলুম করতে আরম্ভ করবে।

লক্ষ্মী—আর কতদিন আমাদের নির্ব্বিবাদে এ অত্যাচার সইতে হবে সেনাপতি?

মৃন্ময়—যতদিন না মহারাজ ফিরে আসছেন ততদিন আমাদের এ অত্যাচার সহ্য করতে হবে ভাই। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে সর্ব্বদাই। যে মুহূর্ত্তে মহারাজ এসে পৌঁছবেন, সেই মুহূর্ত্তে ভূষণা আমাদের আক্রমণ করতে হবে।

(উভয়ে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে দৃশ্যান্তর হইয়া গেল।)

তৃতীয়-দৃশ্য।

ভূষণা—ফৌজদারের বাসগৃহ।
প্রমোদ কক্ষ। কাল অমাবস্যা রাত্রি।

গবাক্ষ পথে অন্ধকারে ও মধুমতী তীরের সৈন্যদের ছাউনি লক্ষ্য করা যায়। শীতের মেঘলা আকাশ। পালঙ্কের উপর সপারিষদ মীর আবু তোরাব খাঁ।

আবু— দেখতে দেখতে ত প্রায় ছটী মাস কাটতে চলল মহম্মদ-আলি, কিন্তু তোমার সীতারামের যে কোন খোঁজ খবর নেই। এসে বিনা বাধায় ফোজদারী দখল করবার পর তাকে তলব করতেই সেই যে লম্বা দিল, সে একেবারে আজও চম্পট, কালও চম্পট। (সুরাপান)।

ফজলুল— চম্পট বইলা চম্পট—একেবারে ফাঁক্। একেবারে উধাও। আল্লার কাছে আমার প্রার্থনা হুজুর ওয়ার এই চম্পটই যেন একেবারে শ্যাষ চম্পট হয়। জাহান্নাম থাইকা আবার যেন ফিরা না আইস্যা উপস্থিত হয়।

আবু—আরে এলোই বা ফজলুল খাঁ! বাঙ্গালী ত' বাঙ্গালী! ওর গায়ে কি রক্তের জোর আছে। তবে যখন তার কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না, তার মত শত্রুকে তখন নিখোঁজ অবস্থায় রাখা নিরাপদ নয়। এসেই শুনলাম সীতারাম অসুস্থ। কিন্তু আমি তার বাড়ী পাহারার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলাম।

ফজলুল—হুজুরের বুদ্ধিডা হ্যাহ দেহি।

আবু—দু'দিন যেতে না যেতেই শুনলাম…সে কারো সঙ্গে কথা বলে না ঘরের ভিতর বসে ধ্যান করে…এমন কি যে ঘরে সে থাকে সে ঘরেও সকলের প্রবেশ নিষেধ। আমার ত' তাক লেগে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন শুনি মহাপুরুষ উধাও!

নাজিম—আজও উধাও, কালও উধাও!

আবু—এখন শুনছি ব্যাটা হিন্দুদের পয়গম্বর সেজে হিমালয়ে গিয়ে আস্তানা নিয়েছে। ইয়া জটা—ইয়া দাড়ি…

মহম্মদ – ব্যাটা বাগিয়েছে ইয়া মস্ত ভুড়ি…

(সকলে হাসিয়া উঠিল)

আবু—আবার শুনছি, কেউ কেউ বলছে ব্যাটা মগের মুলুকে গিয়ে শত্রুর সাথে যোগ দিয়েছে।

ফজলুল—তা হুজুর, যার কাছে যাউক না ক্যান, উদ্ধার নাই, উদ্ধার নাই। তয় এডা আমি বোঝতে পারছি হুজুর যে, এ সব ঐ কালী কালো মহাকালী মাগীর বুদ্ধির ঠেলায় হইছে।

আবু সে আবার কে বাবা ?

ফজলুল জানেন না বুঝি হুজুর ? বাড়ীর হগ্‌গলডীতে ভাব দিতেছে যেন কিছুই জানে না! কিন্তু আমি কইতে পারি ফৌজদার সাহেব, পরামর্শ কইরা মতলব আইটা সীতারাম পলাইছে।

আবু—আমিও তেমনি সীতারামের সম্পত্তি আটকের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু ফজলুল, তোমার এই কেলি কেলি বাবা কে ?

ফজলুল—আপনি হোনেন নাই বুঝি হুজুর ? ওয়াগে বাড়ীতে একবার রাত দুপুরে ডাকাত পড়ছিল। এ্যাহনে হইছে কি, বাড়ীতে ত' পুরুষ মানুষ নাই মোটেই। সীতারামের মা যহন ছাখতে পাইল যে, ডাকাত গে হাতে ত' ধন প্রাণ সব যাইবেই, তহন সে এক মতলব আইটা বস্‌ল। কালীর মত আউলা থাউলা চুলে, কপালে নি এ্যাট্টা হিন্দুরের ফোটা কাইটা, হাতে লইয়া এক মস্ত খাড়া—"আরেরে" রাও কইরা ঝাঁপাইয়া পড়ছে গিয়া ডাকাতগে উপর। ডাকতরা ত' ঐরকম খাড়া হাতে মাইয়া মানুষ দেইখ্যা "বাবারে! মারে!" বইলা দে দৌড়।

আবু—আরে বল কি! হাঃ—হাঃ—হাঃ! (সকলের হাস্য) তা হ'লে এসবই শয়তানী বুড়ির মন্ত্রণা ?

কাফি না হুজুর, সীতারাম কারও মন্ত্রণা শোনে না। শোনে কেবল সেই ঘোড়ার খুরে ওঠা লক্ষ্মীর কথা।

আবু—সে আবার কি কাফি খাঁ ?

কাফি—সে এক বড় মজার গল্প হুজুর। সীতারামের বাড়ী ছিল তখন হরিহর নগরে। একদিন ব্যাটা চলেছে ত' খাজনা আদায় করতে...হঠাৎ মাটীর নীচ থেকে হিন্দুদের লক্ষ্মী সীতারামের ঘোড়ার পা টেনে ধরে।

আবু—পা টেনে ধরে ?

কাফি—হাঁ হুজুর! শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল মাটীর নীচের এক লোহার শলা ঘোড়ার খুরের নালে আটকে গেছে। মাটী খোঁড়া হ'ল—বেরুল এক মন্দির। সীতারাম সেই মন্দিরে লক্ষ্মীপূজা আরম্ভ করল লক্ষ্মীও বিপদে আপদে সব কথা সীতারামকে স্বপ্নে জানিয়ে দিতে লাগলেন। সে দিন থেকে সীতারাম ঐ লক্ষ্মীর কথাই শুনছে।

আবু—কিন্তু সে যাব কথাই শুনুক আর তোমবা যাই বল, আমি কিন্তু হিন্দুদের এই পলায়ন পটুতার তাবিফ না কবে পারছিনা।

ফজলুল - হ হুজুর হ। ওয়াগে মধ্যে কেউ এট্টু বড় হইলেই হইলো, অমনি অন্ততঃ একবার সে নিশ্চয় পলাইবে। ওয়াগে মধ্যে যে যতবার পলাইছে, সে তত বড বীর হুজুর।

আবু—তোমাব বাত্ সাচ্ হ্যায় ফজলুল খাঁ। মারহাট্টা পার্ব্বত্য মুষিক শিবাজী ব্যাটা পালিয়ে পালিয়ে যুদ্ধ করেই ত অত নাম করেছিল। বাংলাব সেন রাজা তো যুদ্ধের নাম শুনতে না শুনতেই পগার পার।

(আবু তোবাব উঠিয়া গেলেন, গবাক্ষের পরদা সরাইয়া বাহিরের দিকে অন্ধকারে চাহিযা দাঁড়াইলেন)

মহম্মদ—কিন্তু কথা হচ্ছে বেতমিজেব দল, যদি সীতারাম ভুড়ি-ওয়ালা না সেজে প্রতিশোধ নেবার জন্যে কোথাও পালিয়ে থাকে?

ফজলুল—(মাথা চুলকাইয়া) তাইত! তা হইলে কি হইবে?

আবু—আশমানের একটি তারাও দেখা যাচ্ছে না, মেঘ করেছে। শীতের রাতেও মেঘ করে! চারিদিকে কি ভীষণ অন্ধকার। আলো নেই,—আনন্দ নেই—উচ্ছ্বাস নেই—আছে শুধু একটা নিস্তব্ধতা। (মহম্মদ পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে) ওর ভিতর দিয়ে যে হিন্দুর প্রেতগুলো নৃত্য করছে না তা কি ভাবে বলি দোস্ত? (সহসা হাসিয়া উঠিলেন) হাঃ—হাঃ—হাঃ! (পারিষদেরা পাশেই দাঁড়াইয়াছে।) এই! তোমাদের ভেতরে কে সবচেয়ে সাহসী?

কাফি—আমি হুজুর।

নাজিম—না, হুজুর, আমি।

ফজলুল—(দু'জনকে দুহাতে দুদিকে সরাইয়া) আরে তোরা

ভাবছোস্ কি, হুজুরের সাথে চালাকি! আমাগোর মধ্যে হাওস যদি কারও থাইকা থাকে হুজুর ত' আছে এই মেয়ার।

মহম্মদ—দোস্ত, এরা সকলেই সাহসী।

আবু বহুৎ আচ্ছা ভাইসব, সাবাস! এদিকে এসো।

(তিন জনই অগ্রসর হইল)

চেয়ে দেখ—ঐ দূরে অন্ধকারে; কিছু দেখতে পাচ্ছ?

কাফি—না হুজুর।

আবু—আরে দেখছ দেখছ নিশ্চয়। ঐ যেখানে কবর আশমান আর ইমারৎ মিশে গেছে?

নাজিম—ও ত' হুজুর সৈন্যাবাস।

আবু—(ভেংচি কাটিয়া) সৈন্যাবাস! কোথায় সৈন্যাবাস—? তোমরা কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

মহম্মদ—এই ভূতটুত?

সকলে—(সভয়ে) না হুজুর।

আবু—কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। (নিজের শয়তানীতে নিজেই শিহরিয়া উঠিল) সীতারামের ইমারৎ আসমানের রং এর সাথে মিশে গেছে। ওর ভেতর আমি সীতারামের নূরজাহানকে দেখতে পাচ্ছি। ইয়া আল্লা! যেন আসমানের তারা। তার প্রাণের দরদ চোখে মুখে ভেসে উঠছে। (সহসা হাসিয়া উঠিলেন) হাঃ—হাঃ হাঃ! পারবে তোমরা? পারবে? (সকলে নীরব) কেউ পারবে না?

ফজলুস-(সভয়ে) কি পারার কথা কইছেন, হুজুর?

আবু—ঐ আসমান থেকে তারাটা ছিড়ে আনতে? কোন ভয় নেই। একটা জীবনের উচ্ছ্বাসও ওখানে বিরুদ্ধে স্পন্দিত হয়ে উঠবে না। ওরা পথ চেয়ে আছে। সজোরে ওদের বক্ষ নিজ বক্ষে তুলে নাও, দেখবে প্রথমে একটা অপরিচিত আতঙ্কের কম্পন...তারপর নেতিয়ে পড়বে। ওদের ঘর আজ ওদের ধরে রাখতে পারছে না। সামর্থ্য কোথায়! তাই আজ ওরা বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু হাঃ—হাঃ—হাঃ! ওদের লজ্জা ওদের বাধা দিচ্ছে। ওদের মন সঙ্কোচ মুক্ত হ'তে পারছে না। যাও, যাও, তোমরা ওদের লজ্জা

ভেঙ্গে দাও। ওদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে এস। বুঝিয়ে দাও ওরা কাফেরের ভোগ্যা নয়। বাঙ্গালীর ভেতর মরদ বলতে আজ কিছু নেই ·· আছে শুধু ডুনীয়ার দৌলত আউরাৎ। তোমরা সংগ্রহ করে নিয়ে এস, আমি ভূষণাকে দিল্লীতে পরিণত করব।

মহম্মদ—দোস্ত! মহম্মদপুরকা বড়িয়া চিজ এক ঝাক আউরাৎ হাজির করনে কো ওয়াস্তে—হুকুম দিজিয়ে। দেখিয়ে, একঠো এক নম্বর শিকার মিল গিয়া।

আবু—মিল গিয়া? জলদি লে আও।

ফজলুল—ওরে হোনছোস্ নাজমা, হুজুরের মন খোলসা হইয়া গ্যাছে।

কাফি— এক—দুই—তিন!

নাজিম – জনাব একটু প্রসাদ দিন।

আবু – চালাও, কেবল আজকের রাত।

(বাহিরে চলিয়া গেলেন)

ফজলুল—ওরে নাজিম!

নাজিম—কিরে ফজলুল?

ফজলুল—হুজুরের অনুমতি হইছে। চালাও ফুর্ত্তি, বাজাও দামামা –

মহম্মদ—আর মাঝে মাঝে দাগাও কামান! যেন জাহান্নামের শয়তান বুঝতে পারে সব ঠিক হ্যায়। (প্রস্থান) (সুরাপান চলিতে লাগিল।)

ফজলুল হাঁরে হোনছোস? এ্যাট্টা ফন্দী আটছি।

কাফি—দেখিস ফসকে যায় না যেন।

নাজিম—শক্ত করে গেড়ো আটিস।

ফজলুল নারে না, চট্ কইরা মাথায় আইসা গ্যাছে। আয় বাইজীরা আসনের আগে তিন জন পলাইয়া থাকি।

কাফি—কেন বল দেখি চাঁদ?

ফজলুল—কেন তা পরে কইব। আগে আয় পলাই। পায়ের শব্দ হোনতে পারছোস না!

(সকলেই কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল। ফজলুলের দরজা দিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত রমণীর ছদ্মবেশে মনোহর রায় আসিয়া দাঁড়াইল।)

মনোহর—(স্বগত) কেউ দেখে ফেলে নিত ? সীতারাম যদি জানতে পারে রাত্রে আমি শত্রু শিবিরে এসেছি তবে আর রক্ষা নেই। কিন্তু এখানে ত' কাউকে দেখছি না ? (সসঙ্কোচে অগ্রসর।)

ফজলুল—(পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল) কোহানে যাইবার লাগছ হুন্দুরী ?

মনোহর—ওরে বাপরে! (অত্যন্ত ভয় পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।)

ফজলুল—(মুখের কাপড় সরাইতেই দাড়ি বাহির হইল) ওরে নাজমা! হ্যাখছোস, এ যে দাড়িওয়ালা চিজ!

নাজিম—(কান ধরিয়া) তবে রে উল্লুক!

কাফি—(অন্য কান ধরিয়া) ব্যাটা আস্ত ভাল্লুক!

ফজলুল—তুমি কোহান থে আইছ চাঁদমনি ?

মনোহর—দোহাই তোমাদের নূর-মহম্মদ খোদার, আমায় মেরো না। আমি নির্দ্দোষ। আমায় একবার ফৌজদার সাহেবের সাথে দেখা করিয়ে দাও!

কাফি—ওরে ব্যাটা আস্ত লবাব, এখানে না বলে ঢুকেছিস কেন?

নাজিম—তুই কে ?

মনোহর—(সভয়ে চারিদিক চাহিয়া) আমি রাজা সীতা—

সকলে—সীতারাম!

ফজলুল—ওরে নাজমা, ধরছি ব্যাটা সীতারামকে।

সকলে—ধর…ধর! (সকলে জড়াইয়া ধরিল)

কাফি—হুজুর, জনাব! (বাহির হইয়া গেল)

মনোহর—দোহাই তোমাদের নূর নবীর, আমি সীতারাম নই!

নাজিম—আর কি শুনি ঐ চাল।

(আবু তোরাবের প্রবেশ। সঙ্গে কাফি খাঁ।)

আবু—কোথায় সীতারাম ?

সকলে—এই হুজুর।

মনোহর—না হুজুর! (কম্প

আবু—বটে! এই বুড়ো সীতারাম ? কোথায় পেলে ?

ফজলুল—ধইরা লইয়া আইছি হুজুর।

কাফি ও নাজিম—একেবারে বাড়ী থেকে।

আবু—এই সীতারাম? হাঃ—হাঃ—হাঃ! একেই আমরা এত ভয় করছিলাম।

মনোহর - হুজুর আমি সীতারাম নই!

আবু—সীতারাম নও!

নাজিম—বিশ্বাস করবেন না হুজুর।

ফজলুল—ও ভয়ে মিথ্যা কইছে হুজুর!

মনোহর—না হুজুর মিথ্যা নয়, আমি মনোহর রায়।

আবু—মনোহর রায়! সে কে?

মনোহর—আপনার নফর—

আবু—আরে নফর ত' বুঝলাম, কিন্তু এখানে কেন?

মনোহর—সীতারামের নামে নালিশ জানাতে।

আবু কোথায় সে কাফের?

মনোহর—প্রায় ছ'মাস আগে সে কোথায় গিয়েছিল জানি না, আজ অপরাহ্নে তাকে ঘোড়া ছুটায়ে মহম্মদপুরে ফিরে আসতে দেখেছি। আপনারা এদিকে নিশ্চিন্তে বসে আছেন আর ওদিকে মেনাহাতি তার কালে খাঁ ঝুন ঝুন খাঁ কামান নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। এই সংবাদ দিতেই ত' ছদ্মবেশে রাতদুপুরে এসে হাজির হয়েছি।

নাজিম—কাফেরের কথা বিশ্বাস করবেন না হুজুর!

আবু - কিন্তু মনোহর রায়, সীতারাম তোমার জাতভাই, তুমি নিমক্-হারামি করছ কেন?

মনোহর—হুজুরই মা বাপ! সত্যি কথাই বলব। কথায় বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। হুজুর, জাত দিয়ে আমি কি করব? আমার নিজেরই যদি কিছু না রইল, তবে আমার জাত বড় হ'ল আর না হ'ল আমার বয়েই গেল। সারা জীবন প্রাণপণ চেষ্টা করে চাঁচড়ায় যে জমিদারীটুকু করেছিলাম, তা আজ বার ভূতের শ্রাদ্ধে সীতারাম কেড়ে নিয়ে গেল। আপনি ফৌজদার, গরীবের মা বাপ আপনার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করি।

ফজলুল—মনোহর, বিচার ত করাইতে আইছ, নজর টজর আনছ কিছু?

কাফি—আগে নজর, তারপর বিচার।

আবু— মনোহর, তুমি তা হলে দেখে এসেছ যে সীতারাম লড়াই করার জন্য তোড়জোড় করছে ?

মনোহর—হাঁ হুজুর !

আবু—বটে ! কালই আমি এর একটা ব্যবস্থা করব। ফজলুল এখুনি তুমি পাঁচশ লাঠিয়াল নিয়ে সীতারামের বাড়ী লুঠ করে তার বেগম ও তার লেড়কীকে ধরে নিয়ে এস।

ফজলুল—আমারে কইছেন হুজুর ?

আবু—হাঁ হাঁ, তুমি।

ফজলুল—হুজুর, কইলাম যে সেহানে বাবা কালী আছে, আর আমি হইলাম কাপুরুষ। এই সব পয়লা নম্বর বীর পুরুষগে পাঠান।

আবু—(কঠোর ভাবে) আবুতোরাবের পারিষদেরা প্রয়োজন হ'লে যে অস্ত্র ধারণ করতে পারে, আবু তা জানে। দ্বিরুক্তি না করে যাত্রা কর ফজলুল !

ফজলুল—(অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠিয়া স্বগত) তাই ত, কি মুস্কিল হইল কও দেহি ! কইলাম যে সেহানে বাবা কালী আছে, তাকি কিছুতেই হোনতে চায়।

[প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দ্বার পথে মহম্মদ আলি ও নর্ত্তকীদের প্রবেশ। সপারিষদ আবুতোরাব সানন্দে তাহাদের আবাহন জানাইলেন। নর্ত্তকীদের মন ভোলান নৃত্যের সঙ্গে সুরার মাত্রা যখন সপ্তমে চড়িয়াছে তখন পশ্চাতে দ্বার প্রান্ত হইতে ভাসিয়া আসিল কাহার নূপুর নিক্কণ। নর্ত্তকীরা নৃত্যশেষে এলাইয়া পড়িল। অভিনব নৃত্য ভঙ্গিমা সহকারে প্রবেশ করিল এক মুসলমান তরুণী মুখখানি চেনা চেনা মনে হয়...নাম তার সোফিয়া। নৃত্য ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিল—যেন সে অন্ধকারের ভিতর হইতে তাহার প্রিয়তমকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু বার বার ব্যর্থতাই তাহার বিরহকে বাড়াইয়া তুলিতেছে। অবশেষে সে তাহার বাঞ্ছিতের সন্ধান পাইল···অন্যান্য নর্ত্তকীরা আসিয়া তাহাদের বরণ করিল। বরণ শেষ হইলে একে একে সকলকে সে বিদায় দিলে আবুতোরাব তাহাকে আবাহন জানাইলেন।]

আবু—সুন্দরী বাঈজীর পাদস্পর্শে আমাদের কক্ষ দীপান্বিত হোক্।

নাজিম ও কাফি ধন্য হোক্ !

সোফিয়া—(তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফৌজদারকে দেখিয়া) তুমিই ফৌজদার আবুতোরাব ?

আবু—কেন বাঈজী, তোমার কি সন্দেহ হ'চ্ছে ?

সোফিয়া—হাঁ, একটু হ'চ্ছে বইকি ! তা আজ হঠাৎ আমায় স্মরণ করেছ কেন ?

আবু—শুনলাম সুন্দরী সোফিয়া বাঈজীর কথা। একটু নাচ দেখতে ইচ্ছে হ'ল, তাই

সোফিয়া—আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ ?

আবু -হাঁ, কি কি নাচ তুমি জান বাঈজী ?

সোফিয়া—নাচ ? তোমার কি আবার নাচ দেখতে ইচ্ছে করছে ফৌজদার ? আমাদের নৃত্য তা হ'লে তোমার পিপাসা বাড়িয়ে দিয়েছে ?

আবু—যে নর্ত্তকীর চঞ্চল চরণের নূপুর নিক্কণ পিপাসা বাড়িয়ে দেয়, তারই অমৃত স্পর্শ পারে পিপাসা নিবারণ করতে। তাই ত তোমায় তলব করেছি -

সোফিয়া—তলব ! হাঃ—হাঃ—হাঃ ! বল অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছ। পিপাসিত তোমার ঐ হৃদয় আজ মরুভূমি এক ফোঁটা জলের জন্য তোমাকে মরীচিকার পেছনে ছুটতে হবে -

আবু -মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে আজ সত্যই জলের সন্ধান পেয়েছি সোফিয়া। তুমি আমায় অনুগ্রহ কর।—

সোফিয়া—অনুগ্রহ !

আবু—হাঁ বাঈজী, তোমার অনুগ্রহ আর অনুমতি পেলেই আমি তোমায় শাদী করব।

সোফিয়া—শাদী ! কেন তোমার আউরাৎ ?

আবু—তোমার অনুগ্রহ হলেই আমি তাকে তালাক্ দেবো সোফিয়া।

সোফিয়া—তালাক্ ! কিন্তু তার পূর্ব্বেই তোমার তালাক্ নামা আসছে ফৌজদার।

[মনোহর এত সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোফিয়াকে লক্ষ্য করিতেছিল। এখন চিনিতে পারিয়া ডাকিল।]

মনোহর—সন্ধ্যা!

সোফিয়া—(চমকিয়া ফিরিয়া) একি! মনোহর রায়! এখানে? ও নামে আর ডাকবেন না রায়জী। সন্ধ্যা মরে গেছে আর সেই চিতায় সোফিয়া বেঁচে উঠেছে

মনোহর—শেষটায় মুসলমান নর্ত্তকী হয়ে—

সোফিয়া—আশ্চর্য্য হচ্ছেন রায়জী? আর কিসের আশায় আপনাদের ভেতর থাকবো? আর থাকবার আশ্রয়ই বা কোথায়? আপনাদের সমাজ, আপনাদের ধর্ম্ম, ব্যথা আর আঘাত ছাড়া আমায় আর কি দিয়েছ বলতে পারেন?

মনোহর—আমরা কি করতে পারি সন্ধ্যা? সমাজ –

সোফিয়া—সমাজের নাম উচ্চারণ করে আর সমাজের অপমান করবেন না রায়জী! সমাজের বিচার যদি মানতে হয়, তা হলে সবার আগে আপনাদের মত সমাজ কর্ত্তাদেরই সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত হ'তে হয়। আমি আজ যাচাই করে দেখব রায়জী, সত্যের নামে প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা হীন শাঠ্যের ভেতর দিয়ে আর কতদিন চলতে পারে।

মনোহর—অপবিত্রা নারীকে—

সোফিয়া—অপবিত্রা! ঘরে বাইরে যেখানে চলেছে অনাচার সেখানে নিষ্ঠার নাম উচ্চারণ করাই কি উপহাসের কথা নয়?

মনোহর—তোর এতে মহাপাপ হবে।

সোফিয়া—পাপ! অপরাধ করবেন আপনারা আর পাপ হবে আমার? এত মন্দ বিচার নয়! রায়জী, নারীকে যখন আপনারা পিষে মেরে ফেলতে চান আপনাদের খেয়ালের চাপে, তখন সে দু'হাতে অন্ধকারা ভেঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ায়—সমাজের বিচার্য্য হয়ে, আপনাদের দণ্ড মাথায় নিয়ে। তার অপরাধ সে আত্মহত্যার চেয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে ভালবাসে।

আবু—মনোহর রায়!

মনোহর—আমার বেয়াদ্বপী মাপ করবেন ফৌজদার সাহেব! আর দুটী কথা জিজ্ঞাসা করতে দিন।

আবু—কভি নেই! বেতমিজটা বাজে বকে বকে আমার মাথা খারাপ করে দিল! কাফি খাঁ! উল্লুকটার কান ধরে বার করে দাও!

(কাফি খাঁ সোফিয়ার দিকে চাহিল)

সোফিয়া—তাড়িয়ে দাও, ও আমায় উত্যক্ত করে তুলেছে।

কাফি—বাঈজীর হুকুম হয়েছে। বেরিয়ে যাও দেখি বাছাধন সুরসুর করে।

নাজিম—(কান ধরিয়া) বেরোও বলছি!

মনোহর—যাচ্ছি, যাচ্ছি। (যাইতে যাইতে) গরীবের কথা মনে রাখবেন হুজুর, একটু মনে রাখবেন। (প্রস্থান)

সোফিয়া আর নয়। (বাহিরের দিকে চাহিল রাত্রির নিস্তব্ধতা তোমাদের বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে মনে মনে হাসছে। আমি যাচ্ছি ফৌজদার। (মধুমতীর পারে কামান বন্দুকের মুহুর্মুহুঃ শব্দ)

আবু—ওকি! কিসের শব্দ?

সোফিয়া—ঐ—ঐ আমার সম্বর্দ্ধনার বোধন! শুনছ আবু! ঐ আমার বিজয় অভিযানের সূচনা।

[গবাক্ষ পথে দেখা গেল সৈন্যাবাস সব আগুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আগুনে গবাক্ষ পথও আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জ্জন]

আগুন! হাঃ হাঃ—হাঃ! দেখেছ ফৌজদার, অভিসারিকার অভিনন্দনে সমগ্র জগৎ কি ভাবে সজ্জিত হয়ে উঠল? দেখ, দেখ কি সুন্দর! যেন সৌন্দর্যের পার নাই, সীমা নাই, যেন রক্তকরবী! যেন প্রভাত সূর্য্য তোমার তালাক নামা হাতে এগিয়ে আসছে। সৈন্যদের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ফজলুল খাঁ! (ফজলুল খাঁর প্রবেশ)

ফজলুল—আইজ্ঞা কর সুন্দরী!

সোফিয়া—আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করে যদি বাঁচতে চাও, আমায় মুর্শিদাবাদ পৌছে দেবে এসো। (প্রস্থান)

আবু—ফজলুল খাঁ! শত্রুরা আমাদের আক্রমণ করেছে!

ফজলুল—তাইত ফৌজদার সাহেব! এদিকে যে আবার বাঈজীটা হাত ছাড়া হৈয়া যায়। শত হইলেও বাঙ্গালী ত' বাঙ্গালী!

উয়াদের ভয় করবেন ক্যান? আপনি যুদ্ধ করবার যান, আমি বাঈজীডাকে চোখে চোখে রাখি। আমি যদি রাখতে পারি দোস্ত, তা হইলে এক রকম আপনিই পাইবেন। (প্রস্থান)

আবু—ফজলুল খাঁ!...চলে গেছে! কাফি খাঁ! নাজিম খাঁ! অস্ত্র ধারন কর, শত্রুরা আমাদের এখানে এসে পড়ল।

কাফি—না হুজুর, আমাদের ফৌজ এত সময় সজাগ হয়েছে, ঐত তাদের তোপের শব্দ!

আবু—এইবার মজা টের পাবে।

নাজিম -(কাঁদ কাঁদ হইয়া) কিন্তু হুজুর, ওযে আমাদের সৈন্যেরই কেবল আর্ত্তনাদ শুনছি। (জনৈক দূতের প্রবেশ)

আবু—কি সংবাদ? সংবাদ কি?

দূত - হুজুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে। সৈন্যাবাসের চারিপাশের খড়ের গাদায় আগুন ধরে গেছে। আমাদের সৈন্যরা বেরুতে পারছে না। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে হয়ত সৈন্যাবাসেও আগুন ধরে যাবে।

আবু—নৈশ আক্রমণ! বিশ্বাসঘাতকতা! কাফেরদের এর শাস্তি দিতে হবে। তুমি যাও, অবিলম্বে সকলে আগুন নেভাতে চেস্টা কর। কি সংবাদ? এ কে?

(দূতেব প্রস্থান। অন্য দিক দিয়া একজন সৈনিক শঙ্করকে বন্দী করিয়া লইয়া প্রবেশ করিল)

সৈনিক—খড়ের গাদায় যারা আগুন দিয়েছিল এই কাফের তাদেরই একজন।

আবু—এই মুহূর্ত্তে দেওয়ালের সঙ্গে ওকে বিদ্ধ কর, হত্যা কর!

[বর্শাহাতে সৈনিক শঙ্করকে দেওয়ালের দিকে ঠেলিয়া লইতেছিল গবাক্ষের পশ্চাৎ দিক হইতে একটি অব্যর্থ বর্শা আসিয়া সৈনিকটাকে ভূতলশায়ী করিল। গবাক্ষপথে লাফাইয়া উঠিলেন মৃন্ময়, হাতে তার উন্মুক্ত ছুরিকা, মূর্ত্তি ভাব ভয়ঙ্কর]

সৈনিক—ও—হো—হো—!

মৃন্ময়—নরকের শয়তানকে শাস্তি দিতে স্বর্গের দেবতা এমনি প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তেই তার প্রহরী পাঠিয়ে থাকেন আবুতোরাব!

[লাফাইয়া পড়িতেই আবুতোরাব মৃন্ময়কে আঘাত করিল। সে আঘাত মৃন্ময়ের বর্ম্মে বাজিয়া উঠিল। মৃন্ময় কৌশলে অতি সহজেই আবুতোরাবের গলা চাপিয়া ধরিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া পারিষদেরা পলায়ন করিল]

তোমার মত দুর্ব্বল পশুকে হত্যা করতে আমার অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না যবন! তোমাকে এমনি করে পিষে আমি হত্যা করব। কিন্তু তার পূর্ব্বে (গবাক্ষের সম্মুখে টানিয়া লইয়া) দেখে যাও যে, এক মুহূর্ত্তে তোমার আশা ভরসা ঐ আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। বুঝে যাও—ভূষণায় যে আসে সে আর ফেরে না।

[কাফি খাঁ পশ্চাৎ দিক হইতে মৃন্ময়কে আঘাত করিতে যাইতেছিল। সীতারামের গু'লতে সে লুটাইয়া পড়িল। ছুটিয়া আসিলেন সীতারাম, পশ্চাতে বিজয় পতাকা হস্তে ছুটিয়া আসিল লক্ষ্মী]

সীতারাম শঙ্কর! শঙ্কর! (লক্ষ্মী তাহাকে মুক্ত করিল)

আবু—আমায় হত্যা করবে?

মৃন্ময় জিজ্ঞাসা? হাঃ হাঃ হাঃ। সীতারামের শত্রুকে মেনাহাতি ঠিক এমনি করেই পিশে হত্যা করে! এই ভাবেই করে রক্ত পান! (বুকে ছুরি বসাইয়া দিলেন)

আবু—ও—হো—হো!

(সীতারামের পায়ের তলায় পড়িয়া গেলেন)

(লক্ষ্মী রাজা সীতারামের হাতে জাতীয় পতাকা দিলে সেই পতাকা উত্তোলন করিতে করিতে সীতারাম কহিলেন।)

সীতা—মৃত্যুর পূর্ব্বে দেখে যাও মোগল, বাঙ্গালীর যে গৌরব তুমি ভূষণায় এসে কেড়ে নিয়েছিলে, বাঙ্গালী আবার সে লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে এনেছে। ভূষণার প্রতি সৌধ চূড়ায় বাংলার যে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে, আজ সেই উত্তোলিত পতাকাতলে বাংলার জাতীয় জীবন স্বাধীনতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক!

[জাতীয় পতাকার উপর Spot light পড়িল। মনে হইল যেন বাংলার স্বাধীন ভবিষ্যৎ ঝলমল করিতেছে। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রধ্বনীর সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নামিয়া আসিল।]

তৃতীয়-অঙ্ক

প্রথম-দৃশ্য।

মন্দির সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান ও প্রাসাদ কুঞ্জ। অনতিদূরে প্রসাদতোরণ। আকাশে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা সোফিয়ার ছদ্মবেশে এক গোলাপকুঞ্জের মধ্যে অর্দ্ধশায়িতাভাবে গাহিতেছে :—

সোফিয়া—ঘুম আসে আর ঘুম ভেঙ্গে যায়,
কাহারও লাগিয়া বসে থাকি উভরায়।
উতল হিয়ায়......
শুনি ডাক কার শিরায় শিরায়!
চেয়ে চেয়ে আঁখি, ওরে মন পাখী
না দেখিয়া কারে, অভিমান ভরে
ঢুলু ঢুলু ঢলি পড়িতে বা চায়॥

[গানের শেষে দেহ এলাইয়া দিলো ঘাসের উপর। ধীরে ধীরে ঘুম আসিয়া তাহার মদির পরশ চোখে মাখাইয়া দিয়া গেল। ছদ্মবেশী মুর্শিদকুলিখাঁর মূর্ত্তি প্রাসাদ কুঞ্জের গবাক্ষে ভাসিয়া উঠিতেই মঞ্চে গভীর অন্ধকার নামিয়া আসিল। পাদ প্রদীপের মৃত্ত আলোকে রঙ্গমঞ্চ যখন আবার দৃষ্টিগোচর হইল তখন শেষ রাত্রি। তখনও সোফিয়া নিদ্রিতা। অন্ধকারের ভিতরে দেখা গেল মন্দির হইতে কাহারা যেন চুপি চুপি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কণ্ঠস্বরে মনে হইল তাহাবা লক্ষ্মী ও আরতি।]

লক্ষ্মী—ঐ ত প্রাসাদ তোরণ দেখা যাচ্ছে। নিরাপদে তোরণ পেরিয়ে গেলেই স্বাধীন বাংলার গুপ্তচর তোমাকে মহম্মদপুর নিয়ে যাবে।

আরতি—কিন্তু কেন এখন মহম্মদপুর যাবো সে কথা ত' তুমি বললে না? আমায় কি এখানকার কাজে অযোগ্যা মনে করেছ?

লক্ষ্মী—না, না, তোমার চেয়ে যোগ্যতর আর কেউ নেই বলেই মামুদপুর তোমাকে যেতে হবে। সেখানে কিশোরীদের সংগঠিত করে তুলতে হবে তোমাকেই। এখানকার কাজের জন্য সন্ধ্যাকে নিযুক্ত করেছি। প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বে সে কারও চেয়ে ছোট নয়।

[Spot Light সোফিয়ার মুখের উপর পড়িলে দেখা গেল তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।]

সোফিয়া—(সবিস্ময়ে) লক্ষ্মী নয়!

আরতি—তুমি কি আমায় নিয়ে যেতেই মুর্শিদাবাদ এসেছ?

লক্ষ্মী—নিয়ে যেতে নয়, পাঠিয়ে দিতে। আমি ত' এখন যেতে পারব না আরতি! আবুতোরাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আমি এসেছি। (সোফিয়া কান পাতিয়া রহিল)

আরতি—আমিও তোমার কাজ শেষ হ'লে তোমার সঙ্গেই যাবো।

লক্ষ্মী—না, না, তা হয় না। হয়ত আবার কোন্ বিপদ এসে তোমায় নিয়ে যেতে বাধা দেবে। অবিলম্বে তোমায় মামুদপুর পাঠাতে না পারলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। তোমায় এতো দূরে রেখে আমি যে কোন কাজেই উৎসাহ পাই না আরতি। আজও কি বুঝিয়ে বলতে হবে তুমিই আমার কর্ম্মের অনুপ্রেরণা, আনন্দের উৎস?

আরতি—তোমায় দূরে রেখে আমিও যে অসম্পূর্ণ লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী—তবে? আর কেন? এসো, তুমি নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে দেবতার ধূপ, দীপ নৈবেদ্য আর আমি সেই মূক বধির দেবতাকে জাগ্রত করতে নিজের রক্ত ঢেলে করব তার পূজা!

[উভয়েই কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া গেল। সোফিয়া যখন তাহাদের কথা শুনিতেছিল মনে হইতেছিল যেন সে সব কিছু হারাইয়া ফেলিতেছে। বুক ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস নামিয়া অসিল। করুণ এক যন্ত্রধ্বনী কোথা হইতে যেন ভাসিয় আসিতেছিল।]

সোফিয়া—স্ফটিক দিয়ে গেঁথে তুলতে চাইলাম মহম্মদপুরের ভিত্তিসৌধ, কিন্তু এ যে আমারই পায়ের আঘাতে চুর্ণ হয়ে যায়! তাজা নীলপদ্ম দিয়ে মায়ের অর্চ্চনা করব ভেবেছিলাম কিন্তু সে নীলপদ্ম আমার অলক্ষ্যে মৃত্যুর নীলিমায় ম্লান হয়ে গেল! রঙীন আশায় মেতে সন্ধ্যা সোফিয়া হয়ে গেল কিন্তু সোফিয়া বুঝি চোখের আলো হারিয়ে সন্ধ্যা হবার পথ ভুলে যায়!

[উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল। গোলাপের আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে]

বিশ্বাসঘাতক! এই তোমার দেশের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে

দেওয়া। আমার যা প্রাপ্য তা তুমি অকাতরে অন্যকে দিলে বিলিয়ে প্রতারক !

[অন্ধকারের ভেতর হইতে একটা গুলির শব্দ হইল, সন্ধ্যা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল ছদ্মবেশী নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ—হাতে তাঁহার পিস্তল।— যে দিকে লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছে সে দিকে গুলী ছুড়িবার জন্য লক্ষ্য স্থির করিতেছেন।]

সন্ধ্যা—নবাব সাহেব !

মুর্শিদ—প্রতারণার শাস্তি বাঈজী !

সন্ধ্যা—ও ভাবে নয় নবাব সাহেব, ও ভাবে নয় ! প্রতারণার ঋণ আজ প্রতারণা দিয়ে শোধ দেবো···শুধু আপনার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আমার প্রয়োজন !

মুর্শিদ—আমার জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তর দিলে পত্র তুমি পাবে বাঈজী। এসো··· (উভয়ের প্রস্থান)

[প্রত্যুষের কাক-জ্যোৎস্নায় যেন রঙ্গমঞ্চ ম্লান হইয়া গেল। সে ম্লানিমা কাটিয়া গেল দিবাকরের আবির্ভাবে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে দেখা গেল চিন্তিত মুর্শিদকুলি খাঁ একখানি পত্র হস্তে পায়চারী করিতেছেন।]

মুর্শিদ—জাল সনদ ! লক্ষ্মীরায় এসেছে জাল সনদ নিয়ে ! আবু তোরাবের হত্যাপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পেতেই তুমি ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠেছ। পারলে না সীতারাম, পারলে না তুমি ! তুমি অপদার্থ। তা না হ'লে তোমার চক্ষুকে ফাঁকী দিয়ে তোমারই পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার তোমারই গোপন সংবাদ পাঠিয়ে দিলে আমায় ! (পায়চারী) কি সংবাদ ! (গুপ্তচরের প্রবেশ)

গুপ্তচর- আরতি দেবী মহম্মদপুরের পথ ধরে চলেছেন আর বাঈজী সোফিয়া তাকে অনুসরণ করছে।

মুর্শিদ—হাঁ ! (মাথা নাড়িলেন)

গুপ্তচর—আমরা কি আরতি দেবীকে পথে আটক করব ?

মুর্শিদ—উঁ ?···না, তুমি যাও ! শোন, বরং তুমি এক কাজ কর। আরতি যাতে মহম্মদপুর রাজবাড়ীতে নিরাপদে পৌঁছতে পারে সে জন্য তুমি তার অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে যাও ! (গুপ্তচর প্রস্থানোদ্যত) হাঁ, শোন, একথা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ না করে।

(কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।)

এ যুদ্ধে আরতিকে লোকসান দিতে হলেও, নূতন বাঈজীর সাহচর্য্যে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেছি তাতে মহম্মদপুর লাভ আমার হবেই। (দস্যু সর্দ্দার করিমখাঁর প্রবেশ)

এইমাত্র সংবাদ পেলাম করিম খাঁ, আবুতোরাব সীতারামের হাতে নিহত হয়েছে।

করিম—আমি ত' আপনাকে বোলেছিলুম নবাব সাহেব, সীতারাম পালিয়ে যাবার লোক নয়। আর মোগলের পরাজয়ই ত' আপনি চেয়েছিলেন···ঠিকই হয়েছে সাহেব।

মুর্শিদ—হাঁ ঠিকই হয়েছে—কিন্তু সীতারামকে আর যদি প্রশ্রয় দাও তবে বেঠিক হবে করিম খাঁ। তুমি আজই মহম্মদপুর রওনা হয়ে যাও। তুমি যখন রয়েছ -তখন মহম্মদপুরে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে তোলা কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। হিন্দু দেখলেই হত্যা করবে আর হিন্দু সেজে কিছু মুসলমানকেও হত্যা করবে। দস্যুদের বুঝিয়ে দিও, পেছনে তাদের আছে বাংলার নবাব। কাফের ধ্বংস করে বাংলাকে পবিত্র ইসলামক্ষেত্রে পরিণত করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য। এর জন্য যত অর্থ লাগে, যত অস্ত্রের প্রয়োজন হয়—বাংলার নবাব তা যোগাতে দ্বিধা করবে না। সীতারামের রাজ্যে যদি আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পার করিম খাঁ,—তা হ'লে মনে রেখো বাংলা পাঠানের।

করিম—আপনার মর্জ্জিমাফিক কাজই হোবে হুজুর নবাব সাহেব।

মুর্শিদ—এই কাজের জন্য কিছু অর্থ তুমি নিয়ে যাও কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে। (সইকরিয়া দিলেন। সেলাম করিয়া প্রস্থান ও সহসা বিস্মিত হইয়া) কাজী সাহেব! এই অসময়ে, এখানে! (অগ্রসর হইয়া) আসুন কাজী সাহেব, আসুন।

(কাজী সাহেবের প্রবেশ ও পরস্পর অভিবাদন)

তারপর এই অসময়ে?

কাজী—অসময় ত' নয় নবাব সাহেব। আমি প্রতিদিনই প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে থাকি। রোজই এ সময়ে আমাকে এখানে দেখতে পাবেন।

মুর্শিদ—ওঃ! তাহলে প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছেন!

কাজী—জী'নবাব সাহেব! যাক দেখাহ'ল ভালই। আপনাকে

জানিয়ে রাখছি, আজ একবার আদালতে আপনাকে হাজির হ'তে হবে। প্রাসাদে যেয়েই হয়ত শমন পাবেন।

মুর্শিদ—কেন বলুন ত' ?

কাজী—কাল এমন একটা সত্বের মামলা দায়ের হয়েছে যার জন্য আপনার পরামর্শের বিশেষ প্রয়োজন আছে নবাব সাহেব। আচ্ছা, সম্রাট ঔরংজেব রাজা সীতারামকেই কি ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করেছেন ?

মুর্শিদ—এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন কাজী সাহেব ? তাই যদি তিনি করতেন তবে আবার আবুতোরাবকে কেন ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করে পাঠাবেন ?

কাজী—সে কথা সত্য। পরস্পর বিরোধী কতকগুলি ঘটনায় অবস্থাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না নবাব সাহেব। ফৌজদার আবুতোরাবের সনন্দ পত্র আছে ত ?

মুর্শিদ—নিশ্চয় ছিল। কিন্তু আজ সে লম্পট সীতারামের হাতে নিহত। তার দলিলপত্র সবইতো এখন সীতারামের দখলে।

কাজী—আমার কিন্তু মনে হয় নবাব সাহেব, আবুতোরাবকে সম্রাট কেবল বিদ্রোহ দমন করিতেই পাঠিয়েছিলেন আর ফৌজদারীর সনদ দিয়াছিলেন রাজা সীতারামকে।

মুর্শিদ কিন্তু সীতারামকে যে সনদ দিয়াছেন তার প্রমাণ কি ?

কাজী প্রমাণ—সীতারাম সেই সনদ দাখিল করে নিজের স্বত্বাধিকার প্রমাণের আশায় আমাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছেন।

মুর্শিদ মিথ্যা ! জাল ! জোচ্চুরী ! কে এসেছে এই সনন্দ পত্র নিয়ে ?

কাজী -সীতারামের ভাই লক্ষ্মীনারায়। সাধারণ বিশ্রাম গৃহেই সে অপেক্ষা করছে।

মুর্শিদ—লক্ষ্মীনারায়, লক্ষ্মীনারায় ! (উত্তেজিতভাবে পদচারণা) এই, কোন হ্যায় ! (অনুচরের প্রবেশ) কাজী সাহেবকো দপ্তরকা পাশ যো বিশ্রাম ঘর হ্যায়, হুয়াছে লক্ষ্মীরায়কো উসকো সব দলিল পত্র সাথ নজর বন্দা করকে জলদি লে আও !

(অনুচর কুর্নিশ করিয়া চলিয়া গেল)

আপনি এ অভিযোগ বিশ্বাস করবেন না কাজী সাহেব। আবুতোরাব লুকিয়ে আসে নি। দিল্লীর দরবার তাকে দশহাজার মোগল সৈন্যের সেনাপতি করে প্রেরণ করেছিল। সনদ মুর্শিদাবাদ দরবারে দাখিল করা একটা নিয়ম—সে কথা ভুলে যাবেন না।

কাজী—ভুলি নি আমি কিছুই নবাব সাহেব। কিন্তু আমি বিচারক।—দলিল পত্রের সাথে উপযুক্ত প্রমান না পেলে সময় সময় আমাদের বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করতে হয়। আর আজ আমার সীতারামকে নির্দোষ বলেই মনে হচ্ছে। সম্রাট হয়ত তাকে স্নেহ করেন। তাই যদি না হবে এমন বিরুদ্ধ ঘটনা স্রোতেও সম্রাট তাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করলেন কেন?

মুর্শিদ—করলেন মোগলের মুর্খতায়। ধূর্ত্ত শৃগাল আজ আমাদের এমনি করেই পরাজিত করতে চলেছে।

কাজী—প্রমাণ পত্র ছাড়া কেবল মুখের কথায় ত' কিছু হবে না নবাব সাহেব।

মুর্শিদ মুখের কথায় কিছু হবে না! আমি বাংলা, বিহার উড়িষ্যার একচ্ছত্র নবাব, আমার মুখের কথায় কিছু হবে না!

কাজী—কি ভাবে হবে খাঁ সাহেব! আপনার বিরুদ্ধে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট আলমগীরের আদেশপত্র—সে কথা ভুলে যাবেন না।

মুর্শিদ—আপনি বুঝতে পারছেন না কাজী সাহেব, এ জাল, সম্পূর্ণ জোচ্চুরী—সীতারামের শয়তানী! তার প্রমাণ এই······

(পত্র দিলেন)

কাজী—(পত্র পড়িয়া) বেশত, এই ত' আপনার প্রমাণ পত্র। এখন দিল্লীতে সম্রাট দপ্তরে খোঁজ নেওয়া হোক্ কাকে সনন্দ পত্র দেওয়া হয়েছে। তোরাবখাঁর সনন্দ পত্রই যে জাল নয় তা কি ভাবে বুঝবো! অভিযোগ করেছে, 'আমি বিচারক অন্যায় বিচার ত' করতে পারি না। (অনুচরের সঙ্গে লক্ষ্মীরায় আসিয়া উভয়কে কুর্নিশ করিল)

মুর্শিদ—(তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে) তুমিই সীতারামের ভাই লক্ষ্মীরায়!

লক্ষ্মী—কেন নবাব সাহেব, আমায় কি চিনতে পারছেন না! আপনার সঙ্গে আমার একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

মুর্শিদ—জগতের একটা তুচ্ছ জীবকে বাংলার নবাবের মনে রাখার অবসর নেই যুবক! তারপর তুমি নাকি ফৌজদার আবুতোরাবের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ নিয়ে এসেছ? কোথায় তোমার সনন্দ পত্র?

লক্ষ্মী—জগতের সকলকেই যে সনন্দ পত্র দেখাতে হবে তারও কোন বিধান নেই নবাব সাহেব!

মুর্শিদ—লক্ষ্মীরায়! তুমি ভুলে গিয়েছ যে তোমার সম্মুখে বাংলার নবাব, আর তার একটি মাত্র ইঙ্গিতে তোমার ঐ সুন্দর দেহ শৃগাল কুকুরের ভোগ্য হতে পারে। কোথায় তোমার সনন্দ পত্র?

কাজী—সনন্দ পত্রে কোন ক্রুটী নেই নবাব সাহেব। সনদই যদি আপনার সমস্ত সন্দেহের কারণ হয়ে থাকে তা হলে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি…

(লক্ষ্মীরায়ের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া নবাবকে দেখাইলেন।)

মুর্শিদ—(তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে, স্বগত) সীতারাম ভেবেছ তোমার জালে আমি ধরা পড়ব! (অস্ফুটস্বরে) তুমি মূর্খ, তুমি মূর্খ!

কাজী—নবাব সাহেব?

মুর্শিদ—মিথ্যা! জোচ্চুরী! জাল এ সনন্দ পত্র।

কাজী—বেশ তো! মোকর্দ্দমা হোক্! আপনি প্রমাণ করুণ—যে সনন্দ পত্র জাল!

মুর্শিদ—আমি এই মুহূর্ত্তে প্রমাণ করছি এ জাল! আমি জানি এ জাল! (ছিড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে) এ যে জাল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই! (ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন)

লক্ষ্মী—আমি জানতাম যে মুর্শিদকুলি খাঁ নীচ, শঠ! (টুকরাগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে) সেই জন্যই ওর কাছে আমি সনন্দ পত্র দাখিল করতে চাই নি কাজী সাহেব!

মুর্শিদ—স্পর্দ্ধিত কুক্কুর! তোমার অনেক ধৃষ্টতা সহ্য করেছি আর নয়! এই কোন হ্যায়! (প্রহরীর প্রবেশ) এই কাফেরকে বন্দী কর, এই মুহূর্ত্তে!

লক্ষ্মী—খবরদার! (পিস্তল ধরিয়াছে) লক্ষ্মীরায় তার মুক্তির পথ নিজের হাতেই রচনা করতে জানে নবাব সাহেব!

মুর্শিদ—লক্ষ্মীরায় !

লক্ষ্মী—পিছু ডাকবেন না নবাব সাহেব ! শুধু মনে রাখবেন, লক্ষ্মীরায় ইচ্ছা করলেই নিজের জীবন তুচ্ছ করে আপনার বুকে একটা গুলি আজ করতে পারত। কিন্তু আপাততঃ তার জীবনের মূল্য আপনার চেয়ে অনেক বেশী, তাই তার বন্দী হয়ে থাকবার অবসর নেই। সেলাম নবাব. সেলাম। (বাহির হইয়া গেল)

মুর্শিদ—এই, কোন হ্যায় ! কে আছিস ! (চীৎকার করিয়া উঠিতেই বক্সআলি খাঁ ও দয়ারাম ছুটিয়া আসিল) লক্ষ্মীরায় পালিয়ে গেল ! যে ভাবে পার তাকে বন্দী কর ! যাও, হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন যাও ? (উভয়ে বাহির হইয়া গেল) আমারই মুর্শিদাবাদে, আমারই চোখের উপর এক কাফের চোখ রাঙিয়ে চলে গেল কাজী সাহেব, অথচ কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারল না ! (দ্রুত পরিক্রমণ) না, না এ অসহ্য···অসহ্য ! কি সংবাদ ?

(দয়ারামের প্রবেশ)

দয়ারাম—দ্রুতগামী অশ্বারোহণে লক্ষ্মীরায় অদৃশ্য হয়ে গেছে ! বক্সআলি খাঁ দশ জন অশ্বারোহীকে সঙ্গে করে তার অনুসরণ করেছে !

মুর্শিদ—(বিরক্ত ও হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে) অনুসরণ করেছে ! পারলে না···পারলে না···পারলে না অপদার্থের দল। পারলে না তোমরা তাকে বন্দী করতে। কাফেরকে ধরতে পারে এমন কি একজনও নেই আমার সৈন্যবাহিনীর ভেতর ?

দয়ারাম—হুকুম করুণ নবাব সাহেব—আমি মহম্মদপুর থেকে তাকে ধরে এনে আপনার চরণে উপহার দেবো।

মুর্শিদ—দয়ারাম ! হাঁ তুমি - তোমাকেই আমি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য পরিচালনার ভার দিলাম ! অপূর্ব্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে যদি পার সীতারামকে ধ্বংশ করতে, মনে রেখো মহম্মদপুর তা হ'লে নাটোরের।

দয়ারাম—যথা আজ্ঞা।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান। দ্রুত দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গন। দয়াময়ী তলা। কুসুম ও কিশোরীগণ গানের সঙ্গে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা করিতেছিল। রাজা সীতারাম বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া কিশোরীগণের এই কুচকাওয়াজ সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

(গীত)

কিশোরীগণ— বাংলার মেয়ে বাঘিনী আমরা,
আমরা দেশের শকতি।
আশার স্বপনে জাগিয়া ঘুমালে
কভু না আসিবে মুকতি।
বাংলার নারী অযুত কিশোরী—
জেগে ওঠ নির্ভয়।
(মোদের) বিজয় তুর্য্য মিলিত বীর্য্য
ছিনিয়া আনিবে জয়।

কুসুম— পূরব হইতে ঐ আসে ধেয়ে—
দস্যু মগের দল।
সবল হস্তে ধর তরবারি—
দেখাও মনের বল।
বক্ষ মোদের অক্ষম নহে—
বাহু নহে দুর্ব্বল।
আত্মরক্ষায় সজাগ দেখিয়া
(দেখ) পালায় ফেরুর দল।

সকলে— বাংলার নারী অযুত কিশোরী—
জেগে ওঠ নির্ভয়!
(মোদের) বিজয় তুর্য্য মিলিত বীর্য্য—
ছিনিয়া আনিবে জয়!

আরতি— পশ্চিম হ'তে আসিছে ধাইয়া—
মোগল পাঠান যত।
দস্যুর সাথে দুষমন আসে—
পঙ্গপালের মত।
দুই জাতি মোরা প্রচার করিছে—
সুবিধাবাদীর দল।
হিন্দুর সাথে মুসলমানের—
বাধায় মনের খল।

আরতি
ও কুসুম— জাতির মন্ত্রে জাগ্রত মোরা—
হিন্দু মুসলমান।
বাংলার মাটী স্বরগ মোদের –
মিলিত হিন্দুস্থান।

সকলে— বাংলার নারী অযুত কিশোরী—
জেগে ওঠ নির্ভয়।
(মোদের) বিজয় তুর্য্য মিলিত বীর্য্য
ছিনিয়া আনিবে জয়।

আরতি—ভগ্নিগণ! মহারাজ চান না বাংলার স্বাধীনতা অর্জ্জনে বাংলার কিশোরীদের কোন সাহায্য। কিন্তু শক্তির জাত আমরা—অত সহজে পিছিয়ে যাবো না! মহারাজকে বাধ্য করবো আমরা আমাদের দাবী মানতে। এস ভগ্নীগণ! আমরা নিজেদেরই রক্তে আবেদন পত্রে সই করে মহারাজকে পাঠিয়ে দেই— আমাদের দৃঢ় সংকল্প।

[সকলের আঙ্গুল কাটিযা সেই রক্তে সই করিতে লাগিল। আকাশ বাতাস হইতে "বাংলার নারী অযুত কিশোরী, জেগে ওঠো নির্ভয়" সুরের রেশ যেন ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মনে হইল যেন সারা বিশ্ব রক্তে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সীতারাম এ দৃশ্য দেখিয়া আর আত্ম গোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অগ্রসর হইয়া কহিলেন]

সীতা—একি দেখলেম! এযে সত্যিই রক্ত দিয়ে বাংলা মায়ের তর্পন করতে চায় এরা!

আরতি—শুধু রক্তে নয় মহারাজ! বাংলার নারীর রক্তে—কিশোরীদের উত্তপ্ত শোনিতে আমরা ইতিহাসকে রক্তরঞ্জিত করে রাখতে চাই। এই দেখুন, লাল টক্‌টকে রক্ত—এখনও তাজা—এখনও ঝরছে!

কুসুম—আমরা দেখতে চাই বাবা, কি করে আপনি আমাদের আবেদন না-মঞ্জুর করেন।

(আবেদন পত্র দিল।)

সীতা—আমি এখনই তোমাদের আবেদন মঞ্জুর করছি মা। শক্তি নিজে যখন রক্ত রঞ্জিত হস্তে খড়গ তুলে নিয়েছে তখন আমি কি পারি তাকে বাধা দিতে? জাতির ভাগ্যে শক্তির এ জাগরণকে সানন্দে আমি প্রণাম করি।

(আবেদন পত্রখানা মাথায় রাখিলেন। ধীরে ধীরে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।)

দৃশ্যান্তর—

মন্দিরের অপরাংশ।

সন্ধ্যা ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী - মুর্শিদ কুলির চর! কোথায় সেই বিদ্রোহিণী?

সন্ধ্যা—তাকে তুমি চেন লক্ষ্মী? মুর্শিদাবাদ থেকে মহম্মদপুরে তাকে তুমিই পাঠিয়ে দিয়েছ!

লক্ষ্মী—কে? কাকে? কার কথা তুমি বলছ সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা—চেয়ে দেখ, ভাল করেই চিন্‌তে পারবে। (দেখাইল)

লক্ষ্মী—আরতি! আরতি গুপ্তচর! আরতি বিশ্বাসঘাতক! হাঃ হাঃ হাঃ!　　　　(সন্ধ্যার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল)

তুমি নিশ্চয় ভুল সংবাদ পেয়েছ সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা—না, ভুল সংবাদ নয়। সঠিক না জেনে মুর্শিদাবাদ থেকে ছুটে মহম্মদপুর আসি নি আমি।

লক্ষ্মী—কিন্তু আরতি,—আরতি যে—

সন্ধ্যা—মহম্মদপুরের স্বেচ্ছাসেবিকা, এই ত? কিন্তু লক্ষ্মী, নিজের হৃদয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি, কিসের দুর্ব্বলতায় আজ তুমি আরতির ষড়যন্ত্র ভেদে অক্ষম হয়েছ! কেন তুমি চোখ থাকতে ও অন্ধ?

লক্ষ্মী—সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা—না না লক্ষ্মী দুর্ব্বলতা তোমাকে জয় করতেই হবে! দেশের পূজায় হৃদয়ের কোন বৃত্তিকেই তুমি যদি সজীব কর, তবে ব্যথা আর আঘাতই হবে তোমার প্রাপ্য। [চোখে তার বিদ্রূপের আগুন] আজ আমি তোমাকে এমন প্রমাণ দেবো যাতে তুমি বুঝতে পারবে যে কালনাগিণীকে তুমি বন্ধু ভেবে বুকে তুলে নিয়েছ। আমি যা চোখে দেখেছি, এই পত্রেও সেই বিশ্বাসঘাতকতার কিছু সন্ধান পাবে তুমি।

[পত্র দিলে লক্ষ্মী সে পত্র গ্রহণ করিয়া পড়িতে লাগিল]

লক্ষ্মী—এ কি! এযে সত্যই মুর্শিদকুলির স্বাক্ষর!

[অনুসন্ধিৎসু চক্ষু পত্রের মধ্যে ডুবিয়া গেল]

সন্ধ্যা—(স্বগত) লক্ষ্মীরায়! আরতির রূপে ভুলে সন্ধ্যাকে প্রতারণা করেছ! আজ সন্ধ্যাও নিজের হাতে যে অবিশ্বাসের আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল, তাতে শুধু তোমার জীবন নয়, হয়ত মহম্মদপুরের ভবিষ্যৎও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[চলিয়া গেল।] পত্র পড়িতে পড়িতে লক্ষ্মীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইল। মাথা ঝুকিয়া পড়িল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল]

লক্ষ্মী—এ পত্র সত্য! সন্ধ্যা? [মাথা তুলিতেই দেখিল সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে] এত বড় প্রতারণা? এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না! আমি আমার হৃদয়কে অবিশ্বাস করতে পারি—কিন্তু আরতিকে—কিন্তু এযে সত্যই নবাবের স্বাক্ষরিত পত্র! (পত্র আবার পড়িতে লাগিল) "রাত্রির শেষের দিকে নির্দ্দেশ মত যদি পার মহম্মদপুরে আগুন জ্বালিয়ে তুলতে, তা হলে মনে রেখো মুর্শিদাবাদের প্রমোদ কুঞ্জের সর্ব্বাধিকার তোমাকেই দেবো আমি পূজারিণী! আশা করি লক্ষ্মী রায়ের নেশায় ভুলে তুমি আমার

বিশ্বাস হারাবে না।" [মাথার ভেতরে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মনে হইল একেবারেই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। টলিতে টলিতে যাইয়া একটি বৃক্ষ ধরিয়া দাঁড়াইল।] বিশ্বাস হারাবে না? এতখানি কৃতঘ্নতা! ...আমার হৃদ্‌পিণ্ডকে আমি দুহাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলব আজ! রাত্রির শেষাংশ। এখুনি যেয়ে আমি তাকে আবদ্ধ করব! তারপর অপেক্ষা করব গভীরতম রাত্রির সেই চরম মুহূর্তের জন্য! দেখি এই পত্রের আরতিই সত্য, কি আমার আরতি, আমার কল্পনায় গড়া সোনার বাংলার স্বেচ্ছাসেবিকাই সত্য!

[মর্ম্মভেদী যন্ত্রধ্বনীর সঙ্গে সঙ্গে সে যখন চলিয়া গেল, তখন সন্ধ্যার প্রতিহিংসাপরায়ণ মূর্ত্তির মুখে দেখা গেল ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

তৃতীয় দৃশ্য।

যশোর প্রান্তে বনের ভিতর শিবির।

রায় ঘুনন্দন, ও দয়াবাম পরামর্শ করিতেছিলেন।

দয়ারাম—রায় সাহেব, আপনি তা হ'লে উত্তর দিক থেকে আক্রমণ চালাতে আজই যাত্রা করুণ। (প্রহরীর প্রবেশ) কি সংবাদ?

প্রহরী—চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

দয়ারাম মনোহর রায়! সীতারামের দক্ষিণ হস্ত!... তাকে নিয়ে এস। সসস্ত্র প্রহরী যেন আদেশের অপেক্ষায় থাকে।

প্রহরী—যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রঘু—রাজা মনোহর রায়! তার কি প্রয়োজন?

(মনোহর রায়ের প্রবেশ।

মনোহর—প্রয়োজন না থাক্‌লে কি কেউ সাক্ষাতের জন্য ছুটে আসে রায় সাহেব?

দয়ারাম—আপনিই রাজা মনোহর রায়?

মনোহর—আপনি যথার্থ অনুমান করেছেন।

দয়ারাম—যিনি বিদ্রোহী সীতারামের দলে যোগ দিয়ে তাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করছেন,...যিনি বাংলার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্কল্প নিয়ে নিজের অর্থ ও সম্পত্তি সাধারণ অসভ্যদের বিলিয়ে দিয়েছেন, সেই বিদ্রোহী ধূমকেতু আপনি ?

মনোহর—আপনি সত্য ঘটনা জানেন না, তাই আমার উপর দোষারোপ করছেন। জীবনে আমার সে এক নিদারুণ দুর্দ্দিন গেছে। আমার হৃৎপিণ্ড সীতারাম চূর্ণ করেছে! সারাজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে দুটী কানাকড়ি জমিয়ে ছিলাম, সে সব সীতারাম ডাকাতি করে নিয়ে গেল! জমি জমা মহম্মদপুর সরকারে গ্রহণ করল! শস্য প্রজাসাধারণের ভেতর বিলিয়ে দিয়ে আমায় বলল—এতেই সম্মত হও, নইলে তোমায় খুন করব। প্রাণের মায়া বড় মায়া—তাই সম্মত হ'লাম। কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি পলে অনুপলে অর্থের সে কি নিদারুণ জ্বালা আমি অনুভব করছি! আমি একটা ক্ষেপা কুকুর হয়ে গেলাম। বুকের ভেতর আমার মনে হত......সব চুরমার হয়ে গেছে। শেষে রায় রঘুনন্দন! আমি একদিন সীতারামের মৃত্যুবাণের সন্ধান পেলাম! আর সঙ্গে সঙ্গেই অমাবস্যার রাতেও আমি আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পেলাম।

রঘু—কি সে আলো ?

দয়ারাম—কোথায় সে মৃত্যুবাণ ?

মনোহর—মৃত্যুবাণ—অবরোধ। লৌহ ও রসদের যে অভাব আমি দেখে এসেছি, মহম্মদপুর অবরোধ করলে সে অভাব সীতারামের পক্ষে পুরণ করা সম্ভব হবে না,—আর তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দয়ারাম—রায় সাহেব, আমাদের সৌভাগ্য সূর্য্য প্রভাতের অপেক্ষায়। সীতারামের মৃত্যুবাণ অবরোধ। আপনি আর কালবিলম্ব না করে উত্তরে গড়াইএর মুখ অবরোধ করতে যাত্রা করুন! পদ্মায় পাঁচ হাজার লাঠিয়াল ও সহস্র ছিপ আপনার অপেক্ষায় থাক্‌বে!

রঘু—হাঁ, তাই যাচ্ছি দয়ারাম। রাজা মনোহর রায়, তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ বলে আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি!

মনোহর -রায় সাহেব! বলতে পারেন রাবণের মৃত্যুবাণের সন্ধান কে দিয়েছিল? বিভীষণ—বিভীষণ দিয়েছিল। কে এনেছিল? হনুমান হাঃ হাঃ হাঃ—! আমরা আজ মৃত্যুবাণের সন্ধান পেয়েছি!

রঘু—কোথায় মৃত্যুবাণ মনোহর রায়?

মনোহর আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমি পাচ্ছি। সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগে ধ্বক্ ধ্বক্ করে আগুন জ্বলছে! পরিপূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে ব্রহ্মার সাথে মহাকাল সেখানে বসে আছেন। এ যুগের রাবণ সীতারামকে আমরা বধ করবই।

দয়ারাম নিশ্চয় বধ করব! কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে মনোহর রায়!

মনোহর -আদেশ করুন।

রঘু—আমি তাহ'লে আসি দয়ারাম?

দয়ারাম—হাঁ, অবিলম্বে আপনি যাত্রা করুণ।

(রঘুনন্দনের প্রস্থান)

আপনি কি আমায় এমন কোন গুপ্ত কৌশলের কথা জানাতে পারেন, যার সাহায্যে আমি দুর্দ্ধর্ষ মেনাহাতিকে বন্দী করতে পারি?

মনোহর—বন্দী? অসম্ভব। তপস্যায় তিনি দৈবশক্তি অর্জ্জন করছেন। কার ও সাধ্য নেই তাকে বন্দী করে।

দয়ারাম—মহম্মদপুর দুর্গের চারিদিকে মধুমতীর স্রোত প্রবাহিত হয় শুনেছি, সে কথা সত্য কি?

মনোহর—সম্পূর্ণ সত্য সেনাপতি। তাছাড়া সুরক্ষিত মহম্মদপুর রাজ্যে প্রবেশ বড় কঠিন।

দয়ারাম—চারিদিকই কি সুরক্ষিত? কোন পথেই কি আপনি আমার সৈন্যের একটি দলকে দুর্গদ্বারে পৌঁছে দিতে পারেন না?

মনোহর—পৌঁছে আমি দিতে পারি। ফুরসীর বিলের জলকর আমারই হাতে পরিচালিত হয়...সে পথে কেউ আমাকে বাধা দেবেনা। রাজ্যে প্রবেশ করে সীতারামের বারুদাগার যদি উড়িয়ে দিতে পারেন সেনাপতি তা'হলেই মহম্মদপুর জয় হবে সুনিশ্চিত।

দয়ারাম—সাবাস রাজা মনোহর রায়। আপনি তা হ'লে সে জন্যই প্রস্তুত থাকবেন। কে আছিস? (প্রহরীর প্রবেশ) এর বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। (মনোহর ও প্রহরীর প্রস্থান) নবগঙ্গার মুখে আমার একদল সৈন্যরেখে অন্যদল নিয়ে আমাকে নির্দ্দিষ্ট পথে নগরের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। মেনাহাতিকে হত্যা বা বন্দী করে বারুদাগার উড়িয়ে দেওয়াই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য! তারপর সীতারামের পশ্চিমদিকের বাহিনীকে অগ্রপশ্চাৎ আমরাই আক্রমণ করব! কে আছিস? (প্রহরী প্রবেশ করিলে তাহাকে ডাকিয়া কহিল) মনোহর রায়ের অলক্ষ্যে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবি, যেন সে আমাদের দৃষ্টির বাইরে যেতে না পারে।

(প্রহরীর প্রস্থান)

দৈবশক্তি! মানুষের মূর্খতাই মানুষকে সুযোগ দেয়!

(করিম খাঁর প্রবেশ)

খাঁ সাহেব তোমার সব প্রস্তুত?

করিম—জী সেনাপতি। সোবই প্রস্তুত আছে। লেকেন মহম্মদপুর রাজ্যে ক্যায়সে প্রবেশ কোরবে এত' মালুম হোতা নেই হুজুর! কোড়া পাহারা—

দয়ারাম—রাজ্যে প্রবেশের ব্যবস্থা আমি করব। তোমার গুণ্ডাদল কোথায়?

(করিম খাঁ তুরি দিলে তিনজন ভীষণ আকৃতি দস্যু প্রবেশ করিল)

করিম—এই আছে সাহেব। নির্ব্বিচারে হত্যা করতে এদের মত কেউ পারবে না হুজুর। এদের গুপ্তচিহ্ন এই কালোফিতা আছে।

দয়ারাম—এদের সংখ্যা কত?

করিম—পাঁচসো আছে হুজুর। হুকুম করলে আরও আসবে।

দয়ারাম—না, পাঁচশই যথেষ্ট। ছাউনি তুলতে আদেশ দাও। আজই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমাদের মহম্মদপুর উপকণ্ঠে পৌঁছুতে হবে।

(দৃশ্যান্তর হইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য।

মহম্মদপুর

মুসলমান পাড়া।

উঠানে চেয়ার বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে।

নায়ক মোসলেম খাঁ, জাফর খাঁ, বক্তার খাঁ ও অন্যান্য মুসলমানগণ।

বক্তার—আমার ত কিছুই মালুম হোচ্ছে না ভাইসাব। এ চিঠি সে কুছ মালুম হোতাই নেই।

মোসলেম—নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কাসেদ পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে! কি তার উদ্দেশ্য এ চিঠি পড়ে তা বুঝতে পারা যায় না।

জাফর—কাসেদের মুখেই সব জানতে পারবেন।

বক্তার—জানতে তো পারবো। লেকেন নবাব সাহেবের এৎনাদিন বাদ্ মহম্মদপুরের মোছলমানদের উপর দরদ ত' দাদা ভাল মনে হোচ্ছে না।

জাফর—ঘাবড়াও মাৎ খাঁ সাহেব। ভয়ের কি আছে। আমাদের জাত ভাইত' নবাব, আর কাসেদও এসেছে পাঠান সর্দ্দার করিম খাঁ।

বক্তার—সেই জন্যেই তো ডর করি ভাই সব। কি ষড়যন্ত্র আছে কে জানে?

জাফর—হিন্দুরাজার রাজ্যে মুসলমানের সুখশান্তি সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়ার উদ্দেশ্যেও ত' দূত পাঠাতে পারেন।

বক্তার—জা তা পারেন। কিন্তু হামারা এখানে নবাব সাহেবের রাজ্যের চেয়ে সুখে আছি বলেই ত' হামার বিশ্বাস।

মোসলেম—এ বিষয়ে কারোও অমত করবার কিছু নেই। আমরা বাঙ্গালী। বাংলার শিল্প সম্পদ ও ফসল নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু মুসলমানের ভেতরে যিনি বিলিয়ে দিয়ে—আমাদের নতুন সুখের সন্ধান দিয়েছেন—তিনি আমাদের মহারাজ, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

জাফর—অভিযোগ না থাকলে ও এত' আপনি অস্বীকার করতে পারেন না যে আপনি হিন্দুরাজ্যে বাস করছেন। হিন্দুর খেয়ালের

উপর নির্ভর করেই আপনাকে চলতে হচ্ছে। বিধর্ম্মীর রাজ্যে ইসলামের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কোথায়? সংখ্যালঘিষ্ট আমরা।

(দস্যু সর্দ্দার করিম খাঁর প্রবেশ। সকলে পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া বসিল।)

করিম—আপনি ঠিকই বলেছেন জাফর খাঁ! হিন্দুরাজ্যে ইসলামের আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই।

বক্তার—এ কথা আমি স্বীকার করে না সর্দ্দার!

করিম—না, তুমি ত' স্বীকার করবেই না বক্তার খাঁ! তুমি যে আজ নয়া নবার সন্ধান পেয়েছ। দিন রাত তাই হিন্দু কাফেরের পা চাটছ আর তারই পদসেবা করতে সমস্ত মোছলমানদের পরামর্শ দিচ্ছ। তুমি ভুলে যাচ্ছ—একদিন এই করিম খাই তোমাকে দিয়েছিল বাঁচবার মন্ত্র। তুমি এমনি অকৃতজ্ঞ যে আজ সে কথা ভুলতে বসেছ।

মোসলেম—দস্যুসর্দ্দার করিম খাঁ—পাঠান বক্তার খাঁর গুরু, তার আশ্রয় দাতা, তাই তার স্বাধীন মত প্রকাশকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না। কিন্তু আমি মোসলেম খাঁ সমস্ত মহম্মদপুরের মোছলমানের প্রতিনিধি—আমি বলছি হিন্দুরাজ' সীতারামের রাজ্যে আমরা এত সুখে আছি ইসলাম ধর্ম্ম এত নির্ব্বিবাদে এবং শান্তিতে এখানে উদ্‌যাপিত হচ্ছে যে করিম খাঁ বা তার নবাব সাহেব সে কথা ধারণা করতেও পারেনা। তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনসাধারণের সম্পদের উপর কি করে বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য, হিন্দুমুসলমানের সম্পদ বাংলা থেকে লুটে নিয়ে দিল্লীর বিলাস ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করবেন সেই দিকেই তাদের সজাগ দৃষ্টি। হিন্দুর মঙ্গল বা মুসলমানের মঙ্গল ভাববার অবসর কোথায় তাদের?

করিম—আপনি নবাবের উপর অবিচার করছেন মোস্‌লেম খাঁ। তিনি তার সারাজীবন মুসলমানের মঙ্গল কামনা করেই এসেছেন! সারা বাংলায় মুসলমান ক্ষমতা প্রসারে তাই তার আগ্রহ। আপনি একবার ভাবুন খাঁ সাহেব! বাংলার প্রতিটী গ্রামে—প্রতিটী মস্‌জিদ্ থেকে সকাল সন্ধ্যায় ধ্বনিত হবে পবিত্র আজানের ধ্বনী।

মোসলেম—আপনি শুনে আশ্বস্ত হবেন সর্দ্দার, আপনার নবাবের রাজ্যে আজ যা কল্পনা,—আমাদের মহম্মদপুরে তা বাস্তব।

মহম্মদপুরে আজানের ধ্বনী শুনে হিন্দুরা কেঁপে ওঠেনা,—হিন্দুর পূজায় মুসলমানেরা এতটুকু আঘাত পায়না। আমাদের পবিত্র আজানের ধ্বনী আর হিন্দুর সুললিত স্তোত্র ধ্বনী এক সঙ্গেই আল্লার দরবারে পৌঁছায়।

করিম—দেখুন, নবাব আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের কাছে! অযাচিত অর্থসাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন তিনি আপনাদের। শুধু তার অনুরোধ মহম্মদপুরে হিন্দুরাজ্যের অবসান করতে আপনি তাকে সাহায্য করুণ মোসলেম খাঁ! আপাততঃ দশ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা আপনি রাখুন—(একটি থলি রাখিল) প্রয়োজন হলে আরও পাবেন। আজ রাতেই আমরা কাফের ধ্বংস করতে আরম্ভ করব। প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র, তরবারি ও বর্শা নবাব সাহেব সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছেন। সারা বাংলায় ইসলামের এই আধিপত্য বিস্তারে আপনি বাধা দেবেন না খাঁ সাহেব।

(মোসলেমের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিল)

মোসলেম—বহুৎ আচ্ছা! আপনার মতলব শুনে চমৎকৃত হলাম। একটা কথার জবাব দেবেন সর্দ্দার?

করিম—নিশ্চয় দেবো। কেন দেবো না?

মোসলেম—আপনার নবাব কি বাঙ্গালী?

করিম—না, পাঠান।

মোসলেম—বাংলার দুঃখ দূর তাই তিনি করতে পারবেন না—পারবেন তাদের দুঃখ বাড়িয়ে দিতে। ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব প্রতিবেশী ভাইএর বুকে ছুরি বসালে বাড়বে না—বাড়বে সাম্প্রদায়িকতার আগুন। যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন আপনারা জ্বালবার প্রস্তাব করছেন আমি ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি। আর পদাঘাত করছি আমি আপনার-স্বর্ণমুদ্রায়। আপনি কাসেদ আপনাকে আশ্বাস দিয়ে এনেছি—তাই আপনি মুক্তি পেলেন। রাজা সাতারামের রাজ্যে শুধু একই বর্ণের জাত বাস করে—সে জাতীয়তাবাদী হিন্দুমুসলমান। সেখানে অন্যবর্ণের লোক এলে মুক্তি পায় না।

করিম—বটে! এতদূর! আপনাকে আমি সতর্ক করছি মোসলেম খাঁ! (উঠিয়া পড়িল) আপনার এই মুসলমান বিদ্বেষ আর

কাফের তোষণ নীতি বাংলার নবাবের শ্যেন দৃষ্টি থেকে - এড়িয়ে যাবে না! মুসলমানের কলঙ্ক—জাতির দুষমণ আপনি!

বক্তার—খবরদার সর্দ্দার! অনধিকার চর্চ্চা মাৎ করিয়ে! মুসলমানের দুষমণ-মোসলেম খাঁ নয়,—দুষমণ আপনি আছেন। এ হ্যায় —বাংলার জাতীয়বাদী মুসলমান—খাঁটী সোণা!

মোসলেম —তর্ক করে লাভ নেই সর্দ্দার! আমার উপদেশ—আপনি অবিলম্বে মহম্মদপুর ত্যাগ করুণ। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আর কোন কথাবার্ত্তা আমরা চালাতে রাজী নই। এসো বক্তার খাঁ, এসো ভাই সব।

(সদল বলে মোসলেম খাঁর প্রস্থান)

করিম— মহা মুস্কিল হ'ল জাফর খাঁ! এখন কি করি?

জাফর —আমাকে বিশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি?

করিম—কি করতে পারেন আপনি?

জাফর—আমি আপনাকে পাঁচশো লাঠিয়াল দেবো—আর আপনার পাঁচশো এই হাজার লাঠিয়াল নিয়ে আমরা যদি আজই রাত্রে হিন্দু কাফেরদের বাড়ী আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দি, নির্ব্বিবাদে কাফের-দের হত্যা করি, তাহলেই হিন্দুরা প্রতিশোধ নিতে প্রতি আক্রমণ করবে। তখন দেখবো কোথায় থাকে জাতীয়তাবাদ—আর কোথায় থাকে মোসলেম খাঁর আধিপত্য।

করিম—(জড়াইয়া ধরিয়া) সাবাস! আমি রাজী জাফর খাঁ,—আমি রাজী—বিশ হাজার আসরাফিই আমি দেবো তোমায় দোস্ত! লেকেন আজ রাত্রেই আমাদের আক্রমণ করে আগুন জ্বালিয়ে তুলতে হবে। চলো আমরা প্রস্তুত হই।

জাফর—আমি কিন্তু আগেই চাই আসরাফি।

করিম—তাই দেবো—এসো।

(উভয়ের প্রস্থান)

———

পঞ্চম দৃশ্য

মহম্মদ পুর।

গভীর রাত্রি

জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে আরতি। বিনিদ্র রাত্রি যাপনের চিহ্ন তাহাব চোখে মুখে। করুণ সুরেব একটা রেশ তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল।

(গান)

নিবিয়ে দিয়েছ প্রদীপ আমার
মুক্ত আলোক রাশি।
গভীর আঁধারে দিয়েছ ঠেলিয়া
কাড়িয়া নিয়েছ হাসি।
আমারে কাঁদাতে মুখে হাসি তব
তোমারে পূজিতে আমি বেঁচে রব
অধরে ফোটাব হাসি।
শুধু প্রিয়, হৃদয়ে আমার বাজাও তোমার বাঁশী।।
তোমার পায়ে অর্ঘ্য আমার
সঞ্জীবিত হোক্
আমার পরে আঘাত তোমার
বজ্রসম রোক্।
দুখের রাশি মাথায় নিয়ে
ফুটবে আমার হাসি।
পায়ের তলায় মাথা রেখে
নাশবো ব্যথা রাশি।"

[লক্ষ্মী রায়ের প্রবেশ। তাহাব চেহাবা দেখিয়া তাহাকে চেনা যায় না। মনে হয় একরাত্রের চিন্তায় তাহার বয়স দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে—চক্ষু কোঠরাগত]

লক্ষ্মী—থামাও, থামাও তোমার ন্যাকামী! সুরের মায়াজালে জগতকে তুমি ভোলাতে পার আরতি, কিন্তু আমাকে পারবে না।

আরতি—লক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস কর লক্ষ্মী, ঐ পত্র সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। এর ভেতরে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র—

লক্ষ্মী—বিরাট ষড়যন্ত্র এর ভেতরে যে আছে—সে কথা আমাকে নতুন করে বুঝিয়ে দিতে হবেনা। মহম্মদপুরের গুপ্তচর এই গোপন পত্রের সাহায্যই আমাকে এ ষড়যন্ত্রের কিঞ্চিৎ সন্ধান দিয়েছে। কি দিয়ে তুমি প্রমাণ করবে এ মিথ্যা? (আরতি চুপ করিয়া রহিল) তোমাকে নিয়েই আমি স্বাধীন বাংলায় শান্তিব ঘর বাঁধবো আশা করেছিলাম্!

আরতি আমি বুঝতে পেরেছি আমি আজ অবিশ্বাসিনী—কিছুতেই আমি পারবো না তোমার বিশ্বাস অর্জ্জন করতে। এর চেয়ে আমার মৃত্যু ও ভাল—শাস্তি দাও লক্ষ্মী, শাস্তি দাও আমাকে।

লক্ষ্মা—শাস্তি! হাঁ শাস্তিই আমি তোমাকে দেবো! (পিস্তল বাহিব করিয়া) বিশ্বাসহন্তার শাস্তি মৃত্যু! একবারের জন্যও প্রাণ ভিক্ষা করবে না?

আরতি—প্রাণ! সে প্রাণ দিয়ে কি হবে লক্ষ্মী, যে তার চলার পথের পাথেয় হারিয়েছে!

লক্ষ্মী—(অসহায় ভাবে) এত বড় অপবাদ মাথায় নিয়ে ও বেঁচে রইলে—মরতে পারেলেনা! ঐ কলঙ্কিত মুখ দেখে মৃত্যুও বুঝি তোমায় ঘৃণায় স্পর্শ করবেনা!

[আরতি এ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পড়িয়া যাইতেছিল—দেওযাল ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। একটা করুণ অথচ মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রধ্বনী কোথা হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে সেই করুণিমা-আর্ত্তনাদে পরিবর্ত্তিত হইল। বাহির হইতে শত সহস্র লোকের যন্ত্রনাকাতব শেষ প্রার্থনা বাঁচার জন্য আকুল আর্ত্তনাদ সমস্ত মহম্মদপুরের আকাশ বাতাসকে ব্যথাতুর করিয়া তুলিল। লক্ষ্মী অগ্রসর যইয়া জানালার পরদা সরাইয়া দিতেই দেখা গেল শত সহস্র গৃহ প্রজ্জ্বলিত—সমস্ত মহম্মদপুর আগুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গ হইতে সতর্কতার প্রতীক বিরাট ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিতে লাগিল। ঘুমন্ত সহর আত্মরক্ষাব জন্য মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী দ্রুত চলিয়া যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া কহিল]

আগুন! তাহলে মহম্মদপুরের বুকে সত্যই আগুন জ্বলে উঠেছে! আরতি ঐ আগুনেই আজ তোমার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল!

(দ্রুত প্রস্থান)

আরতি—(নির্ব্বিবাদে এ অভিযোগ সহ্য করিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল।) সর্ব্বনাশ! একি! মহম্মদপুরের শান্তিকুঞ্জে কে জ্বালিয়ে দিলে— শ্মশান বহ্নি!

[একদিক হইতে "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনী শোনা যাইতে লাগিল—অপর পক্ষে প্রতিধ্বনীত হইল—"জয় সীতারাম"। পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য সহরের সমস্ত শৃঙ্খলা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে ধ্বংশ করিযা দিতে চাহে।]

পিশাচের দল! সাম্প্রদায়িকতার আগুণ বুঝি থিয়া তাথৈ নৃত্যে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠছে, কি করব—! আমি কি করব!

[সহসা মহম্মদপুর সৈন্যবাহিনীর বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। কঠোর হস্তে দুর্ব্বৃত্ত দমনে স্থির প্রতিজ্ঞ সৈন্যদলের কাযাকলাপ অনুভূত হইতে লাগিল। আরতি সহসা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল একদল দুর্ব্বৃত্ত অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বারুদ গৃহেব দিকে অগ্রসর হইতেছে।]

একি! কারা এ! কি এদের উদ্দেশ্য!

[সহস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিল—ইহাদের ভেতরে রহিয়াছে দয়ারাম।]

দয়ারাম! এখানে! তা হ'লে এ সবই শত্রুসৈন্য! সর্ব্বনাশ এরা ত এখুনি বারুদগৃহে আগুণ দেবে! কি করি! কুসুম! কুসুম!

(দ্রুত প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বারুদ গৃহের সম্মুখ। অদূরে সেতু।

তোপমঞ্চের উপর একটী তোপ সজ্জিত রহিয়াছে। জনৈক প্রহরী প্রহরারত। চারিদিকে ভীষণ কুয়াসা। প্রত্যুষ। দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কুয়াসায় আত্মগোপন করিয়া একদল দুর্ব্বৃত্ত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তোপমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রহরী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। দুর্ব্বৃত্তদের সঙ্গে রহিয়াছে—দয়ারাম, মনোহর রায় ও করিম খাঁ।

মনোহর—(চাপা গলায়) এই বারুদ ঘর! কোন ভাবে এটাকে যদি উড়িয়ে দিতে পারেন—

[দয়ারামের ইঙ্গিতে চুপ করিল, দেখা গেল দয়ারাম প্রহরীর দিকে বন্দুক তুলিয়া ধরিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে গুলিবিদ্ধ প্রহরী নিহত হইল। সহসা দেখা গেল রাজপথের একদিক হইতে কুসুম অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। দয়ারামের ইঙ্গিতে সকলে তোপমঞ্চের অন্তরালে আত্মগোপন করিল।]

কুসুম—এদিকে যেন গুলির শব্দ হল! একি প্রহরী নিহত!

[কুসুম অগ্রসর হইতেই করিম খাঁ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে না উঠিতেই তাহারা মুখে কাপড় চাপা দিয়া বাধিয়া ফেলিল।]

মনোহর—(সভয়ে) রাজা সীতারামের কন্যা কুসুম।

দয়ারাম—সীতারামের কন্যা! চমৎকার! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয় এখুনি আগুন দাও—আগুন দাও ঐ বারুদাগারে! (তাহারা মশাল প্রজ্জ্বলিত করিল) সীতারামের মেয়েকে নিয়ে দু'জন তোমরা অবিলম্বে যাত্রা কর!

(সৈন্য দু'জন হস্তপদবদ্ধা কুসুমকে লইয়া যখন সেতুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—তখন সহসা দেখা গেল ছুটীয়া আসিতেছে মহম্মদপুরের কিশোরীগণ—পুরোভাগে তাহাদের আরতি—হাতে তাহার উন্মুক্ত তরবারি।)

আরতি—কারসাধ্য মহম্মদপুরের কহিনূর অপহরণ করে পালিয়ে যাবে! কোথায় কুসুম? কুসুম কোথায়? মহম্মদপুরের মঙ্গল-প্রদীপ একটি ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে কে তুমি এসেছ দুঃসাহসী!

(তখন কুসুমকে লইয়া সেতুর প্রায় নিকটে গিয়াছে। আরতি ছুটীয়া গিয়া সেতু মুখ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল।)

দয়াময়—আরতি! তুমি!! বাধা দিওনা আরতি।

আরতি—দয়ারাম, লম্পট দস্যু! আমাকে লাঞ্ছিত করেও তোমার বাসনার নিবৃত্তি হ'ল না, তাই এসেছ আজ মহম্মদপুরের গৌরব মধুমতীর জলে ডুবিয়ে দিতে? আমি তা দেব না · ডোবাতে দেবো না দস্যু!

দয়ারাম—আরতি মনে রেখো তোমার আচরণের পরিণতি অত্যন্ত কঠোর। সৈন্যগণ, ঐ বিদ্রোহিনী নারীকে কৌশলে বন্দী কর!

আরতি—চোখ রাঙিয়ে আরতিকে বশীভূত করা যায় না দয়ারাম! আজ আমি দেখতে চাই আমায় হত্যা না করে কে কুসুমকে সেতুর ওপারে নিয়ে যায়!

[কিশোরীগণ সৈন্য দু'জনকে আক্রমণ করিয়া কুসুমকে মুক্ত করিতে লাগিল। কেহ আক্রমণ করিল মশালধারীদের।]

১ম সৈন্য—ওকে হত্যা করতে আদেশ দিন সেনাপতি!

দয়ারাম আমার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল! বারুদাগার ওড়ান আজ আর সম্ভব নয়! ওরে মূর্খের দল একটা নারীকে বন্দী করবার শক্তিও তোদের বাহুতে নেই?

[সৈন্যগণ উন্মুক্ত তরবারী হস্তে অগ্রসর হইতেই আরতি তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিল]

আরতি—ভাইসব! ঐ তরবারীর তীক্ষ্ণাগ্র আমার বুকে আমূল বিদ্ধ করে দেবার পূর্ব্বে আমার বুকের রক্তে লেখা দুটী কথা শুনবে নাকি? একবার ভেবে দেখেছ কি, আজ অন্ধের মত তোমরা কি কাজ করতে চলেছ? তোমরা আজ শুধু মহম্মদপুরের সর্ব্বনাশ করছ না, নিজেদের সর্ব্বনাশ করছ! হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকামী জাতীয়তাবাদী রাজা সীতারামের ধ্বংশের পথই কেবল উন্মুক্ত করছ না, তোমাদের নিজেদের—বাঙ্গালীজাতির ধ্বংশের পথ রচনা করছ।

১ম সৈন্য—আমরা বাঙ্গালী নই।

২য় সৈন্য—আমরা মোগল।

৩য় সৈন্য—আমরা পাঠান।

আরতি—মিথ্যা, ওরে মূর্খের দল, এই মিথ্যা অহমিকার বুলি কোথায় শিখেছিস? বাংলায় জন্মে, বাংলার মাটীতে আশৈশব প্রতিপালিত হয়ে আজ এত বড় হয়েছিস, তবুও তোরা বাঙ্গালী নস্? বাংলার সুখে তোদের সুখ, দুঃখে তোদের দুঃখ, বাংলায় দুর্ভিক্ষ হ'লে তোদেরই মুখে অন্ন ওঠে না, তবুও বাংলা তোদের জন্মভূমি নয়? বাংলার প্রতিটী ধূলিকণার সঙ্গে বিজড়িত তোদের রক্ত মাংস, তবুও তোদের পাঠান মোগল পূর্ব্বপুরুষদের মত আজও তোরা স্বীকার করতে পারলি না বাংলাকে মাতৃভূমি বলে? তোরা সত্যিই কি আজও পাঠান?— আজও মোগল?

(দয়ারাম অবাক্ বিস্ময়ে আরতির কথাগুলি শুনিতেছিল। সহসা অদূরে মহম্মদপুর বাহিনীর বন্দুকের শব্দে তাহার চৈতন্য উদয় হইল।)

দয়ারাম --আরতি, আমরা কোন কথা শুনতে চাই না ! আমার শেষ অনুরোধ পথ ছেড়ে দাও।

আরতি—অনুরোধে আজ আর পথ উন্মুক্ত হবে না দয়ারাম !

দয়ারাম—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, পলায়নের পথ খুঁজে পাবো না ! আরতি ! (পার্শ্বস্থ সৈনিকের বন্দুক লইয়া) চেয়ে দেখ. নিজের হৃদয় দিয়ে যাকে গড়ে তুলেছিলাম, আজ তারই রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করতে হ'ল—শুধু কর্ত্তব্য পালনে। (বন্দুক উচু করিয়া ধরিল) বেঁচে থাকলে আরতি অনেক পাওয়া যাবে কিন্তু মহম্মদপুর জয়ের সুযোগ দুইবার পাবো না ! (গুলি করিল)।

আরতি—আঃ !

(আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল। দয়ারাম সহসা দেখিত পাইল অদূরে মহম্মদপুর বাহিনী কুচকাওয়াজ করিয়া অগ্রসর হইতেছে, কালবিলম্ব না করিয়া সে পলায়ন করিল।)

দয়ারাম—আজ আর কিছু সম্ভব নয় ! পালিয়ে এস ভাইসব, পালিয়ে এস !

(দ্রুত পলায়ন। করিম খাঁ কুসুমকে লইবার শেষ চেষ্টা করায় তাহার পলায়নে বিলম্ব হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে মহম্মদপুর বাহিনী অগ্রসর হইল, পুরোভাগে শঙ্কর।)

শঙ্কর—পালিয়ে গেল—পালিয়ে গেল দস্যুর দল !

(সেতুর অপর পারে দেখা গেল মৃন্ময় ঘোষ করিম খাঁকে আবদ্ধ করিয়া ঘাড় ধরিয়া লইয়া আসিতেছে।)

মৃন্ময়—না, সবাই পালিয়ে যেতে পারেনি ভাইসব ! দক্ষিণ বাংলার ত্রুষমণ—জাতির শত্রু দস্যু করিম খাঁ নিজের প্রাণ দিয়ে তাই নিজেরই প্রায়শ্চিত্ত করবে ! তোমরা এগিয়ে যাও ভাইসব ! আক্রমণ কর ! হিন্দুকুল কলঙ্ক জাতীয় বাংলার শ্রেষ্ঠ শত্রু দীঘাপাতিয়ার দয়ারাম যেন পালাতে না পারে !

(এক রকম ছুটীতে ছুটীতেই সকলে দস্যুদের অনুসরন করিল। মৃন্ময়ঘোষ দস্যুকে লইয়া চলিয়া গেল, কুসুম আরতির পাশে বসিয়া ডাকিল।)

কুসুম—আরতি দি ! দিদি আমার ! তোমার জন্যই আজ মামুদপুরের বারুদগৃহ রক্ষা পেয়েছে...শুধু তোমার জন্যই তাদের নৈশ

আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে! তোমার জন্যই আজ আমি মুক্তি পেয়েছি! মহম্মদপুর রাজকুমারী তোমার জন্যই দুষমনের হাতে লাঞ্ছিত হয়নি। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার বলে যাও, তোমার প্রতি মামুদপুর যে অবিচার করেছে, বিনিময়ে তুমি তাকে ক্ষমা করেছ! তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে মামুদপুরের ভবিষ্যৎ পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

আরতি—কে—কুসুম? এ-কটু জ-ল। (কুসুম অঞ্জলিতে জল আনিয়া পান করাইল) কুসুম!

কুসুম—কি দিদি?

আরতি—আজ শুধু মরণ সময় একবার বল...তুমি বিশ্বাস করনি...আমি গুপ্তচর

কুসুম—না, না আরতি দি, মামুদপুর অপরাধ করেছে, তাকে তুমি মার্জ্জনা কর

আরতি—মামুদপুর জয়যুক্ত হ'ক।

কুসুম—আর কেউ না জানুক আমি জানি স্বাধীন বাংলার শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবিকা তুমি!

আরতি—(কুসুমের দু'হাত নিজের হাতের মুঠে লইয়া) কুসুম! ভাই! তুমি ছাড়া আমার আর কোন সাক্ষী নেই...একথাটি ভুলে যেয়ো না! আমি মরে গেলে লক্ষ্মী হয়ত তার ভুল বুঝবে..তাকে অনুতাপ করতে নিষেধ করো পরাজয় যদি হয়ও, সে যেন আত্মহত্যা না করে বাংলার ঘরে ঘরে জাতীয়তার গান গেয়ে জাতির মন্ত্রে যেন বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করে দেশের ভবিষ্যৎ রচনা করে যায়। বলো... আমি তাতে তৃপ্তি পাবো

(হাঁপাইতে লাগিল। অদূরে লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর।)

লক্ষ্মী—শঙ্কর! শঙ্কর!

আরতি—(সহসা প্রাণ প্রাচুর্য্যে জীবন্তা হইয়া) কুসুম! কে? কার কণ্ঠস্বর? তাঁর—তাঁর! আমি চিনি...আমি চিনি...আমায় উঠিয়ে দাও ..আমায় বসিয়ে দাও। সে কি ভুল করে দূরে থাকতে পারে? আঃ—।

(সহসা উঠিতে গিয়া সর্ব্বশক্তি হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল। লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

কুসুম— সাশ্রুনেত্রে) অভাগিনী !

লক্ষ্মী—কুসুম ! তুই—এখানে কেন ?

কুসুম—কাকামণি. আজ আমরা সবাই মিলে একজন নিরপরাধিনী নারীকে মিথ্যা সন্দেহে হত্যা করেছি। সে যে গুপ্তচর নয়, তার প্রমাণ সে তার জীবন দিয়ে দিয়ে গেছে !

লক্ষ্মী—আরতি ! আমার আরতি !

কুসুম—কাকামণি, সে সব সহ্য করতে পারত, যদি তুমি অতখানি ভুল না করতে ! তুমি তাকে মরতে বলেছিলে। সে আজ মামুদপুরের জন্যই শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। ঐ বারুদঘর আজ তোমার মৃন্ময়ঘোষ ও রক্ষা করতে পারেনি কাকা, রক্ষা করেছে ঐ নারী। আর—আর কি বলব, তুমি তাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী জেনেও সবচেয়ে বেশী ভুল করলে ! তাকে তুমি নিজের হাতে হত্যা করলে !

লক্ষ্মী—আরতি, আরতি ! আমার সারাজীবনের সঞ্চিত চুম্বন আজ আমারই ভুলে ব্যর্থ হয়ে গেল। আমায় মার্জ্জনা চাইবার অবসরও তুমি দিলে না ? আরতি ! জীবনের আলো আমার।

(বুকের উপর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মহম্মদপুর। প্রভাত।

সুখসাগরের পারে মনোরম পুষ্পোদ্যান। অনতিদূরে সীতারামের গ্রীষ্মবাস। যবনিকা উঠিয়া গেলে দেখা গেল সুখসাগরের পারে নির্ব্বাপিত চিতা। সেই চিতার বুক হইতে যেন করুন ও মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রধ্বনী উত্থিত হইতেছিল। বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী চিতারদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। ধীরে ধীরে চিতার বুক হইতে যেন এক অনুতপ্তা নারী কণ্ঠের সুর উত্থিত হইতে লাগিল...ক্রমে দেখা গেল সেখানে সন্ধ্যা বসিয়া গাহিতেছে :

(গান)

ধরার বুকে ঐ ভেসে যায় আলো।
তারেই আমি বাসিয়াছি ভালো॥
আঁধার যদি ঘনায় চোখে
নালিশ আমার নাইরে বুকে
জ্বলবে উজ্জল সজল নয়ন
কাজলা ব্যথায় কালো॥

[বিস্মিত লক্ষ্মী বিহ্বলের মত সেই দিকে অগ্রসর হইয়া যখন দেখিল সন্ধ্যা,—তখন তাহাকে শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল]

লক্ষ্মী—তুমি এখানে কেন ?

সন্ধ্যা—এই চিতাভস্মের জন্য! জান, এই চিতাভস্ম আমার কানে কানে কি বলে দিয়েছে ?

লক্ষ্মী—এ প্রলাপের অর্থ কি সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা—প্রলাপ বলেই যদি বুঝেছ তবে আর অর্থ কেন জিজ্ঞাসা করছ লক্ষ্মী ? প্রলাপ! সন্ধ্যা কি চিরদিনই প্রলাপ বকত ? তোমরাই তাকে রাক্ষসী করে তোল নি ?

লক্ষ্মী—কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি মুর্শিদাবাদ থেকে চলে এসেছ কেন ?

সন্ধ্যা—(ও কথার জবাব না দিয়া) সারা জীবনের লক্ষ্য ছিল যে আমার ; যার মুক্তির কল্পনায় ভবিষ্যতের নীলাকাশে কত রঙীন রামধনু দেখা দিয়েছে, সেই লক্ষ্মী তুমি। প্রতারনার ছলে আমার হৃদপিণ্ডকে দুহাতে টেনে ছিড়ে ফেলে আমায় দানবী করে তুললে !

লক্ষ্মী—প্রতারণা !

সন্ধ্যা—সে ছিল আমার জীবনের এক কালরাত্রি। সে দিন আমি বুঝতে পারলাম তুমি অন্য এক নারীর পায়ে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে···আমাকে করেছ প্রতারণা। জোর করে তোমায় পাবার চেষ্টা করেই আমি ভুল করেছি। নারী যখন প্রিয়তমের কাছ থেকে প্রতারিত হয় তখন সে হয়ে ওঠে হিংস্র। আমিও হিংস্র হয়েছিলাম। কিন্তু মুর্শিদকুলিখাঁই সেই হিংস্রতার আগুণে ইন্ধন জুগিয়ে আমায় দানবী করে তুলেছিল !

লক্ষ্মী—মুর্শিদকুলি খাঁ !

সন্ধ্যা—হাঁ, মুর্শিদকুলিখাঁ।

লক্ষ্মী—(কঠোর হইয়া) সন্ধ্যা ! কি করেছ তুমি ?

সন্ধ্যা—প্রতিশোধ নিতে নবাবের কাছে থেকে মিথ্যা পত্র এনে আরতিকে তোমার চোখে করে তুলেছিলাম শত্রুর গুপ্তচর।

লক্ষ্মী—অস্থির উত্তেজনায়) তুমি ! তুমি ! তুমিই হলে তা হলে আমার জীবনের অভিশাপ ! সন্ধ্যা !

সন্ধ্যা—আমি জানি যে অপরাধ করেছি তার মার্জ্জনা নেই। আর সে জন্য আমি আসিওনি তোমার কাছে।

লক্ষ্মী—কি জন্যে এসেছ ?

সন্ধ্যা—আমাদের সকলের শত্রু নবাব। আমায় যদি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে পার, আজ থেকে তিন দিন পরে যেয়ো মুর্শিদের বৈকুণ্ঠাবাসে। তাকে শাস্তি দেওয়ার এমন সুযোগ জীবনে আর পাবো না।

লক্ষ্মী—আমি যাবো সন্ধ্যা !

(প্রস্থানোদ্যত। ভিতর হইতে সীতারামের প্রবেশ।)

সীতা—কে? লক্ষ্মী? এখন ত' শোক করবার সময় নয় ভাই। শত্রুরা চারিদিক থেকে রাজধানী আক্রমণ করেছে। ফুরসীর বিলের পথে দয়ারাম তার বাহিনী নিয়ে নগর প্রবেশের চেষ্টা করছে, আমি যাবো তাকে বাধা দিতে।

লক্ষ্মী—মামুদপুরের জন্য আমরা প্রাণ দেবো দাদা।

সীতা—নিশ্চয় দেবো ভাই! বিজয় লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করে এক দিন নিজহাতে মামুদপুরের মাথায় বিজয় মকুট পরিয়ে দিয়েছিলাম, আমি কি পারি আবার সে মুকুট কেড়ে নিতে? কিন্তু মনে রেখো ভাই, তোমাকে বাঁচতে হবে। শ্যামা শিশু—কালনায় সে তার মাতুলালয়ে রাণী কমলার কাছে আছে। তার জীবনের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী—দাদা! মহারাজ! আমি মরতে চাই। মামুদপুরের মৃত্যুর পর আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না! আমায় মুক্তি দিন… অব্যাহতি দিন! (কাঁদিয়া ফেলিল)

সীতা—কাঁদিসনে; ওরে দুর্ব্বল, কাঁদিসনে। তোদের চোখের জল আমি যে সহ্য করতে পারি না ভাই! এ কঠোর দায়িত্ব অর্পণ করবার মত আমার যে আর কেউ নেই লক্ষ্মী। (হাত ধরিয়া) আমার শেষ অনুরোধ, বাংলাকে যদি তুমি এতটুকু ভালবেসে থাকো, তবে বাংলার ঘরে ঘরে জাতির মন্ত্রে জাতীয়তার গান গেয়ে বেড়ানই হোক আজ থেকে তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। সহস্র বাধাবিঘ্ন সহ্য করেও বাঙ্গালীর মনে জাতীয়তার এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যদি কোন দিন মামুদপুরের উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানায় তবেই আমার স্বপ্ন সফল হবে। সে দিন মামুদপুর বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বেঁচে উঠবে!

লক্ষ্মী—এ কর্ত্তব্য যত কঠোরই হোক্ আমাকে পালন করতে হবে!

(সীতারামকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বাহিরের দিক হইতে প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—ফক্‌রে সাহেব অবিলম্বে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

সীতা—তাকে এখানে নিয়ে এস।

(নিজেই অগ্রসর হইয়া গেলেন. প্রহরী চলিয়া গেলে ফক্‌রে আসিয়া তাহার নিজ প্রথায় মহারাজকে স্যালুট করিল)

কি সংবাদ ফক্‌রে ?

ফক্‌রে—রাজা ! ডাকা হইতে আমাদের যে সব চাউল আসিটেছিল, টাহা নবাবের লোকেরা পড্ডায় আটক করিল। হামি এক হাজার ছিপ লইয়া উহাদের attack করিয়াছিল উহারা সব পলাইয়া গেল। লেকেন রাজা, চাঁচড়ার মেনাহার রায় আউর ফৌজদার নূরউল্লার লাঠিয়াল ডল গড়াই এর মুখে হামাডের চাউল আবার আটক করিটেছে।

সীতা—আবার আটক করেছে ?

ফক্‌রে—Yes Rajah ! Tell me what can I do ? আপনার নিজের লোক, all of them are Bengali আপনার বিরুদ্ধে ডাড়াইয়াছে···

সীতা—চেয়ে দেখ পর্ত্তুগীজ, বাঙ্গালী পদে পদে জীবন সংগ্রামে কেন পরাজিত হয়। সে কাপুরুষ নয়, সে মৃত্যুকে ভয় করে না ; তার গায়ে কারও চেয়ে কম শক্তি নেই মাথায় বুদ্ধির অভাব নেই, তবুও সে কেন পরাজিত হয় ! বাঙ্গালীর অর্থ, বাঙ্গালীর শস্য, বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য অন্যে লুটে নিয়ে যায়, বাঙ্গালী একটী কথাও বলে না ! কিন্তু একজন বাঙ্গালী যদি মাথা উচু করে দাঁড়াতে চায়. তা হ'লে দশে বিশে সর্ব্বস্বপণ করে চেষ্টা করে তাকে উঠতে না দিতে।

ফক্‌রে—লেকেন এবার ডোশে বিশে চেষ্টা করিয়াও আপনাকে হঠাইতে পারিবে না। So long as Fackray is alive, no one will be able to touch my Rajah of Mahammadpur.

সীতা—তুমি অবিলম্বে যাত্রা কর ফক্‌রে !

ফক্‌রে—Alright Rajah ! (স্যালুট করিয়া) হামি এক হাজার ছিপ লইয়া start করিটেছে। হামি বাঁচিয়া ঠাকিটে মহম্মডপুরের চাউল কেহ আটকাইটে পারিবে না। No—Never if not God wishes otherwise.

(প্রস্থান। শঙ্করের কণ্ঠস্বর শোনা গেল)

শঙ্কর—মহারাজ ! মহারাজ !

সীতা—একি ! শঙ্করের কণ্ঠস্বর নয় ! শঙ্কর, শঙ্কর ! কি সংবাদ ?

(ছুটিয়া শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর—মহারাজ, আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে ! দিগন্ত তখনও রক্তরাগে রঞ্জিত হয়নি, কুয়াসার আবছা আবাহাওয়ায় চারিদিক তখন আচ্ছন্ন, বিশ্বাসঘাতক শত্রুরদল তখন আবার এসেছিল জাতীয়তাবাদী মোসলেমখাঁর বাড়ীতে আগুন দিতে !

সীতা—আগুন দেয়নি ত' ? শঙ্কর তুমি কাঁপছ কেন ?

শঙ্কর—মোসলেমখাঁর গৃহের এতটুকুও ক্ষতি হয়নি মহারাজ। কিন্তু দেবতার অভিশাপে আজ আমরা মামুদপুরের শ্রেষ্ঠরত্ন হারিয়েছি।

(কাঁদিতেছিল)

সীতা—(শঙ্করকে ধরিয়া) কি বলছ তুমি শঙ্কর ? আমায় আর উৎকণ্ঠিত করে তুলো না।

শঙ্কর—মহারাজ আজ আমি সত্যই দুর্ম্মুখ। আজ প্রত্যুষে প্রাতভ্রমণের সময় দস্যুদের হাতে নিহত হয়েছে আপনার মেনা—!

সীতা—মেনা। মেনা নিহত ? শঙ্কর, শঙ্কর, বল তুমি এ মিথ্যা ! মামুদপুরের সৌভাগ্য সূর্য্যকে তুমি একটা দুঃসংবাদে ডুবিয়ে দিওনা !

শঙ্কর—মহারাজ !

সীতা—না না, শঙ্কর, আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মেনাহাতি নিহত। তবে আর আশা নেই শঙ্কর, তবে আর আশা নেই ! পরাজয় ! নিশ্চিত পরাজয় ! মামুদপুরের সূর্য্য অকালে ডুবে গেছে। বিনা বাধায় মেনাকে নিহত করে মামুদপুর থেকে শত্রু পালিয়ে গেল, আর মামুদপুরের তরুণ তরুণী,—যারা ছিল তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়,—তারা কি করল ?

শঙ্কর—পালিয়ে যেতে পারেনি মহারাজ ! মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার মেনা বাংলার দুষমনদের একটীকেও অবশিষ্ট রেখে যায় নি।

(সংবাদিকের প্রবেশ)

সাংবাদিক—আমাদের যে সব চাউলের নৌকা শত্রুপক্ষ আটক করেছিল, এই মাত্র সংবাদ এসেছে, ভীষন ঘুর্ণিবাত্যায় সে সবডুবে

গেছে। ককৃরে সাহেব এই খবর পেয়ে দক্ষিণে ফুরলীর বিলের ভেতর দিয়ে দয়ারামকে অবরোধ করতে যাত্রা করেছে।

সীতা—যাও! সাংবাদিক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল) মামুদপুরের যৌবন প্রতিষ্ঠাতা মধ্যাহ্ন ভাস্কর অকালে ডুবে গেছে সাংবাদিক, রসদ ও তাই ডুবে গেল!— আজ একবার শেষবারের জন্য পশুর কবল থেকে মামুদপুরকে মেঘমুক্ত করতে উল্কারমত জলে উঠতে হবে শঙ্কর! তারপর হয় সেই আলোকে দিগ্ময় হয়ে যাবে, আর না হয় ঐ স্বাধীনতার আগুনে পুড়ে মামুদপুর ভস্ম হয়ে যাবে।

শঙ্কর—তা হলে চলুন মহারাজ, একবার শেষ চেষ্টা করি। এখনও হয়ত সময় আছে।

সীতা—সময় আর নেই শঙ্কর, সময় যার ছিল সে চলে গেছে। তবুও আমরা বেঁচে রয়েছি জগতকে আমাদের মরণের উজ্জ্বলতা দেখাতে। যা কিছু দেবত্ব ছিল অন্তর্হিত হয়েছে. বেঁচে রয়েছে শুধু জাগ্রত দানব। সে শেষ চেষ্টা করে শেষের আগুন জ্বেলে হয়ত মাটীতে লুটিয়ে পড়বে, তবুও আজ তার প্রয়োজন।··· মামুদপুর থেকে ভূষনা যাবার রাজপথের উপর মেনার চিতায় অবিলম্বে স্মৃতিস্তম্ভ গেথে তোলাব ব্যবস্থা করে দাও শঙ্কর।

শঙ্কর—যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

সীতা—ঐটুকু মেনা, ঐটুকু স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থাই তোমার এ অযোগ্য রাজা করে যেতে পারছে বন্ধু!

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক—মহারাজ শত্রুরা দক্ষিণদিক থেকে এগিয়ে আসছে। এইমাত্র সংবাদ এসেছে ভূষণার রণক্ষেত্রে শত্রুর অতর্কিত নিক্ষিপ্ত গোলায় বক্তার খাঁ নিহত হয়েছেন। মুচরা সিং শত্রুদের বিরুদ্ধে সেখানে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছে। (সৈনিকের প্রস্থান)

সীতা—বক্তার খাঁ! জাতীয়তাবাদী পাঠান বন্ধু আমার। তুমিও নিহত! (কুসুমের প্রবেশ)

কুসুম—বাবা!

সীতা—আমি যাচ্ছি মা! তোর সঙ্গে আমার হয়ত এই শেষ দেখা! বেণী কি বলব আত্মরক্ষার কোন উপায়ই না থাকলে···

কুসুম—আমি জানি বাবা। রাম সাগরের ঘাট আমরা চিনি। (প্রণাম করিয়া) মৃত্যুকে আমরা ভয় করি না। (দূতের প্রবেশ)

সীতা রাম—কি সংবাদ ?

দূত—রূপচাঁদঢালী নিহত হয়েছে মহারাজ ! নমঃশূদ্র সর্দ্দারেরা তাদের সহস্র সহস্র ঢালী সৈন্য নিয়ে উন্মত্তের মত সরফরাজ আর সুজাউদ্দিনকে ঘিরে ধরেছে।

সীতা—উত্তম তুমি যাও ! (দূতের প্রস্থান) কুসুম ! মা আমার ! তোরা প্রথমে সাগর প্রসাদে আশ্রয় নিস্। মধুমতীর জলকল্লোল চারিদিক থেকেই তোদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে। শেষ রক্ষা করা সম্ভব না হলে ঝাপিয়ে পড়িস ঐ রাম-সাগরের বুকে।

কুসুম—হাঁ বাবা, তোমার বৈতরিণী ঐ অসংখ্য শত্রুকল্লোল, আর আমার বৈতরিণী ঐ নীল সাগরের অতল জল। এ আমাদের পার হোতেই হবে !

সীতা—হাঁ, হাঁ, পার হতে হবে। ওপারে যাওয়ার প্রবল উচ্ছ্বাসের ঢেউয়ে মোগলকে দেখিয়ে দিয়ে যেতে হবে মা, যে বাংলার স্বাধীনতা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা যায়, কিন্তু অধিকার করা যায় না।

(কামানে আগুন দিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির কক্ষ।

দূরবীণ হস্তে দয়ারাম একাকী পাদচারণা করিতেছিল ও মাঝে মাঝে যুদ্ধের পরিস্থিতি দূরবীণে দেখিতেছিল। দূরে কামান গর্জ্জন ও মহম্মদপুরে সৈন্যদের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনী।

দয়ারাম—না, মহম্মদপুর জয় বুঝি আর সম্ভব হ'ল না ! পশ্চিম রণাঙ্গনে লক্ষ্মীরায়ের নেতৃত্বে মহম্মদপুরের ক্ষুদ্র এক বাহিনী সংগ্রাম সিংহকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। জয়োন্মত্ত সেনাদল এখুনি

হয়ত এসে আমায় ঘিরে ফেলবে। অকর্মণ্য বক্স আলি খাঁ বার বার শুধু পরাজিতই হচ্ছে। উপযুক্ত সেনাপতি যারা ছিল তারা সকলেই নিহত। আমার দিকে এগিয়ে আসছে ক্রোধোন্মত্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ সীতারাম, তার অপরাজিত বাহিনীকে পরাজিত করা হয়ত অসম্ভব। সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল! কি সংবাদ?

(অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর—মহম্মদপুর কামানের মুখে আমাদের সৈন্যেরা দাঁড়াতে পারছে না। তারা শৃঙ্খলার সঙ্গে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। নবাব জামাতা শুজাউদ্দিনকে শত্রু সৈন্যেরা ঘিরে ফেলেছে।

দয়ারাম—সর্ব্বনাশ! আমাদের সৈন্যেরা তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছে কিনা?

অনুচর—তারা প্রাণ-পণে মহম্মদপুর ব্যূহ ভেদের চেষ্টা করছে, কিন্তু সীতারামের সুশিক্ষিত পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রের মুখে আমাদের সৈন্যেরা ঘেষতেই পারছে না। সেনাপতি মহম্মদ আলির পরিচালনায় তারা শৃঙ্খলার সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করছে।

দয়ারাম—তুমি যাও, সৈন্যাধ্যক্ষদের জানিয়ে দাও—শত্রু সৈন্যকে ধ্বংশ করতে করতে পিছিয়ে যাওয়াই হ'ল আমাদের যুদ্ধের নীতি। এই ভাবেই আমরা সীতারামের ক্ষুদ্র বাহিনীর শক্তি হরণ করব। (অনুচরের প্রস্থান) শৃঙ্খলতা! পশ্চাদপসরণ!! কি অভাবনীয় দুর্ব্বলতা আমার!

(অদূরে কামানের গোলা আসিয়া পড়িতেছিল)

একি! এত নিকটে শত্রুর গোলা এসে পড়ছে! আমাদের সৈন্যেরা কি তাহ'লে পরাজিত! (দূরবীণে দেখিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ যে পঙ্গপালের মত কেবল মহম্মদপুরের সৈন্যদল এদিকে এগিয়ে আসছে! (দূতের প্রবেশ) কি সংবাদ?

দূত—আমাদের সৈন্যেরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছে, কিন্তু মহম্মদপুর পদাতিক বাহিনীর ক্ষিপ্রতার কাছে তারা দাঁড়াতেই পারছে না।

দয়ারাম—তাদের পিছিয়ে আসতে আমার আদেশ জানাও।

দূত—পিছিয়ে আসা এখন আর নিরাপদ নয় সেনাপতি। সীতারামের বন্দুকধারী গোলন্দাজ সৈন্যেরা দুই পার্শ্ব দিয়ে সাড়াশীর মত এগিয়ে আসছে . তাদের সঙ্গে কামানও রয়েছে।

দয়ারাম—সর্ব্বনাশ! আমাদের কামান শ্রেণী থেকে দুইপার্শ্ব লক্ষ্য করে মুহূর্মুহূঃ গোলা ছাড়তে আদেশ জানাও।

দূত—যথা আজ্ঞা।   (প্রস্থান)

দয়ারাম—আর বুঝি প্রাণ রক্ষা করার কোন উপায়ই রইল না। মহম্মদপুর এসে মান সম্মানের সাথে প্রাণও খোয়াতে হ'ল। পালিয়ে যাবার জন্য অশ্ব সজ্জিত রাখা দরকার। পশ্চিম দিকে শত্রু এখনও বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারে নি।

সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক-ফুরসীর বিলের দক্ষিণ দিক ছেয়ে হাজার হাজার ছিপ পর্ত্তুগীজ ফক্‌রে সাহেবের পবিচালনায় আসছে আমাদের গ্রাস করতে। আমাদের দক্ষিণ অবরুদ্ধ।

দয়ারাম—দক্ষিণ পশ্চিম কোন থেকে আমরা এখনও অবরুদ্ধ হইনি। সমস্ত সৈন্য নিয়ে ঝাপিয়ে পরো ঐ পথ মুক্ত করতে।

সৈনিক—পশ্চিমে দুর্দ্ধর্ষ লক্ষ্মীরায় ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করচে সেনাপতি।

দয়ারাম—তবুও, তবুও ঐ একমাত্র পথই অবশিষ্ট আছে সৈনিক! যাও, তুমি সৈন্যধাক্ষদের আমার আদেশ জানাও! (সৈনিকের প্রস্থান। মহম্মদপুর সৈন্যদের কোলাহল শোনা যাইতেছিল) আর উপায় নাই, কে আছিস! (প্রতিহারীর প্রবেশ) আমার অশ্ব প্রস্তুত করতে বল্! (প্রতিহারীর প্রস্থান) লক্ষ্মীরায়, লক্ষ্মীরায়, তোমার সঙ্গেই বুঝি আমার শেষ পরীক্ষা হয়। (ফজলুল খাঁর প্রবেশ) একি, ফজলুল খাঁ! তুমি?

ফজলুল—হ, আমি, আমি সেনাপতি দয়ারাম! কাফের সীতারামের ফৌজ 'মা' 'মা' কইরা মরবার জন্য ঝাপাইয়া পড়তে আছে! কাউর সাধ্য হইবে না গতিরোধ করতে। আমাগো হাজার হাজার সৈন্যের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র একেবারে ভাইসা গ্যাছে। বাকী যারা আছে

তারাও হাত্তি জাইগা পলাইতে আছে। ঐ হোনেন, হুনতে পাইতেছেন ত কাফেরগো চেচানি!

(জয়োল্লাস শোনা গেল)

দয়ারাম—তুমি তাদের পরিচালক হয়ে পালিয়ে এলে?

ফজলুল—হ, আইলাম। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে একলা একলা শিবিরে বইস্যা সেনাপতির পাট করতে যে খুব মিষ্টি লাগে, ইডা আমিও জানি দয়ারাম! ঐ আসতে আছে আমাগো উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য বাহিনী! তারা আপনারে সন্ধি করাইতে এক্‌খুনি বাধ্য করাইবে। তাব চাইতে চলুন সেনাপতি! দুইজনে দুইডা ঘোড়া বাইছা লইয়া পলান দেই।

দয়াবাম—কাপুরুষ! পালিয়ে যেতে চাও!

ফজলুল—হ চাই। কাবণ আমবা বাঁচতে চাই। একটু ভাইবা কথা কইবেন সেনাপতি! কন্ দেহি ডাহা হইতে মুর্শিদাবাদ আইলাম ক্যান? বাঁচতে চাই বলাইত! এহানে আমবা আইছি ক্যান? শত্রুরাজ্য জয় কইবা লুটপাঠ কবণেব লাইগা—মরবাব জন্য নয়!

দয়ারাম—বটে, তবে শোন ফজলুল খাঁ! আমবা জয় করতে এসে পবাজিত হয়ে নিশ্চয় ফিরে যাবো না!

ফজলুল বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন সম্মুখে পইড়া আছে, আউগাইয়া যান বীরবর!

দয়ারাম—তুমি আমায় উপহাস করছ?

ফজলুল—ইডা উপহাসের কথা নয়, ইডা সত্য কথা দয়ারাম। মরবার লাইগা যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে আউগাইয়া যান্। শত্রুমিত্র হগগোলডিতেই আপনারে চায়। আমাদের সৈন্যদলের প্রতিনিধি হইয়া আমি আইছি জানতে আপনি সন্ধি করবেন কিনা?

(একদল সৈন্য আসিয়া দয়ারামকে ঘিরিয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—'বলুন সন্ধি করবেন কিনা?' সন্ধি আপনাকে করতেই হবে ইত্যাদি)

দয়ারাম—শান্ত হও, তোমরা শান্ত হও! তোমাদের কথাই আমি শুনব। মৃত্যুর সম্মুখে সোজা বুক পেতে দাঁড়িয়েই হিন্দুর আজ এই অধঃপতন। তোমাদের কথাই সত্য হোক! এ শিবির হয়ত রক্ষা করা যাবে না। তোমরা একবার শেষ চেষ্টাকর। সন্ধি প্রস্তাব করে

শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দাও! সীতারামের উন্মাদগতি রোধ করতে রোধ হয় ঐ একমাত্র অব্যর্থ অস্ত্র অবশিষ্ট।

ফজলুল—শ্বেত পতাকা তা অইলে উড়াইয়া দেই?

দয়ারাম—হাঁ, হাঁ,—তারপর যদি সুযোগ পাই তা হ'লে রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঐ শ্বেত পতাকাকে রক্তরঞ্জিত করতে দয়ারাম এতটুকু বিলম্ব করবে না ফজলুল খাঁ!

(কামানের গোলা আসিয়া পড়িতেছিল। মহম্মদপুর সৈন্যদলের জয়োল্লাস শোনা গেল)

একি! কামানের গোলা! শিবির জ্বলে উঠল! (দূরবীনে দেখিয়া) সীতারামের পর্ত্তুগীজবাহিনী আমাদের প্রায় ঘিরে ফেলেছে!—মোগল সৈন্যগণ! শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দাও, শ্বেত পতাকা—!

(সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া গেল)

*　　　*　　　*　　　*

আবছা অন্ধকারের চোখের সম্মুখ দিয়া ঘূর্ণায়মান মঞ্চে ফুটিয়া উঠিল—সীতারামের শিবির। দয়ারাম সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতেছে।

*　　　*　　　*　　　*

না থামিয়া মঞ্চ ঘুরিয়া যাইতে লাগিল। রাজপথ। দেখা গেল মহম্মদপুরের সৈন্যেরা বিজয়গর্ব্বে দুর্গে ফিরিয়া যাইতেছে।

*　　　*　　　*　　　*

ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দেখা গেল দয়ারাম অন্ধকারে মহম্মদপুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কামানে আগুন দিলে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল।

তৃতীয় দৃশ্য

মহম্মদপুর।

রামদীঘির ঘাট। ঘাটে বাঁধা বজরা। ঝড় বৃষ্টি—বিদ্যুৎ। গভীরতম রাত্রির অংশে শত্রুর আক্রমণে মহম্মদপুর দুর্গ অদূরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সীতারাম ও সৈন্যগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন—তাহার প্রমাণ এখান হইতেও পাওয়া যায়। রাজকুমারী কুসুম সজ্জিত কামানের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সোপানের উপর দাঁড়াইয়া আছে পুররক্ষী নারীগণ। কুসুম সঙ্গিনীদের সম্বোধন করিয়া কহিতেছিলেন :—

কুসুম—মামুদপুরের ভগ্নিগণ! শত্রুরা আজ বিশ্বাসঘাতকতা করে মামুদপুরকে রাত্রিতে আক্রমণ করেছে! প্রাণভয়ে ভীত শ্বাপদের মত আজই অপরাহ্নে তারা শ্বেত পতাকা তুলে সন্ধি প্রার্থনা করেছিল। হতাবশিষ্ট অতি অল্প সৈন্য সঙ্গে নিয়েই মহারাজ শিবিরে ফিরে এসেছিলেন। ...এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা হয়ত আমাদের স্বামী, পুত্র, মিত্র সকলকেই হারাবো, মামুদপুর হয়ত চিরদিনের জন্য তার গৌরব হারিয়ে ফেলবে! তোমরা, যারা মামুদপুরের গৃহে গৃহে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে নবারুণের দীক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলে, সব কিছু হারিয়েও কি তারা এই শ্মশানের বুকে বেঁচে থাকতে চাও?

নারীগণ—কখনই নয়!

প্রথম—স্বামী পুত্র হারিয়ে আমরা মরতেই চাই!

দ্বিতীয়—আমরা মরবো।

কুসুম—হাঁ, আমরা মরবো। মামুদপুর মরবে, কিন্তু তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবে না পরের পায়ে!

(নারী সৈনিকের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

নারীসৈন্য—শত্রুর লক্ষ লক্ষ গোলায় দুর্গে আগুন ধরে গেছে রাজকুমারি! আমাদের আহত সৈন্যদল দুর্গ রক্ষা করতে পারছে না!

আমাদের বারুদাগার উড়ে গেছে! মহারাজ আর কোন উপায় না দেখে এক শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে অন্ধকারে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

(অদূরে "আল্লা আল্লাহো" ধ্বনি শোনা গেল)

কুসুম—আজ আমাদের মরণোৎসব। মরণ-যজ্ঞের শেষ অধ্যায় শেষ করতে, পূর্ণাহুতি দিতে আজ আমরা এই তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি।

[কামানে আগুন দিলে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল।
শত্রু জয়ধ্বনী নিকটতর হইল।]

এত নিকটে! আমাদের কামানের যতক্ষণ এতটুকু ক্ষমতা আছে, আমরা শত্রুকে বাধা দিতে চেষ্টা করব!

(কামানের মুখ হইতে মুহুর্মুহুঃ অনল বৃষ্টি হইতে লাগিল। সহসা মুসলমান সৈন্যদের বিপুল হর্ষধ্বনী শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল নিকটেই কোথাও বজ্রপাত হইল। সৈন্য ছুটীয়া আসিল)

নারী সৈন্য—রাজকুমারী সর্ব্বনাশ হয়েছে! মহারাজ যুদ্ধ করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে গেছেন। আমাদের সৈন্যদের বুঝি একজনও আর অবশিষ্ট নেই। শত শত শত্রু সৈন্য এদিকে ছুটে আসছে!

(অনতিদূরে "আল্লা আল্লাহো" ও কামান গর্জ্জন)

কুসুম—ভগ্নিগণ! তোমরা বজরায় ওঠ। আমাদের বারুদ ফুরিয়ে গেছে···আর আশা নেই···বাবা আমার আহত। আমার সকল আশার আলো নিভিয়ে দিতে ঐ দেখ আমার কাল পায়রা উড়ে এসেছে।

[সকলে সেই অন্ধকারেও দেখিতে পাইল মাথার উপর একটি পায়রা উড়িতেছে। সত্বর সকলে বজরায় উঠিল। নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ শত্রু জয়ধ্বনী। ছুটিয়া আসিল তৃতীয় সাংবাদিকা।]

সাংবাদিকা—জ্ঞানশূন্য মহারাজকে শত্রুরা বন্দী করেছে! দুর্গ, দেবালয়, প্রাসাদ সব শত্রুরা অধিকার করেছে! এদিকে কামানের

গর্জ্জন শুনে সকলে চারিদিক থেকে আপনার সন্ধানে ছুটে আসছে! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে ওদের হাতে ধরা পড়তে হবে।

[নীরবে সকলে বজরায় উঠিলে বজরা ভাসাইয়া দেওয়া হইল। বজরা রাম সাগরের মাঝামাঝি যাইতে না যাইতেই সম্মিলিত বামাকণ্ঠের স্তোত্র আবৃতি শোনা গেল]

নারীগণ—(সম্মিলিতভাবে)

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম, তয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।।
নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্ব, পুনশ্চ ভুয়েহপি নমোনমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোহস্তুতে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্ব ।।

(সসৈন্যে দয়ারামের প্রবেশ। নৌকায় কুঠারাঘাতের শব্দ শোনা যাইতেছিল)

দয়ারাম—সৈন্যগণ! ক্ষান্ত হও। এরা শত্রু সৈন্য নয়... এরা মামুদপুরের স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী। মামুদের কুললক্ষ্মিগণ! ফিরে এসো, আমরা তোমাদের অপমান করে নিজেদের নীচতার পরিচয় দেবো না!

কুসুম—অভ্যুত্থিত জাতির জাতীয়তার মুলে কুঠারঘাত করে কে তুমি অপরিণামদর্শী মূর্খ এসেছ আজ আপাত মধুর মিষ্টগান শোনাতে? মামুদপুরকে যারা গড়ে তুলেছে, তাদের তুমি প্রলোভনে ভোলাতে পারবে না শত্রু! তাদের হত্যা করা যায়—বন্দী করা যায় না...তাদের রাজ্য জয় করা যায়—কিন্তু তাদের পরাজিত করা যায় না!

নারীগণ—জয় সীতারামের জয়!

(দূর হইতে নিক্ষিপ্ত একটি গোলা আসিয়া বজরায় পড়িয়া আগুন ধরিয়া উঠিল কিন্তু বজরা তখন ডুবিতেছিল)

কুসুম—চেয়ে দেখ পরাধীনতাকাঙ্খী মোগলের ক্রীতদাস! মামুদপুরের নারীরা কি ভাবে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেয়!

(আবার স্তোত্রধ্বনী শোনা গেল। এই সময়ে বক্সআলি খাঁর প্রবেশ)

দয়ারাম—সত্যই মহম্মদপুর বাহিনী অপরাজেয় বক্সআলি খাঁ!

বক্সআলি—দিকে দিকে আমাদের জয়ের নিশান উড়িয়ে দিয়েছি দয়ারাম, তবুও আপনি বলছেন মামুদপুর বাহিনী অপরাজেয়?

দয়ারাম—মামুদপুর আজ আমরা জয় করেছি সত্য কিন্তু একজন নরনারীও আজ সেখানে জীবিত নেই, যারা আমাদের পরাধীনতা স্বীকার করবে, নবাবকে দেবে কর। মামুদপুর আজ শ্মশান।

(জনৈক হিন্দু সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক—সেনাপতি, রাজা সীতারামের দেব মন্দিরে এক সুন্দর লক্ষ্মী বিগ্রহ পাওয়া গেছে !

দয়ারাম—হাঁ সৈনিক, ঐ বিগ্রহ আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী। একশো বছর আগে রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে রাজা মানসিংহ ভাগ্যলক্ষ্মী নিয়ে গিয়েছিলেন অম্বরে, আর আমি সীতারামের ভাগ্যলক্ষ্মী নিয়ে যাবো নাটোরে। মায়ের ঐ প্রতিমা সযত্নে আমার শিবিরে নিয়ে যাও সৈনিক !

[সৈনিকের প্রস্থান। বজরা প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে। ঠিক এই সময় মধুমতীর দুর্ব্বার স্রোত রাম সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোন ভাঙ্গিয়া রাম সাগরকে এক করিয়া লইল। রাম সাগরের বুকে ঢেউ উঠিল]

ও কি ভীষণ জল কল্লোল ! কি ভীষণ ভৈরব নিনাদ !

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক—মধুমতীর ভাঙ্গনে রামসাগরের পার ভেঙ্গে পড়ছে !

(দূরে কোথায় যেন বজ্রপাত হইল)

দয়ারাম—এই মুহূর্ত্তে আমরা এ শ্মশান পরিত্যাগ করে নাটোরের পথে বন্দী সীতারামকে সঙ্গে করে মুর্শিদাবাদ রওনা হবো। আর নয়। এ রাজ্যে দেবতার রোষানল আকাশ চিরে বেরিয়ে আসছে !

(সকলের প্রস্থান। ভাঙ্গনের পারে বিদ্যুৎতের আলোয় লক্ষ্মীরায়কে দেখা গেল)

লক্ষ্মী—সব শেষ ! যদি সব শেষ হয়েই গেল তবে আমি আর অবশিষ্ট কেন ? যার জন্য মহম্মদপুরের আশা ভরসা অস্তাচলে ডুবে গেল—তার পরিণামও একবার তাকে বুঝিয়ে দিতে শেষ চেষ্টা করতে হবে। বৈকুণ্ঠাবাস ! কাল সন্ধ্যায়—মুর্শিদের বৈকুণ্ঠাবাস !

(দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া বৈকুণ্ঠাবাসে পরিণত হইল)

———

চতুর্থ-দৃশ্য।

দৃশ্য—মুর্শিদাবাদ—বৈকুণ্ঠাবাস

বাইরের দৃষ্টিতে মনে হয় একটি কারাগার। সম্মুখভাগ দাঁড়াইয়া আছে লৌহ রেলিংএর উপর। বাকী তিন দিক রন্ধ্রশূন্য দেওয়ালে আবৃত। দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইলে দেখা গেল প্রহরায় নিযুক্ত পাঠান প্রহরীর ছদ্মবেশে লক্ষ্মী-নারায়ণকে হাতে তার বর্শা। স্থানটী আলোকজ্জল। বিপরীত দিক হইতে সোফিয়ার ছদ্মবেশে সন্ধ্যা অগ্রসর হইয়া আসিল।

সোফিয়া—লক্ষ্মী, নবাবের পিস্তল চুরি করেছি, এই নাও। আর দেরী কর না ..সমস্ত কৌশল অবিলম্বে জেনে নাও। কয়েকজন মাত্র প্রহরী নিয়ে ছদ্মবেশে নবাব এখুনি এসে উপস্থিত হবেন প্রহরীদের আমি কৌশলে সরিয়ে নিয়ে যাবো।

[উভয়ে বৈকুণ্ঠাবাসের দ্বার খুলিয়া ভেতরে গেল। সন্ধ্যার ইঙ্গিতে লক্ষ্মী একটি হাতাল ধরিয়া টানিতেই দেখা গেল এক পার্শ্বের রন্ধ্রশূন্য দেওয়াল উঠিয়া যাইতেছে। হাতল উঠাইয়া দিতেই দেওয়াল আবার নামিয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া লক্ষ্মী পাহারায় নিযুক্ত হইলে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে নবাবের আগমন সূচিত হইল। শিবিকা হইতে নামিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন নবাব মুর্শিদকুলিখাঁ ও রায় রঘুনন্দন। উভয়ে অগ্রসর হইতেই প্রহরী তাহাদের কুর্ণিশ করিল।]

মুর্শিদ—দ্বার উত্তোলন কর! (রঘুনন্দনকে) কিন্তু রায় রঘুনন্দন, আপনার এই পরাজয় আমাকে অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছে। আপনি এত দিন মোগল পাঠানের সংস্পর্শে থেকেও যুদ্ধের রীতি শিখতে পারেন নি—এ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আপনি পরাজয়ের গ্লানিমা বহন করে কোন্ মুখে আমার সম্মুখে এসেছেন আমি বুঝতে পারছি না!

রঘু—নবাব সাহেব, আমার উপর আপনি অবিচার করবেন না। অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে জলযুদ্ধে মহম্মদপুরের সম্মুখীন হওয়ার অর্থ মৃত্যুবরণ।

মুর্শিদ—তাই পিছিয়ে এসেছেন! কিন্তু পলায়নের সময় একবার খোঁজ নিয়েছিলেন কি যে মুর্শিদাবাদ থেকে আরও অধিক সৈন্য আমরা প্রেরণ করেছি কিনা? আমারই দৌহিত্র তরুণ সরফরাজের

অধিনায়কত্বে পনের সহস্র সৈন্য আজও উত্তর রণাঙ্গনে জয়ের আশা নিয়েই যুদ্ধ করছে।

রঘু—কিন্তু আমার সঙ্গে ছিল মাত্র পাঁচ সহস্র সৈন্য।

মুর্শিদ—পাঁচ সহস্র! অত্যন্ত অল্প সৈন্য,—নয় কি রায় রঘুনন্দন? কিন্তু মহম্মদপুরের সৈন্য সংখ্যা কত সে খবর রাখেন কি? অনধিক বিশ সহস্র মাত্র সৈন্য আছে সীতারামের—আর আজ আমি পাঠিয়েছি অন্ততঃ তার দ্বিগুণ সৈন্য। তথাপি প্রত্যেক রণাঙ্গন থেকে প্রতিদিন কেবল সৈন্য পাঠাইবার আবেদন আসছে।

রঘু—মামুদপুর সৈন্যদের বীরত্ব আপনি প্রত্যক্ষ না করলে বুঝতে পারবেন না নবাব সাহেব!

মুর্শিদ— করযোরে) আমাকে আর অনুগ্রহ করে বোঝাতে চেষ্টা করবেন না জনাব! হিন্দু, বাঙ্গালী—তার আবার বীরত্ব! আপনিও বাঙ্গালী, তাই পরাজিত হয়ে তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।

রঘু নবাব সাহেব আমায় অপরাধী করছেন।

মুর্শিদ—হিন্দুর বীরত্ব গাথা আপনি কাকে শোনাতে এসেছেন রায় রঘুনন্দন? একটা মৃত জাতি—জগতের সবচেয়ে নিরাপদ দেশটা বেছে নিয়ে আত্ম গর্ব্বে জগতকে শোনাতে গেল মুমূর্ষুর বাণী! কিন্তু নবীন জীবন স্বাধিকারের দাবী নিয়ে এসে দাঁড়াল তার দ্বারে—হিন্দুস্থানের পশ্চিম তীরে। ইসলামের অস্ত্রের ঝলকে হিন্দু পিছিয়ে এল! (রায় রঘুনন্দন নীরব) নিজ গৃহ রক্ষা করতে পারলে না রায় সাহেব, আপনার হিন্দু; শুধু পাঞ্জাব আর সিন্ধু নয়. একে একে কাশ্মীর, দিল্লী, রাজপুতনা, আগ্রা, বিহার সব পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। পশ্চিম থেকে বিজয় গৌরব পূর্ব্ব প্রান্তে এসে পৌঁছুল। বাংলা জয় করল সপ্তদশজন পাঠান, বুঝলেন রায় সাহেব, সপ্তদশজন পাঠান? বাংলাকে আমি পবিত্র ইসলাম ক্ষেত্রে পরিণত করব। ভারতের ইতিহাসে মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় হিন্দু সক্ষম হয়েছে, এমন একটা উদাহরণও কি আপনি দিতে পারেন রায় রঘুনন্দন?

লক্ষ্মী—(স্বগত) অসহ্য! অপদার্থটা এর একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারছে না।

রঘু—কিন্তু নবাব সাহেব, রাজা সীতারামের সৈন্যেরা শুধু হিন্দুই নয়, তাদের ভেতরে মুসলমানও রয়েছে।

মুর্শিদ—মুসলমান আছে তাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে, নইলে জঙ্গলে পালিয়ে যেত! হিন্দু মেয়েদের জঙ্গল খুঁজলে পাওয়া যেত বুঝলেন!

[বন্দী মনোহর রায়কে লইয়া আসিতে দেখা গেল। তাহার চীৎকার "আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে নিমকহারামের দল"—শোনা যাইতেছিল]

রঘু—ও কার চীৎকার? কাকে ওরা নিয়ে আসছে?

মুর্শিদ— বিশ্বাসঘাতক জমিদার মনোহর রায়কে বন্দী করে নিয়ে আসছে রায় সাহেব। সঙ্গে মেনাহাতির কর্ত্তিত মস্তক, পৈশাচিক ভাষায় কাটা মুণ্ড। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা এখানে আমোদ করতে আসিনি নিশ্চয়!

রঘু—মনোহর রায়! সে ত আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। তাকে এখানে কেন নবাব সাহেব?

মুর্শিদ—রায় রঘুনন্দনকে কি আমার একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, যে জমিদার শুভ পুণ্যাহে বাৎসরিক রাজকর না জুগিয়ে বিদ্রোহ প্রকাশ করতে সাহস করবে তার শাস্তি ঐ ..

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

রঘু—নবাব সাহেব, আপনার অভিপ্রায় আমাকে খুলে বলুন?

মুর্শিদ—আপনি বৃথা আতঙ্কিত হচ্ছেন রায় রঘুনন্দন! ঐ চির অন্ধকারাচ্ছন্ন পৈশাচিক গহ্বরের বুভুক্ষিত উদর আজ আবার উন্মুক্ত হবে। চলুন, দেখবেন শত শত আবদ্ধ ক্রুদ্ধ দানবের বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস কতই না আকুল আগ্রহে আপনাকে আলিঙ্গন করতে চাইবে!

(রঘুনন্দন ঐ অন্ধকার গহ্বরের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাহার মনে হইল সত্যই বুঝি ঐ অন্ধকার তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। নবাব ব'লতে লাগিলেন

মনোহরকে আজ আমি ওখানে নিক্ষেপ করব। নেমকহারাম কাফেরের আর্ত্তনাদ বৈকুণ্ঠ গহ্বরের পঙ্কিল সীমানায় আবদ্ধ প্রাচীরে আহত হয়ে আবার শয়তানকেই আঘাত করবে! মুমূর্ষুর সেই আর্ত্তনাদ আমাদের নিত্য নিদ্রালু চোখে মদিরতা জাগিয়ে তুলবে!

প্রাণের জন্য, বাঁচার জন্য, আলো, আকাশ, বাতাসের জন্য সে কি আকুলি বিকুলি ! মুমূর্ষু দানবের সেকি আর্ত্তনাদ !

রঘু—[সহসা সভয়ে চীৎকার করিয়া] নবাব সাহেব, আমি যদি কোন দিন আপনার এতটুকু উপকার করে থাকি, তার বিনিময়ে অনুগ্রহ করে আমায় চলে যেতে দিন। আমি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারবো না !

মুর্শিদ—আপনার এ দৃশ্য দেখতে কষ্ট হবে রায় রঘুনন্দন, আমি বুঝতে পারি নি। আপনি দুর্ব্বল ... অতি দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলতা নিয়েত' আপনার দেওয়ানী করা চলবে না। হয় এ দুর্ব্বলতা পরিহার করুন, আর না হয়ত দেওয়ানী পরিত্যাগ করুন। একটা পথ বেছে নিন্।

(রায় রঘুনন্দন দেওয়ানীর লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাহার মৌন সঙ্কট লক্ষ্য করিয়া মুর্শিদকুলি খাঁ হাসিয়া কহিলেন)

আমি জানি আপনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে কঠোরতর হতে পারবেন। এ দৃশ্য দেখতে আর আপনার কষ্ট হবে না।

(একজন প্রহরী মৃন্ময়ের কর্ত্তিত মস্তক থালায় বহিয়া অগ্রসর হইলে লক্ষ্মী তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া নবাবের দিকে অগ্রসর হইয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল)

লক্ষ্মী—খোদাবন্দ ! মেনাহাতিকা শির লেকে আপকা বাস্তে প্রহরী খাড়া হ্যায়।

মুর্শিদ—উসকো জলদি বোলাও। (প্রহরী মস্তকের থালা সম্মুখে রাখিল) এ কি ! এত বড় ! এত গর্ব্ব আর এত মহত্ব এ মুখে !

রঘু—ঐ মেনাহাতির মাথা।

মুর্শিদ—কাফেরদের ভেতরেও এমন বীরত্ব ব্যঞ্জক মুখশ্রী ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! মূর্খ দয়ারামের কি বীরের প্রতি মর্য্যাদা বোধও নেই ? একে হত্যা করা অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে। এই সুবৃহৎ মস্তক যে মহাবীরের তার দেহ না জানি কতই বিরাট ! রায় রঘুনন্দন, আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি ঐ মহাবীরের চোখে মুখে দেবত্বের ছাপ

পরিস্ফুট। আমি দেবত্বের সঙ্গে পৈশাচিকতার সংমিশ্রণ করতে পারি না! আপনি নিজে এই মাথা নিয়ে মহম্মদপুর যাত্রা করুন রায় সাহেব! উপযুক্ত প্রথায় যাতে এব মস্তকের সৎকার হয়, তার ব্যবস্থার ভাব আমি আপনার উপর ন্যস্ত করছি। আপনি যখন এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছেন না, তখন অবিলম্বে যাত্রা করুন।

(প্রহবীকে ইঙ্গিত কবিলে বঘুনন্দনেব সঙ্গে মস্তক বহিয়া লইযা সে পস্থান কবিল। নবাব কাবাগারের ভেতর প্রবেশ কবিযাছেন। প্রহবীবা মনোহর রায়কে লইয়া অগ্রসব হইল)

মনোহর—ছেড়ে দে···ছেড়ে দে ব্যাটাবা! ছাড়বি না? বেশ না ছাড়লি। আমার অর্থ গিয়েছে, সামর্থ্য গিয়েছে, এবার না হয় আমিই যাবো। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! এই ঠিক্! ঠিক হয়েছে! এই আমাব উপযুক্ত শাস্তি! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

মুর্শিদ—মনোহব বায়!

মনোহব--এই যে নবাব সাহেব। (কুর্নিশ) আমি আপনার পায়ের ধূলো নবাব সাহেব দোহাই আপনার, আমায় ছেড়ে দিন।

মুর্শিদ—এই! একে ছেড়ে দে! (প্রহরীরা আদেশ পালন কবিল) তোরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর!

লক্ষ্মী বাহার যাও!

প্রহবীরা কিছুদূব যাইতেই দেখা গেল সোফিয়া তাহাদের ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল, তাহাবা সেই দিকে চলিয়া গেল)

মুর্শিদ - তোমাব কোন কৈফিয়ৎ আছে নিমকহাবাম জমিদার!

মনোহর—আপনাব পায়ে পড়ি নবাব সাহেব, বিশ্বাস করুন আমি নিমকহারাম নই। বাজকর বন্ধ আমি ইচ্ছা করে করিনি! বিশ্বাস করুন, আপনার মঙ্গলের জন্য আমি সীতাবামের সর্ব্বনাশ করেছি. কেবল আপনারই কল্যাণ কামনায় মেনাহাতির মত অজেয় দস্যুকে হত্যা করিয়েছি···

মুর্শিদ—বল, বল জমিদার, আমার জন্য আর কি করেছ? থামলে কেন? বল বল?

মনোহর—আর—আর [কি বলবে খুঁজিয়া পাইল না]

মুর্শিদ—সীতারাম তোমায় বিশ্বাস করেছিল, তুমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করনি ? আমার নিমক খেয়ে পুণ্যাহে কর না পাঠিয়ে আমার সঙ্গে নেমকহারামি কর নি ? বিশ্বাসঘাতক ! তুমি জাতিতে বিশ্বাসঘাতক। তোমার রক্ত, তোমার নিঃশ্বাস, তোমার সংস্পর্শ বিষাক্ত ! লালসার বিষাক্ত রসে তোমার প্রতি লোমকূপ সিক্ত ! সীতারামের সর্ব্বনাশ করেছ আমার উপকার করতে নয়, তোমার নিজের অর্থ ফিরে পাবার প্রত্যাশায় ! তুমি শুধু সীতারামের শত্রু, জাতির শত্রু নও ! তুমি মানুষের শত্রু, জগতের বিভীষিকা !

(নবাবের ইঙ্গিতে লক্ষ্মী হাতল টানিতেই রক্ষশূন্য দেওয়াল উপরে উঠিয়া গেলে গহ্বরের মুখ উন্মুক্ত হইল। নবাব সেই দিকে ক্ষীণজীবি মনোহরকে টানিয়া লইয়া গেলেন)

অর্থগৃধ্নু পিশাচ ! অর্থের জন্য তুমি সব করতে পার ! তোমায় আমি বাঁচতে দেবো না !

মনোহর—দোহাই দীন দুনিয়ার মালিক ! আমায় প্রাণে মারবেন না। আপনি যা বলবেন···না, না, না, আপনি শাস্তি দিন্ ! আমায় শাস্তি দিন ! শাস্তি আমার প্রাপ্য হাঃ—হাঃ—হাঃ ! শাস্তি আমার প্রাপ্য !

মুর্শিদ—হাঁ, শাস্তি তোমার প্রাপ্য ! মনোহর ! চেয়ে দেখ কাফের, ঐ অন্ধকার রাজ্য তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শত শত পিশাচ তোমায় থিয়া তাথৈ নৃত্যে আহ্বান করছে। ভয়ঙ্কর দানবের ভয়াবহ আলিঙ্গন তোমায় জড়িয়ে ধরতে অপেক্ষা করছে ! দেখ, দেখ, হিন্দুর ভূতের মুণ্ডহীন জলন্ত চোখের জলুস্ ঐ অন্ধকারেও জ্বল জ্বল করছে ! ঐ যক্ষের রাজ্য ! ওরে কৃপণ ! অর্থ যদি চাও, ঝাপিয়ে পড় ঝাপিয়ে পড়···

(অপ্রত্যাশিতভাবে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন)

মনোহর—ও—হো—হো—

মুর্শিদ—হাঃ—হাঃ—হাঃ— !

[সেই দিকে চাহিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মী তাহার ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়াছে। সে নবাবের পশ্চাতে যাইয়া ডাকিল]

লক্ষ্মী—মুর্শিদকুলিখাঁ! নবাব চমকিয়া ফিরিলেন) চিনতে পারো?

মুর্শিদ—লক্ষ্মীরায়!

লক্ষ্মী—হাঁ, আজ আর চিনতে দেরী হবে না! সে দিনের কথা মনে পড়ে?

মুর্শিদ—কোন্ দিনের কথা লক্ষ্মীরায়? (চারিদিকে চাহিতেছিলেন)

লক্ষ্মী—কি দেখছ বাংলার নবাব! তোমার শত চীৎকারেও আজ আর এই কারাকক্ষে কেউ তোমার সাহায্যে ছুটে আসবে না। আজ একবার মনে কর সেদিনের কথা যেদিন বিচারের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে আমার সনন্দ পত্র তুমি ছিড়ে ফেলেছিলে!

মুর্শিদ- লক্ষ্মীরায়! তোমার স্পর্দ্ধার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর! কোন্ অধিকারে তুমি এখানে প্রবেশ করেছ?

লক্ষ্মী—অধিকার? হাঃ হাঃ হাঃ—! অধিকার অর্জ্জন করতে হয় নবাব!

মুর্শিদ—লক্ষ্মীরায়!

লক্ষ্মী—ও চোখ রাঙ্গানিতে আজ আর কিছু এসে যায় না মুর্শিদকুলি খাঁ! জান, তোমার সামর্থ্যকে আজ আমি গুড়িয়ে চূর্ণ করে দিতে পারি।

মুর্শিদ—ঘৃণিত কুক্কুরের এত স্পর্দ্ধা! কে আছিস্!

লক্ষ্মী—খবরদার মুর্শিদকুলি খাঁ! তোমার কণ্ঠস্বর আমি আর মানুষকে শুনতে দেবো না! (অগ্রসর হইতেই মুর্শিদ তরবারি বাহির করিলেন)

মুর্শিদ—লক্ষ্মীরায়!

লক্ষ্মী— পিস্তল ধরিয়া) মুর্শিদকুলি খাঁ! অস্ত্র পরিত্যাগ কর! নইলে এই মুহূর্ত্তে তোমার ঐ কুৎসিত দেহ মাংস পিণ্ডের মত ওখানে লুটিয়ে পড়বে। পরিত্যাগ কর!

মুর্শিদ—(তরবারি পরিত্যাগ করিয়া পিস্তল খুঁজিলেন) আমার পিস্তল?

লক্ষ্মী - হাঃ—হাঃ হাঃ—! এই! আজ শু মনে করধু

লম্পট পাঠান! সাম্প্রদায়িকতার আবরণে আত্মগোপন করে কি ভাবে তুমি চোরের মত ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করে সীতারামের সুরক্ষিত সিংহদ্বারে আঘাত করেছ!

মুর্শিদ—কিন্তু লক্ষ্মীরায়, আমি সীতারামের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে সন্ধি করব স্থির করেছি।

লক্ষ্মী—ওরে ভাগ্যান্বেষী কুকুর! স্তোকবাক্যে আমায় ভোলাতে পারবে না! তুমিই একদিন বলেছিলে—নেমকহারামদের জন্য এই বৈকুণ্ঠাবাস নির্ম্মাণ করেছ!

মুর্শিদ—উদ্ধত যুবক! তুমি কি বলতে চাও?

লক্ষ্মী- শুধু বলতে চাই না এই মুহূর্ত্তে আমি প্রমাণ করে দেবো যে ঐ পৈশাচিক কক্ষ তুমি তোমার নিজের জন্যই নির্ম্মাণ করেছ।

মুর্শিদ—(দুর্ব্বলতা ধরা পড়িল না, না, না, এত কঠোর তুমি হবে না লক্ষ্মী রায়। আমি ত' তোমার কোন-

লক্ষ্মী—তুমি আমার জীবন মরুভূমি করে দিয়েছ! তোমার মত লম্পটের প্রলোভনে ভুলে সন্ধ্যা মহম্মদপুরের সর্ব্বনাশ করেছে... আরতির রক্ত রঞ্জিত গণ্ডে তুমি কালিমার ছাপ লাগিয়ে দিয়েছ! না, না, তোমায় আমি ক্ষমা করতে পারি না। এ আমার আরতির আদেশ—

মুর্শিদ—আগুনে হাত দিও না লক্ষ্মীরায়।

লক্ষ্মী—আগুন! ঐ আগুনে শুধু হাত নয়, সর্ব্ব শরীর তোমার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। জীবনে শুধু আঘাতই করেছ বাংলার নবাব, আঘাত পাওনি কোন দিন। আজ এসো একবার পরখ করবে। (ঘাড় ধরিতেই মুর্শিদকুলি খাঁ একবার বাধা দিতে শেষ চেষ্টা করিলেন কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ গোঙানির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না) আর লজ্জা কিসের নবাব!

(গহ্বরের সম্মুখে টানিয়া লইয়া)

বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা! ঐ দেখ। কিছু দেখতে পাচ্ছো? অন্ধকার? ঐ অন্ধকারে জাহান্নামের আগুন অহরহঃ জ্বলছে। ঐ দেখ তোমার ধর্ম্মদ্রোহী এক্তিদ তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে! দোস্ত মনোহর

রায় বড় একলা রয়েছে ! আর নয়—ঝাপিয়ে পড—।

(সজোরে ফেলিয়া দিল)

মুর্শিদ ইয়া—আল্লা—। বাঁচাও— !!

[একটা পতনের শব্দ। তারপর সব নিস্তব্ধ। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লৌহদণ্ড উঠাইয়া দিতেই দেওয়াল নামিয়া আসিল। বাহিরের দিক হইতে কারাগারের দ্বার বন্ধ করিয়া লক্ষ্মী অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। রঙ্গমঞ্চও অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। একটা তীব্র অথচ করুণ যন্ত্রধ্বনীর সঙ্গে সূর্য্যাস্ত দৃশ্যমঞ্চে ফুটিয়া উঠিল। সূর্য্যালোক ও মেঘের লুকোচুরিতে আকাশের বুকে লিখিত হইল—'পরের দিন সন্ধ্যায়।'—অস্তগামী সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোকে দেখা গেল আবদ্ধ সীতারাম গবাক্ষ ধরিয়া গঙ্গার বুকে সূর্য্যাস্ত দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গেল]

সীতারাম সূর্য্য ডুবে গেল। শত বৎ পরেও চলবে ওর ঐ নিত্য অভিনয়। কিন্তু আমার কল্পনায় গড়া সোনার বাংলার সূর্য্য দিগন্ত রঞ্জিত করে চিরতরে ডুবে গেল। শস্যশ্যামলা জননী জন্মভূমি আমার! পারলেম না মা, তোর সন্তানদের জন্যে আমি আমার সঞ্চয়নের এতটুকুও রেখে যেতে। কিন্তু তবুও জননী। তোর সন্তানদের বলিস্ -অযোগ্য ভাইএর সব অপরাধ ভুলে যেন তারা তার রাজধানীর ইতিহাস খুঁজে দেখে! সেখানে প্রতি ধূলিকণায় জাতীয়তার গান শুনতে পাবে শুনতে পাবে আকাশে বাতাসে জাতির মন্ত্র গুঞ্জরণ! (পায়চারী)

বাংলার মিলিত হিন্দু মুসলমান! ভাইসব! তোমাদের কাছে আমি ঋণী! কর্ত্তব্য পালন করতে পারিনি বলেই আমাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরতে হবে। আমার অক্ষমতাই বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ জীবনকে শুয়ত দারিদ্র্য আর সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন করে দেবে! উৎপীড়ন, অত্যাচার—

[যেন আগামী দিনের সেই সব দৃশ্য তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। সমস্ত দর্শকের সম্মুখেও ভবিষ্যৎ বাংলার সেই ভয়াবহ দৃশ্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। কেবল মাত্র অন্ধকারের ভেতর হইতে যেন অসহায় জাতীয়তাবাদের ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ মাঝে মাঝে শোনা যায়।

প্রথম দৃশ্য -ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখা গেল বাংলা দেশে যেন আগুন লাগিয়াছে। ক্রমে বাংলার দুর্দ্দশার খণ্ড দৃশ্যগুলি মঞ্চে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বুভুক্ষু জনসাধারণের "অন্ন দে মা অন্নদা" "বস্ত্র দে" চীৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। অন্নবস্ত্রহীন মৃতপ্রায় উলঙ্গ নরনারীর মিছিল দৃশ্যে ফুটিয়া উঠিল। দেখা গেল রাজার ভাণ্ডারে খাদ্য পচিয়া নষ্ট হইতেছে। দোকানে খাদ্য থাকিতেও তাহারা খাদ্যাভাবে সেই দরজায়ই শুকাইয়া মরিতে লাগিল। সহসা সেই মুমূর্ষু জনসাধারণের মধ্য হইতে যেন মৃন্ময় ঘোষ, রূপচাঁদ ঢালী প্রভৃতি সর্ব্বশক্তি সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বহু চেষ্টা করিয়া মৃন্ময় দোকানের চাউল কাড়িয়া খাইতে গেল—দোকানদার তাহার মাথায় ডাণ্ডার আঘাত করিল। সর্ব্বশক্তি হারাইয়া চীৎকার করিয়া সে সেখানে লুটাইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে একদল রাজপ্রতিনিধি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেই দোকানী ভিক্ষুকদের বিরুদ্ধে নালিশ করিলে যাহারা জীবিত ছিল সকলকেই শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া গেল]

সীতা—গলিত শবের পাহাড় আমার চারিপাশে...প্রেতের সংস্পর্শে তারা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে! তারা আমায় ঘিরে নৃত্য করছে! কে! কে!! ওকে! মেনা! বক্কার খাঁ! রূপচাঁদ ঢালী! ওঃ—!

[মেনাকে যখন আঘাত করিল তখন সীতারাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন।]

* তৃতীয় দৃশ্য—একজন তৃতীয় পক্ষ বিদেশীর উস্কানীতে বিবাদমান দুই বৈমাত্র ভাইএর দৃশ্য মঞ্চে ফুটিয়া উঠিল। উভয়েই চাহে তাহাদের ধাত্রী মাতাকে নিজের দলে টানিয়া লইতে। কিন্তু কেহই কাহারও অধিকার ছাড়িতে রাজী নহে। অবশেষে মাকে ভাগ করিবার জন্য দুইজন দুইদিক হইতে টানাটানি করিতে লাগিল। মায়ের প্রাণ যখন বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে—ঠিক সেই সময় উভয়েরই দুই সহোদর ভাই আসিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একজন শান্ত হইলেও বিদেশীর উস্কানিতে অন্য ভাই শান্ত হইল না। চতুর্থ দৃশ্য—সহসা দেখা গেল ছিন্ন বসন পরিহিতা শক্তিহীনা কুসুম পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে একজন দুর্বৃত্ত তাহাকে অপহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সীতা—আমার কুসুম! খবরদার শয়তান!

(চীৎকার করিয়া দস্যুদের আক্রমণ করিতে যাইয়া গরাদে ধাক্কা খাইলেন)

কারা এ! কারা এ?—ওঃ! চিনেছি—আমি চিনেছি! জীর্ণশীর্ণ অন্নবস্ত্রহীন মৃতপ্রায় বাংলার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তোমরা! আমারই

ভবিষ্যতের মা, ভাই, বোন—আমারই কুসুম। আমি অপরাধী, আমায় তোমরা শাস্তি দাও, অভিশাপ দাও! বাংলার যৌবনকে আমি বাঁচাতে পারিনি আমি তাকে অকালে আহত করেছি!...আমাকে তোমরা টুকরো টুকরো করে ফেল। ছিড়ে ফেল! খেয়ে ফেল!

[উত্তেজনায় কাঁপিতেছিলেন ও অতি ক্ষোভে দু'চোখ দিয়ে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। কিছুদূর হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সীতারাম ধীরে ধীরে ঐ সুরে শান্ত হইতে লাগিলেন। নদী পার দিয়া গাহিতে গাহিতে সন্ধ্যাকে আসিতে দেখা গেল]

(গান)

পূব আকাশের রঙীন আলো পশ্চিমেতে চলে
আঁধার হ'ল কাহারও ঘর, মানিক কারো জ্বলে।
খেওয়ার শেষে যায় যে ভেসে
সাত রাজার ধন মাণিক ও সে
কেউ কি তারে পারলি নারে রাখতে বুকের বলে?
আলোর দেশে এল আঁধার, ভাস্‌বি চোখের জলে।।

সীতা—আলোর দেশে আঁধার এলো। হাঁ, এসেছে, আঁধার এসেছে। আমার সোনার দেশের দিগন্ত ছেয়ে আজ আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, আলো নিভে গেছে (কারাগারের বাহিরে সন্ধ্যার প্রবেশ)

সন্ধ্যা কিন্তু মহারাজ, আলো নিভে গেলেও তার দীপ্তিটুকু এখনও আছে। আপনি ওতেই আপনার পথ দেখতে পাবেন।

সীতা—কে! কে? সন্ধ্যা? তুই! রাক্ষসী, আমার সারা জীবনের প্রজ্জ্বলিত মশালকে একটি ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়ে আজ এসেছিস্ আমায় আলোর মোহনায় পৌঁছে দিতে! কেন এ সর্ব্বনাশ করলি? বাংলার সৌভাগ্যকে কেন অকালে গ্রাস করলি রাক্ষসী?

সন্ধ্যা—ভুল করেছি মহারাজ, ভুল করেছি। আজ আমি আপনার পা ছুয়ে শপথ করছি, আমি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব।

[ঠিক এই সময়ে দেখা গেল অন্ধকারে গা ঢাকিয়া লক্ষ্মী ও আরও কয়েকটী তরুণ তরুণী অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহারা আসিয়া প্রহরারত প্রহরীকে বাঁধিয়া ফেলিল। একজন তাহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল]

লক্ষ্মী—দাদা!

১ম তরুণ—মহারাজ!

সীতা—কে? কে তোমরা?

লক্ষ্মী—চুপ! আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। কোন কথা না বলে আমাদের অনুসরণ করুন!

(কারাগারের লৌহ গরাদ সজোরে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে তাহা বাঁকিয়া গেল)

সীতা—ওভাবে নয়, ওরে অবোধ, ওভাবে নয়! কারার নিগড়, আমার বাংলা মায়ের এ চির শৃঙ্খল একা শক্তির সজ্ঞাতে চূর্ণ করিতে পারবি না! ও শৃঙ্খল ভাঙ্গতে তোদের সম্মিলিত সাধনার প্রয়োজন। হিন্দু-মুশলমান সম্মিলিতভাবে জাতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে দিন সাম্প্রদায়িকতা ভুলে যাবে, ভুলে যাবে পরস্পরকে পীড়ন করতে, সে দিন ও শৃঙ্খল আপনিই ভেঙ্গে পড়বে, কারার দুয়ার আপনিই হবে অর্গলমুক্ত! সেদিন আমার মুক্তি, তোমাদের মুক্তি, বাঙ্গালীর মুক্তি! আজ কেন এসেছ? আমি ত' পালিয়ে যেতে পারব না।

১ম তরুণ—আমাদের আসা কি তাহ'লে ব্যর্থ হবে?

লক্ষ্মী—আমরা কি তাহ'লে ফিরে যাবো?

সীতা—হাঁ, তোমরা ফিরে যাবে, কিন্তু তোমাদর সঙ্গে ব্যর্থতা যাবে না ফিরে। যে যুগের মানুষ পালিয়ে যায়, আমি ত' সে যুগের মানুষ নই ভাই—তাই পালিয়ে আমি যেতে পারি না। ভাইসব! বাংলার তরুণ তোমরা, তোমাদেরই গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্নে, বাংলার শৃঙ্খল মুক্তির জন্যই কি আমাকে এ শৃঙ্খল পরতে হয়নি? আমার প্রাণপণ চেষ্টা হয়ত ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তোমরা থাকতে আমার আজীবনের সাধনাও কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

লক্ষ্মী—কখনই নয়।

১ম তরুণ—জাতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ আমরা।

লক্ষ্মী—বাংলার ঘরে ঘরে বাংলার জাতীয়তার গান গেয়ে বেড়ানই আজ আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

সীতা—আমি জানি—আমার অভাবে বাংলার স্বাধীন ভবিষ্যৎ

রচনার কাজ বন্ধ থাকবে না। ঐ আমার একমাত্র শান্তি—আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তোমাদের উপর আমি কঠোর দায়িত্ব অর্পণ করেছি লক্ষ্মী, তোমাদের এখানে আর আবদ্ধ রাখবো না। মনে রেখো তোমরা শুধু হিন্দু নও, তোমরা শুধু মুসলমান নও, সকল সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে তোমরা। তোমরা বাঙ্গালী—তোমরা মানুষ। তোমাদের ধর্ম্ম মানব ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য এগিয়ে যাও, তোমরা এগিয়ে যাও সম্মুখ পানে। ওরে বাংলার তরুণ তরুণী! এই মন্ত্রই হোক আজ থেকে তোদের বিজয় অভিযানের সোপান।

লক্ষ্মী—আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা এই ব্রত উদ্‌যাপনে সক্ষম হই।

সীতা প্রার্থনা করি সাধনায় তোমরা সিদ্ধিলাভ কর।

(সত্যই যেন তরুণের দল সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়া গেল)

সন্ধ্যা মহারাজ!

(সীতারাম তরুণদের প্রস্থান পথের দিকে তাকাইয়াছিলেন। সন্ধ্যার দিকে কেবল একবার ফিরিয়া তাকাইলেন)

কথা বলবার আর সময় নেই মহারাজ! ওরা আপনাকে শাস্তি দিতে আসছে।

সীতা—শাস্তি দিতে আসছে? কে?

সন্ধ্যা—দয়ারাম।

সীতা—শাস্তি! আমি আমার দেশকে ভালবাসি এই আমার অপরাধ, তাই তার শাস্তি। দয়ারাম শাস্তি দিতে আসছে সন্ধ্যা! কেন, মহম্মদপুর থেকে ফেরার পথে নাটোরের চিড়িয়াখানায় জন্তুর মত আমায় আটক রেখে সে ত অনেক বাহাদুরীই নিয়েছে, তবুও-সখ মেটেনি? নাটোরের জনসাধারণ তাদের রাজকর্ম্মচারীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছে। আর কেন? মরবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নাটোর আর নয়, এবার মুর্শিদাবাদ আসুক। আমার ভাগ্যবিধাতাকে আমায় শাস্তি দিতে আসতে বল ...নবাব, নবাবকে।

সন্ধ্যা—কাল রাত্রি থেকে নবাব নিরুদ্দেশ।

সীতা—নিরুদ্দেশ!

সন্ধ্যা—হাঁ, আমি জানি লক্ষ্মী তাকে হত্যা করেছে।

সীতা—হত্যা করেছে! লক্ষ্মী? বাংলার তরুণ তাহ'লে বাংলার সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছে? সন্ধ্যা, সত্য বলছ?

সন্ধ্যা—হাঁ, খুব সম্ভব হত্যাই করেছে। অমাবস্যার আঁধারে মনোহর রায়কে শাস্তি দিতে কাল গভীর রাত্রে নবাব এসেছিলেন এই বৈকুণ্ঠাবাসে।

সীতা—তারপর?

সন্ধ্যা—সেই গভীর রাত্রে লক্ষ্মী, মুর্শিদকুলি খাঁ আর মনোহর রায়কে এই কারাকক্ষে রেখে লক্ষ্মীর ইঙ্গিতে অন্য সব প্রহরীদের নিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাই। তারপর—আর কিছু জানি না—শুধু জানি নবাব নিরুদ্দেশ।

সীতা—আঃ শান্তি। সন্ধ্যা, মরবার পূর্ব্বে বাংলাকে অন্ততঃ একটা দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্ত দেখে যাচ্ছি—বাংলার জাতীয় জীবন আজ আর বিপন্ন নয়। বাংলার জাতীয়তার শত্রু হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, শত্রু মুর্শিদকুলি খাঁ! তারই প্ররোচনায় বাংলা আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত হতে চলেছে।

সন্ধ্যা—মহারাজ, দয়ারাম আসছে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে ওরা আপনাকে ঐ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করবে!

সীতা—মুর্শিদের নরক! তাহ'লে" (নিজের হীরকাঙ্গুরীয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িল) পেয়েছি সন্ধ্যা! এই—বিষ!

[সহসা যেন বঙ্গজননীকে সম্মুখে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন।—

আমার সোনার বাংলা! শত্রুর হাত থেকে এ অযোগ্য সন্তান তোর শৃঙ্খল মুক্ত করতে পারলো না মা! তাই যারা সক্ষম, যাদের অনন্ত উৎসাহের দীপ্তি আজও সবুজ, সেই বাংলার তরুণদের হাতেই তোর শৃঙ্খল মুক্তির দায়িত্ব অর্পন করে চলে যেতে হচ্ছে। তুই এ অযোগ্য সন্তানকে ক্ষমা কর জননী! আর নয়; শৃঙ্খল পরার চেয়ে স্বাধীন জীবনে আত্মহত্যা শ্রেয়স্তর পথ।

[সহসা সেই বিষাক্ত অঙ্গুরীয় হইতে বিষ পান করিলেন]

সন্ধ্যা—মহারাজ ! একি করলেন ?

সীতা—মুক্তিদাত্রী মদিরা সারা অঙ্গে বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়ে ছুটে চলেছে সন্ধ্যা !...আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর পথিক ! তোমার মর্ত্তের পথ-রেখা সুরধনী তীরে মিলিয়ে যাবে। আবার তোমার অজানা রাজ্যে যাত্রা সুরু হবে। [টলিতেছিলেন] শরীরের ভেতর ঝড় উঠেছে। উন্মাদ ঘূর্ণিবাত্যা আজ সব চূর্ণ করে দিবে।

[লৌহ গরাদ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া টলিতেছিলেন। প্রহরী রায় রঘুনন্দন ও দয়ারামকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সন্ধ্যা আত্মগোপন করিল]

দয়ারাম—(জনান্তিকে) নিশ্চয় নবাবের কোন ভীষণ বিপদ হয়েছে রায় সাহেব।

রঘু—কাল গভীর রাতে তিনি এখানে এসেছিলেন। তারই আদেশে আজ মেনাহাতির মাথার সৎকারের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি মহম্মদপুর রওনা হবো ভেবেছিলাম। নবাব নিরুদ্দেশ শুনে আমার যাওয়া স্থগিত রাখতে হ'ল।

সীতা—(জড়িতস্বরে) বাংলা মায়ের শ্যামলা অঞ্চলে স্বর্ণদ্যুতি খেলে যায়। আলোর ঝিকিমিকি বুঝি চোখ ঝলসে দিয়ে যায় ! একি ! ঐ শ্যামলা আচলের স্বর্ণদ্যুতি রক্তময় হয়ে গেল ! ঐ রক্ত ও বুঝি কাল হয়ে যায় ! কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়ে গেলেন)

দয়ারাম—নবাবের অন্তিম ইচ্ছা আমরা পালন করব। কিছু সময় পূর্ব্বে এই সীতারামের ইঙ্গিতে একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক এসে এখানে গোলমাল করছিল।

রঘু তাদের বন্দী করেছ ?

দয়ারাম না, জোর করে বন্দী করে লাভ নেই রায় সাহেব। হিংস্র ব্যাঘ্রকে পোষ মানাতে চাইলে সে মরেই যায়। আমি ওদের পেছনে লোক লাগিয়েছি। একটু একটু করে ওদের পোষ মানাতে হবে।

রঘু—কিন্তু সীতারাম ?

দয়ারাম—সীতারাম সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা। আমি স্থির করেছি রায় সাহেব, সীতারাম যদি স্বেচ্ছায় পরাধীনতা স্বীকার না করে, তাহলে নবাবের ইচ্ছানুযায়ী আমরা ওকে ঐ বৈকুণ্ঠাবাসে নিক্ষেপ করব।

সীতা—(লুপ্তপ্রায় সংজ্ঞা) আলো—আমার আলো নিভে গেছে, আঁধার শুধু ঘনিয়ে আসে চোখে।

দয়ারাম—সীতারাম!

সীতা—কে? দয়ারাম? তুমি কেন ডাক তোমার নবাবকে।

দয়ারাম স্পর্দ্ধিত রাজা, এখনও পরাধীনতা স্বীকার কর।

সীতা—পরাধীনতা! মূর্খ! দেখছ না মুখে বিষ! আগুন? কামানের মুখে আগুন? স্বাধীনতা আগুনে পুড়ে যাবে তবুও অধিকার করতে পারবে না।

দয়ারাম—সীতারাম! উন্মাদ!

সীতা (সহসা অস্বাভাবিক উত্তেজনায়) না, না না আমি দেবো না! মহম্মদপুরের স্বাধীনতা আমি লুণ্ঠন করতে দেবনা দস্যু! আঃ!

[স্বাধীনতা বুকে আকড়াইয়া রাখিবেন এই উদ্দেশ্যেই যেন হস্তচ্যুত স্বাধীনতাকে ধরিতে সর্ব্বশক্তি সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলেন কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে, দয়ারামের ধাক্কায় সর্ব্বশক্তি হারাইয়া পড়িয়া গেলেন। চারিদিক হইতে যেন শৃঙ্খল ঝন্ ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল]

দয়ারাম—রায় সাহেব, সীতারাম জ্ঞানশূন্য। তথাপি আমরা নবাবের আদেশ পালন করব। প্রহরী দ্বার উত্তোলন কর। এর এই জ্ঞানশূন্য দেহ আমরা ঐ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করব।

[করুণ সুরের যন্ত্রধ্বনী ভাসিয়া আসিতে লাগিল। দ্বার উত্তোলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর হইতে ক্ষীণ অথচ তীব্র আর্ত্তনাদ, 'বাঁচাও বাঁচাও' বাতাস আলো, জল!" ভাসিয়া আসিতে লাগিল]

দয়ারাম—ওকি! কার আর্ত্তনাদ?

রঘু ও বোধ হয় রাজা মনোহর রায়ের আর্ত্তনাদ। তাকে ঐ কুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন নবাব সাহেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন।

(উভয়ে অগ্রসর হইলেন। গহ্বর হইতে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল :—)

"কে তুমি প্রহরী! আমি বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ! দয়া কর, বাঁচাও! আলো—বাতাস জল—"

দয়ারাম—নবাব সাহেব!

মুর্শিদ—আমি তোমাদের দয়ার দ্বারে ভিখারী, আমায় বাঁচাও! মানুষ হ'য়ে মানুষের এ অন্তিম প্রার্থনা উপেক্ষা ক'রো না! বাতাস—জল—

দয়ারাম নবাব সাহেব! (অগ্রসর হইল)

রঘু—আমি উদ্ধার করছি! প্রহরী, পথ দেখাও!

[প্রহরী ও রঘুনন্দন নামিয়া গেলেন, দয়ারাম দেখিতে লাগিল। উভয়ের সাহায্যে জীর্ণশীর্ণ উস্ক খুস্ক নবাব উপরে উঠিয়া আসিলেন। নবাবকে কারাগারের বাহিরে আনিয়া আরাম কেদারায় শয়ন করান হইল]

মুর্শিদ—জল—একটু জল—

দয়ারাম—জল্‌দি পানি দেও!

[প্রহরী জল দিলে নবাব পান করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। একটু সুস্থ হইলে কহিলেন:]

মুর্শিদ—কাগজ কলম নিয়ে এস বন্ধু, কাগজ কলম। (দয়ারামের প্রস্থান) আমার নরকের বন্ধু মনোহর রায় জল আর বাতাসের অভাবে আমারই পায়ের কাছে মুমুর্ষুর মত ঢলে পড়েছিল। উদ্ধার কর, তাকে উদ্ধার কর। (প্রহরী আদেশ পালন করিল) উভয়ে আমরা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলাম, এমনি সময় আপনারা আমায় উদ্ধার করেছেন বন্ধু।

(দয়ারাম প্রবেশ করিয়া কাগজ কলম দিল)

আমি লিখে দিচ্ছি—(লিখিতে লাগিলেন) সীতারামের রাজ্য যদি জয় করতে পার দয়ারাম, সম্পূর্ণ আমি নাটোরের হাতে ছেড়ে দেবো। (রঘুনন্দনকে) এ বন্ধুত্বের মর্য্যাদা—আর কিছু নয়। অতি সামান্য করই এর জন্য আপনাকে দিতে হবে। এই আমার স্বাক্ষর।

দয়ারাম—নবাব সাহেব, আমরা মহম্মদপুর জয় ক'রে সীতারামকে বন্দী করে নিয়ে এসেছি।

মুর্শিদ—কি বললে দয়ারাম? আবার বল, নইলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

দয়ারাম—হুজুর! সীতারাম ঐ কারাগারে বন্দী, আর [illegible] বিলম্ব করলে সে তার উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ না করে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে।

মুর্শিদ—এ সত্য, সত্য দয়ারাম? সীতারাম হিংস্র ব্যাঘ্র পিঞ্জরা-বদ্ধ? ছাড়া রেখো না—ছাড়া রেখো না! শূলে চড়াও, এই মুহূর্ত্তে!

(দয়ারাম কারাগারের দিকে অগ্রসর হইল)

রঘু—কি ভাবে ওখানে আবদ্ধ হয়েছিলেন নবাব সাহেব?

মুর্শিদ সে পরে। আজ শুধু আমি চাই মুর্শিদের জীবনের এই পরম দুর্ঘটনা, চির দুর্ব্বলতাটুকু ভুলে যেতে শূলবিদ্ধ সীতারামের তীব্র আর্ত্তনাদ। এই মুহূর্ত্তে!

দয়ারাম—(দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন) নবাব সাহেব, সীতারামের মৃত্যু হয়েছে।

মুর্শিদ (উত্তেজনায় উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন) মৃত্যু হয়েছে! ওঃ!—তবুও, তবুও ঐ মৃত কুক্কুরের ছিন্ন শির আমি চাই! নিয়ে এস কাফেরের ছিন্ন শির! এই মুহূর্ত্তে! [দয়ারাম অগ্রসর হইতেই দেখিল কারাগার জ্বলিয়া উঠিয়াছে]

দয়ারাম—একি! কারাগারে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল! প্রহরী! মৃত সীতারামের দেহ উদ্ধার কর!

[ভিতরে অগ্নি পরিবৃতা সন্ধ্যাকে দেখা গেল। নিকটেই রাজা সীতারামের শব। সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

সন্ধ্যা—কার সাধ্য রাজা সীতারামের মৃত দেহের অবমাননা করে! চেয়ে দেখ মূর্খের দল! স্বাধীন রাজার স্বাধীনতা লুণ্ঠন করবার ক্ষমতা কোন দস্যুর নেই। সে তার স্বাধীন রাজ্য, স্বাধীন প্রজা নিয়ে স্বাধীন দেশে যাত্রা করেছে। কারো ক্ষমতা নেই তাকে আটক রাখে।

মুর্শিদ সোফিয়া! রাক্ষসী!

মনোহর—সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা—চেয়ে দেখ মুর্শিদ কুলি খাঁ, চেয়ে দেখ নবাবের পোষা কুক্কুরের দল! বাংলার পথভ্রষ্টা বালিকা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি

জ্বালাবে করে। আজ আমি উত্তর পেয়েছি, কক্ষচ্যুতার পথ প্রতিহিংসা নয়, এই আগুন,—আগুন!

[জলন্ত কারাগার ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সকলে বিস্ময়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন]

মুর্শিদ—আজ সত্যই আমি পরাজিত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরদিন আমার এ পরাজয় ঘোষণা করবে। যে রাজা দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মৃত্যুবরণ করে, সে সত্যই অপরাজেয়। আর যে ঘাতক সেই আদর্শ রাজার রাজ্য বর্ব্বরের মত দখল করে, সে নৃশংস। সে নৃশংসতা আমি করেছি, সে পরাজয় আমি বরণ করেছি। নবাবের রক্তচক্ষু দিয়ে আমি সমগ্র বাংলাকে শাসন করতে চেয়েছিলাম।···আমার শুধু ভয় রায় রঘুনন্দন, খোদার অভিশাপে রক্তলিপ্সু আমাকে মহম্মদ হানিফার মত রোজ কেয়ামৎ পর্য্যন্ত পর্ব্বত গহ্বরে আবদ্ধ থাকতে না হয়! এক ফোঁটা জলের জন্য গলাটা ফেটে চৌচির না হয়ে যায়!

[আতঙ্কে কাঁপিতেছিলেন। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল]

—শেষ—

[পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই নাটকের নিম্নলিখিত ছাপার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইলে বাধিত হইব।—নাট্যকার।]

পাতা।	লাইন।	যা ছাপা হয়েছে।	যা ছাপা হওয়া উচিত ছিল।
উৎসর্গ	৩য়	জানে	জানে
পরিচয়	৪র্থ	(রায)	(রাম)
,,	৫ম	মনোহর রাম	মনোহর রায়
১	৫ম	কড়া নাড়িল,	কড়া নাড়িল।
,,	৯ম	আগন্তুক স্বাধীন···	আগন্তুক—স্বাধীন
২	১৭শ	··ভূষণাব ফৌজদারী,	ভুষণার ফৌজদারী।
,	২১শ	কামনা করেছিলাম,	কামনা করছিলাম,
৪	১০ম	···নিরপেক্ষ থাকুন আমাদেব	নিরপেক্ষ থাকুন···আমাদের
৫	৯ম	··পাবে না মন্দিরের	পাবে না। মন্দিরের
,,	১৯শ	আরতি সেদিনেব	আরতি—সেদিনের
৬	২য়	শঙ্খধ্বনি হইল,	শঙ্খধ্বনি হইল।
৭	১ম	দিগ্বিজয়ের তরুণ পথিক	দিগ্বিজয়ের তরুণ পথিক।
,,	৮ম	সন্মিলিত	সম্মিলিত
,	১৭শ	মাল্য অর্পণ,	মাল্য অর্পণ।
৮	১০ম	জন্মদে	জন্মদে
৯	৪র্থ	মেয়েরা ·ফেলিয়া দিল	মেয়েটী···ফেলিয়া দিল।
,,	১২শ	আমাব নেই মায়ের পূজা	আমার নেই। মাযেব পূজা
১০	১৬শ	তবুও ভাঙ্গলো না	তবুও ভাঙ্গলো না।
১১	৭ম+৮ম	দুর্ব্বল তোমাব নীতি। দেশের নেতা তুমি হলেও। তোমাব নীতি।	দেশেব নেতা হলেও, দুর্ব্বল
১২	১৩শ	হাত মিলিযে তা হলে এক হ'য়ে	হাত মিলিয়ে এক হয়ে
,	২২শ	কুসুম এস দিদি!	কুসুম—এস দিদি!
১৪	৫ম	লক্ষ্মীব প্রস্থান।	(লক্ষ্মীর প্রস্থান।
১৫	১৩শ	;তামাক	তামাকু
১৭	২৫শ	রায় রঘুনন্দন।	রায় রঘুনন্দন!

ভাবে করে ! আজ আমি উত্তর পেয়েছি, কক্কচুড়ার পথ প্রতিহিংসা নয়, [illegible] ছাপা হয়েছে। যা [illegible] ছিল।

	৫ম	তোমার অলক্ষ্যে বাংলার পাঠানের	তোমার অলক্ষ্যে বাংলায় পাঠানের
,,	৬ষ্ঠ	—	[রঘুনন্দনের প্রবেশ।]
২৩	১২শ	ঔদ্ধাত্ত্য	ঔদ্ধত্য
২৬	২৪শ	দৃঢ় প্তিজ্ঞা বাধজ্ঞা !	দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বাধজ্ঞা।
২৮	১ম	পাণ করেছ ভেবে	পাণ করছে ভেবে
২৯	৪র্থ	সীতা হিন্দু মুসলমান	সীতা—হিন্দু মুসলমান
,,	১২শ	ভাতৃত্ব	ভ্রাতৃত্ব
৩২	১৫শ	ছেলেটা···	(ছেলেটা
,,	১৭শ	(আরে ও—ও) শোণ সবে .. নারীর মান। [অতীতের কোন এক অজানা গ্রাম্যকবি কর্ত্তৃক রচিত এই গানটী ঐ অঞ্চলে এখনও 'ছলোই' এর দলে ও লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া থাকে।]	[যদুনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত "সীতারাম রায়" পুস্তকে গানটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপে সংযোজিত হইয়াছে।
৪১	২০শ	সুরাপান চলিতে লাগিল।)	(প্রস্থান। সুরাপাণ চলিতে লাগিল।)
৫১	১ম,১৩শ,১৮শ	প্রসাদ	প্রাসাদ
,,	১৪শ	প্রদিপ	প্রদীপ
৫৪	২০শ	হোবে হবে নবাব সাহেব।	হোবে নবাব সাহেব।
৫৮	১০ম	(উভয়ে বাহির হইয়া গেল	(উভয়ে বাহির হইয়া গেল।)
,,	১০শ	পবিক্রমণ	পরিক্রমণ
,,	২৮শ	[কুর্ণিশ করিয়া স্থান।	[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।
৬২	২০শ	[চলিয়া গেল পত্র	[চলিয়া গেল। পত্র
৬৬	৯ম	কহিল	কহিল)
৮৩	৩য়	মহারাজ আজ। আমাদের	মহারাজ! আজ আমাদের
১০৪	১০ম	মাণিক করো জলে।	মাণিক কারো জ্বলে।
১০৮	৬ষ্ঠ	চূর্ণ করে দিবে।	চূর্ণ করে দেবে।